তুলসী রামায়ণ

1008 পংক্তিতে নিবদ্ধ

(সংক্ষিপ্ত রামচরিতমানস)

ভবন সম্পাদক

ওমপ্রকাশ গুপ্ত

বাংলায় অনুবাদ

কাজরী গুহ

শ্রী রাম চরিত ভবন
হিউস্টন, ইউ.এস.এ.

তুলসী রামায়ণ
1008 পংক্তিতে নিবদ্ধ

(সংক্ষিপ্ত রামচরিতমানস)

বাংলায় অনুবাদ সহ

সম্পাদক

ওমপ্রকাশ গুপ্ত

বাংলায় অনুবাদ

কাজরী গুহ

শ্রী রাম চরিত ভবন

হিউস্টন, ইউ.এস.এ.

প্রকাশক
শ্রী রাম চরিত ভবন
হিউস্টন, ইউ.এস.এ.

Publisher
Shri Ram Charit Bhavan
12436 FM 1960 W. Pmb #140,
Houston, TX, USA 77065

©2023 তুলসীকৃত রামচরিতমানসের অংশ ছাড়িয়া অবশিষ্ট প্রকাশকের দ্বারা সর্বাধিকার সুরক্ষিত

প্রথম সংস্করণ 2023

ISBN: 978-1-960627-00-1

পুস্তকটির সমস্ত অধিকার প্রকাশকের নিকট সুরক্ষিত।পুস্তকটি অথবা পুস্তকটির যে কোনো অংশ যে কোনো মাধ্যম দ্বারা পুনর্প্রস্তুতিকরণ স্বীকার্য নহে।যান্ত্রিক মাধ্যম অথবা ইলেকট্রনিক মাধ্যম, যেকোনো প্রকার জ্ঞান সঞ্চয় লিখিত আজ্ঞা বিনা সম্ভব নহে।কেবল সমীক্ষক তাঁহার সমীক্ষায় আংশিক উদ্ধৃতি ব্যবহার করিতে পারেন।

সমর্পণ

এই সংকলন আমি আমার স্বর্গীয় পিতা শ্রীকল্যাণপ্রসাদ রামজীলাল অগ্রওয়াল এবং মাতা ত্রিবেনীর চরণতলে শ্রদ্ধাঞ্জলি রূপে সমর্পিত করিতেছি। তাঁহারা শ্রীরামের পরম ভক্ত ছিলেন। যদিও তাঁহারা আর আমাদের মধ্যে বিরাজমান নাই, তাহা সত্ত্বেও তাঁহাদের রামভক্তি সর্বদা আমাদের প্রেরণা যোগাইতে থাকিবে।

ওমপ্রকাশ গুপ্ত

বিদগ্ধ গুণীজনদের বক্তব্য

ডঃ ওমপ্রকাশ গুপ্ত মহাশয় আমার বহু পরিচিত ব্যক্তিদের মধ্যে অন্যতম। এই পুস্তক বাংলায় প্রকাশিত হইতেছে জানিয়া আমি অত্যন্ত পুলকিত। ১০০৮ পংক্তির মধ্যে সম্পূর্ণ রামচরিত মানসকে সীমিত করিয়া মূলভাব বজায় রাখা অত্যন্ত কঠিন কাজ। এই পুস্তক প্রকাশ করিয়া ওমজী বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে আমাদের সনাতন ধর্মের ধারাকে অব্যাহত রাখিবার ও অধিকতর সমৃদ্ধ করিবার পথ খুলিয়া দিয়াছেন।

ডঃ তরুণকৃষ্ণ দাস, প্রেসিডেন্ট
ইন্টারন্যাশনাল গৌড়ীয় বেদান্ত সোসাইটী, হিউস্টন

মহাকবি তুলসীদাস-বিরচিত ও শ্রী ওমপ্রকাশ গুপ্ত-সম্পাদিত 'রামচরিতমানস' এর হিন্দি রূপায়ণ অবলম্বনে শ্রীমতী কাজরী গুহ সাধু গদ্যভাষায় তার যে চমৎকার বঙ্গানুবাদ করেছেন সেটি একইসঙ্গে সাবলীল ও সুপাঠ্য। এই গ্রন্থ বাঙালি পাঠক এবং ভারতীয় সাহিত্যের উচ্চতর বিদ্যাচর্চাতে সাদরে গৃহীত হবে। একবিংশ শতাব্দীর প্রেক্ষাপটে এই অভূতপূর্ব প্রয়াস অবশ্যই সাধুবাদযোগ্য।

ডঃ বিশ্বনাথ রায়
রিটায়ার্ড প্রফেসর, কোলকাতা ইউনিভার্সিটি

শ্রী ওমপ্রকাশ গুপ্ত মহাশয় মহাকাব্য "শ্রীরামচরিতমানস" প্রচুর পরিশ্রম সহকারে ১০০৮টি শ্লোকের মাধ্যমে সেই মহান গ্রন্থের সারাংশ লিপিবদ্ধ করেছেন। সেই সঙ্গে সমান কৃতিত্বের অধিকারিণী শ্রীমতী কাজরী গুহ। তিনি সেটির বাংলা অনুবাদ করেছেন এবং বাঙালি পাঠকদের মনের তৃষ্ণা নিবারণের ব্যবস্থা করে আমাদের অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। এই গ্রন্থটির বহুল প্রচার কামনা করি।

পিনাকিশঙ্কর চৌধুরী
রিটায়ার্ড প্রফেসর, কোলকাতা

শ্রী ওম গুপ্ত দ্বারা সম্পাদিত এবং শ্রীমতী কাজরী গুহ কতৃক, মহাকবি তুলসীদাস রচিত "সংক্ষিপ্ত রামচরিতমানস" এর বঙ্গানুবাদ টি পড়ে খুব ভাল লাগল। ইতিপূর্বে তুলসীদাস রামায়ণ এর এত সহজ অথচ প্রাঞ্জল এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ বাংলা অনুবাদ পড়ার সৌভাগ্য আমার হয়নি। আশা করছি কাজরীর শুভ সাহিত্যিক অধ্যবসায় নিরন্তর অগ্রগতির পথে এগিয়ে যাবে এবং একই সঙ্গে বাঙালি সুধীজনেরা লাভান্বিত হবেন।

ডাঃ সুলেখা পাঠক
পাটনা ইউনিভার্সিটি

ভূমিকা

যে এহি কথহি সনেহ সমেতা। কহিহহিং সুনিহহিং সমুঝি সচেতা॥
হোইহহিঁ রাম চরণ অনুরাগী। কলি মল রহিত সুমঙ্গল ভাগী॥

(মানস 1.15.C10-C11)

গোস্বামী তুলসীদাস দ্বারা রচিত মহাকাব্য রামচরিত মানস, যাহার প্রাদুর্ভাব চারশো পঁচাশি বৎসর পূর্বে হইয়াছিল, সেটির উদযাপন ২০২৩সন্ এ করা হইবে।ইহা বিশ্ব সাহিত্যে একটি পরম উজ্জ্বল মণিরত্ন।তাহা সত্ত্বেও ইহা শতবর্ষ ধরিয়া অসংখ্য ভক্তদের নিকট অতি উত্তম ধার্মিক সদগ্রন্থ হিসাবে গণ্য, ইহা ব্যতীত জীবনগুরু এবং প্রেরণা স্রোত হিসাবে সম্মানিত এবং পূজিত। বেশ কিছু বৎসর ধরিয়া হিউস্টননিবাসী শ্রী ওমপ্রকাশ গুপ্ত মহাশয় পত্রিকা, পুস্তক এবং গুণী জনদের সম্মেলনের মাধ্যমে রামায়ণ প্রচার এবং তুলসীমানসের বিবেচনাকার্যে নিমগ্ন হইয়া এই বিষয়ে অভূতপূর্ব যোগদান করিয়াছেন। অতঃপর আধুনিক পাঠকের সুবিধা এবং আবশ্যকতার কথা ভাবিয়া অত্যন্ত পরিশ্রম এবং বিবেচনা করিয়া এই ১০০৮ পংক্তির দ্বারা মানসের সার সংকলন প্রস্তুত করিয়াছেন যাহা এইবার হিন্দি রামায়ণ প্রেমীদের নিকট অত্যন্ত মূল্যবান। গোস্বামী তুলসীদাস স্বয়ং বলিয়াছেন,"রামায়ণ শতকোটি অপারা"(রামায়ণের পরম্পরা তে শতকোটি এবং অশেষ রামায়ণ আছে), এবং আমি আশা করি যে পাঠক এবং ভক্তগণ আনন্দিত হইয়া রামায়ণের অশেষ পরম্পরাতে এই নূতন সংক্ষিপ্ত মানস-রামায়ণ কে স্বাগত জানাইবেন এবং ইহার রসাস্বাদন করিবেন।

ফিলিপ লটগেণ্ডোর্ফ
প্রফেসর,হিন্দি এবং ভারতীয় সাহিত্য এবং সংস্কৃতি (ভূতপূর্ব)
আয়োবা বিশ্ববিদ্যালয় (আয়োবা সিটি,আয়োবা ইউ.এস.এ)
অনুবাদক--"দ এপিক অফ রাম"(রামচরিতমানস)
মূর্তি ক্লাসিকাল লাইব্রেরী অফ ইন্ডিয়া (হাওয়ার্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস)

প্রস্তাবনা

সত পঞ্চ চৌপাই মনোহর জানি জো নর উর ধরৈ।
দারুণ অবিদ্যা পঞ্চ জনিত বিকার শ্রী রঘুবর হরৈ॥

(মানস 7.130.X15-X16)

যে ব্যক্তি কেবলমাত্র পঞ্চ সপ্তটি চৌপাইকেও নিজ হৃদয়ে ধারণ করিতে পারে,তাহাকে শ্রীরাম পঞ্চ প্রকারের অবিদ্যা হইতে উৎপন্ন বিকার গুলি হইতে মুক্ত করিতে পারেন।

রামচরিতমানসের অন্তিম পর্যায়ে শ্রী গোস্বামীজী উপর্যুক্ত দুটি উদ্ধৃত পংক্তি লিখিয়াছেন। পন্ডিত ব্যক্তি গণ নিজ নিজ বুদ্ধি বিবেচনার দ্বারা এই পংক্তিগুলির বিশেষ করিয়া 'সত পঞ্চ' র অর্থ নির্ধারণ করিয়াছেন। 'সত পঞ্চ' র একাধিক অর্থর মধ্যে যেটি সর্বাধিক প্রচলিত,সেটি হইল সপ্ত পঞ্চ।তুলসীদাস মনে হয় ইহাই বলিতে চাহেন যে মানসের পঞ্চ সপ্ত পংক্তি হৃদয়ে ধারণ করিলে যে কোনো ব্যক্তি সমস্ত দোষ হইতে মুক্ত হইতে পারেন।তিনি বোধহয় অনুমান করিতে পারিয়াছিলেন যে আগামীদিনে মানুষ সম্পূর্ণ রামচরিতমানস পড়িবার জন্য সময় নাও পাইতে পারে।সেইজন্য তিনি মাত্র পঞ্চ সপ্ত পংক্তিতে ইহার সারমর্ম জীবনে আত্মসাত করিবার কথা বলিয়াছেন।

গোস্বামীজীর এই পংক্তিদ্বয়ের দ্বারা প্রেরিত হইয়াই আমি এই সংক্ষিপ্ত রামায়ণের কথা ভাবিলাম যাহা আধুনিক সমাজ এবং আগামী প্রজন্মের জন্য অত্যন্ত উপযুক্ত হইবে।এই ভাবনার দ্বারা প্রেরিত হইয়াই আপনাদের সম্মুখে এই ১০০৮টি পংক্তি প্রস্তুত করিতেছি। গীতাপ্রেস দ্বারা প্রকাশিত রামচরিতমানসে ১২,৫৮৭টি পংক্তি আছে।(ইহার মধ্যে সংস্কৃত ভাষায় লিখিত শ্লোকের পংক্তিগুলিকে ধরা হয় নাই।)অতএব এই সংক্ষিপ্ত মানস মূল পুস্তকটির কেবলমাত্র ৮প্রতিশত।এই সংক্ষিপ্ত রামায়ণে ১২১টি দোহা,১৫টি সোরঠ এবং ৭০৮টি চৌপাই আছে।অবশিষ্ট ২৮পংক্তি অন্যান্য ছন্দে ব্যক্ত। আশা করি পাঠকগণ নিজেদের ব্যস্ত জীবনের ভিতর হইতে একটু সময় এই পুস্তকটির জন্যও অতিবাহিত করিতে পারিবেন। মানস হইতে সংকলিত১০০৮টি পংক্তি ব্যতীত উহাদের সরল অনুবাদ হিন্দি এবং বাংলাতে করা হইয়াছে।পুস্তকের অন্তিম পর্যায়ে শ্রীরামের আরতি,শ্রীরামস্তুতি এবং পুস্তকটিতে ব্যবহৃত বিভিন্ন পাত্রদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও দেওয়া হইয়াছে।

রামচরিতমানসের প্রত্যেকটি শব্দ সহস্রাধিকবার লেখা,পড়া এবং বলা হইয়াছে। সেইজন্য প্রত্যেকটি শব্দ যেন একটি করিয়া মন্ত্রের ন্যায় হইয়া গিয়াছে। লক্ষ লক্ষ শব্দ এবং সহস্রাধিক পংক্তির ভিতর হইতে মাত্র কিছুপংক্তি কি রূপে সংকলিত করা যায়, সেটি নিতান্তই কঠিন । সংকলনটি তৈয়ারী করিবার সময় কিছু প্রসঙ্গকে বিশেষ ভাবে মনে রাখা হইয়াছে।

১–মানস কথার ঘটনাগুলির বাস্তবতা যেন উল্লঙ্ঘন না করা হয়।
২–যথাসম্ভব মুখ্য ঘটনাগুলির সংক্ষেপেই হৌক না কেন ,উল্লেখ যেন অবশ্যই থাকে।
৩–প্রসঙ্গগুলির অন্তর্নিহিত সম্পর্ক এবং সততা যেন বিদ্যমান থাকে।
৪–প্রত্যেক৭/৮ চৌপাই র পর যেন একটি করিয়া দোহা অথবা সোরঠা থাকে।
৫–যদি কোথাও ছন্দের (দোহা,চৌপাই,সোরঠা ব্যতীত)প্রয়োগ হইয়া থাকে,তাহা হইলে তাহার ঠিক পরক্ষণেই একটি দোহা /সোরঠা যেন আসে।

বিদগ্ধ পাঠকদের নিকট ইহাই নিবেদন যে এই সংক্ষিপ্ত রামায়ণটিকে যেন তাঁহারা কোনোক্রমেই গোস্বামী তুলসীদাসের রামচরিতমানস না মনে করিয়া বসেন।আমি মনে করি কোনো রচনাই রামচরিতমানসের স্থান গ্রহণ করিবার যোগ্য নহে।আমার ইহাই একমাএ আশা যে এই সংক্ষিপ্ত রামায়ণের দ্বারা প্রেরিত হইয়া আপনারা সম্পূর্ণ রামচরিতমানস পড়িয়া অবশ্যই মুগ্ধ হইবেন।

এই পুস্তকটি র ইহাই উদ্দেশ্য যে ইহা পড়িবার পর আপনি প্রভু রামের সম্পূর্ণ জীবনকাহিনী বিস্তারিত রূপে জানিবার জন্য উদগ্রীব হইবেন। ইহা আমার পরম সৌভাগ্য যে প্রভু রাম আমাকে মানসের সংক্ষিপ্ত রামায়ণ সংকলন করিবার জন্য প্রেরণা যোগাইয়াছেন।যদি তুলসীবাবা না থাকিতেন,তাহা হইলে রামচরিতমানসের নির্মাণ ও হইত না।বাবা আপনার চরণে শতকোটি প্রণাম। আমি আয়োবা বিশ্ববিদ্যালয়ের(ভূতপূর্ব) প্রোফেসর ফিলিপ লটগেন্ডার্ফের প্রতি আমার অসীম কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।উনি আমার রামায়ণের গুরু।যখনই আমার মনে কোনো প্রশ্ন উদিত হয়,আমি তাঁহাকে নিঃসঙ্কোচে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া থাকি এবং উনি একজন সদ্গুরুর ন্যায় আমার সংশয় মুক্ত করিয়া থাকেন।

আমি আমার স্নেহের ভ্রাতা শ্রীসত্যদেবের নিকট বিশেষ রূপে ঋণী।তিনি স্বয়ং রামায়ণের প্রকান্ড বিদ্বান।এই সংকলনের প্রথম প্রারূপটির প্রত্যেকটি পংক্তি পড়িয়া তিনি বহু মূল্যবান তথ্যের সন্দ্ধান দিয়াছেন।

আমি পন্ডিত প্রভুদয়াল মিশ্র,ভ্রাতা শ্রীরামলক্ষণ গুপ্ত,ডাঃ রামগোপাল সিংহ,শ্রীমতি ঊষা মেহরা,ডাঃ আরতি 'লোকেশ' শ্রী নিরঞ্জন শর্মা,প্রোঃ জ্ঞানপ্রকাশ শাস্ত্রী,সুশ্রী বিনীতা মিশ্রা, শ্রীমতী অলকা প্রমোদ এবং প্রচুর বন্ধবর্গ এবং হিতৈষীজনদের প্রতি অসীম কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।এনাদের সহযোগিতা ব্যতীত এই পুস্তকটি আপনাদের সম্মুখে আনা সম্ভব হইত না।

আমি শ্রী বলরাম ঠকরাল মহাশয়ের নাম বিশেষ রূপে উল্লেখ করিতে চাহি।ইনি হিন্দি এবং ইংরেজি প্রারূপগুলিকে বারংবার পড়িয়া নিজ অমূল্য পরামর্শ দিয়াছেন। আমি এই যজ্ঞে তাঁহাকে সমভাগে অংশীদার মনে করি।

আমি শ্রীমতী কাজরী গুহর নিকট আমার অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।তিনি অত্যন্ত পরিশ্রম করিয়া এই ১০০৮টি পংক্তিকে বাংলায় অনুবাদ করিয়া এই বাংলা এডিশনটিকে জীবন্তরূপ প্রদান করিয়াছেন।ধন্যবাদ কাজরী!

রামচরিতমানসের মূল প্রুফ সংশোধন এবং সংশোধন কার্য্য অত্যন্ত যত্নসহকারে সম্পন্ন করিবার জন্য ডঃ মধুমিতা চক্রবর্তী সরকার এবং ডঃ তন্ময় চক্রবর্তীকে অসংখ্য ধন্যবাদ।বহু মূল্যবান পরামর্শ দিয়া এই গ্রন্থটিকে শ্রেষ্ঠতর করিবার জন্য আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ থাকিব।

নিজ অনুজ শ্রীশিবপ্রকাশ অগ্রওয়ালের কথা আর কি বলিব,যিনি লক্ষণের ন্যায় সর্বদা তাঁহার অগ্রজের প্রত্যেক কার্যের জন্য তৎপর থাকেন।প্রিয় শিব!প্রভু রাম যেন তোমারে সর্বদা প্রসন্ন রাখেন।

সর্বশেষে সাকেতবাসী মাতাপিতা এবং সকল গুরুজনদের প্রতি আমার প্রণাম যাঁহাদের আশীর্বাদ ব্যতীত আমার জীবনে কিছুই সম্ভব নহে। যদিও আমি এই পুস্তকটিকে যথাসম্ভব নির্ভুল ভাবে প্রস্তুত করিতে চেষ্টা করিয়াছি,তথাপি যদি কোনো ভুল ত্রুটি থাকিয়া গিয়া থাকে,তাহার জন্য আমি এককভাবে দোষী এবং ক্ষমাপ্রার্থী।

'১০০৮ পংক্তিতে তুলসীরামায়ণ' এর বিষয়ে আপনাদের পুনর্মূল্যায়ন কে স্বাগত জানাই।

জয় শ্রী রাম!

ওমপ্রকাশ গুপ্ত

শ্রী রাম চরিত ভবন,হ্যুস্টন

মানসের পংক্তিগুলির অবস্থিতির সংকেত ব্যবস্থা

মানসের প্রত্যেকটি পংক্তিকেএকটি অদ্ভুত সংকেত প্রদান করা হইয়াছে যাহার দ্বারা সারল্য সহকারে এগুলির প্রতি ইংগিত করা যাইতে পারে।এই সংকেতের তিনটি ভাগ আছে।প্রথম ভাগ কান্ড ক্রম,দ্বিতীয় ভাগ দোহা/সোরঠা ক্রমাঙ্ক এবং তৃতীয় ভাগ ক্রমাঙ্ক এবং ছন্দের বিভিন্ন প্রকারের উপর দৃষ্টিপাত করিবে।

কান্ড ক্রম সংকেত

1-বালকান্ড, 2-অযোধ্যাকান্ড, 3-অরণ্যকান্ড, 4-কিষ্কিন্ধাকান্ড,
5-সুন্দরকান্ড, 6-লঙ্কাকান্ড, 7-উত্তরকান্ড

ছন্দ প্রকার সংকেত

D-দোহা, S-সোরঠা, C-চৌপাই, X-ছন্দ

উদাহরণ:

1. সীয়ারামময় সবজগজানি।করউঁ প্রণাম জোরি জুগ পানী।।1.8.C2
   এই পংক্তিটি বালকান্ডে দোহা ৭ এবং ৮ এর মধ্যে অবস্থিত।এই দোহাটি ৭এর পরে দ্বিতীয় পংক্তি এবং একটি চৌপাই।

2. সিংহ ঠ্বনি ইত উত চিতব ধীর বীর বলপুঞ্জ।।6.18.D2
   এই পংক্তিটি লঙ্কাকান্ডে ১৮নং দোহার দ্বিতীয় লাইন।

3. প্রণবউঁ পবনকুমার খলবন পাওক জ্ঞান ঘন।1.17.S1
   এই পংক্তিটি বালকান্ডে ১৭নং সোরঠার প্রথম পংক্তি।

4. সতপঞ্চ চৌপাই মনোহর জানি জো নর ঊর ধরৈ।7.130.X15
   এই পংক্তিটি উত্তরকান্ডে দোহা ১২৯ এবং ১৩০র মধ্যে আছে।এই দোহাটি ১২৯নং এর পরের পরবর্তী ১৫নং পংক্তি এবং ছন্দে বিরাজমান।

তুলসী মানস মহিমা

তুলসী যদি আজ না থাকিতেন রাম থাকিতেন আজ অযাচিত।
সম্মুখে বিরাজমান থাকিলেও তিনি শুধু হইতেন এক অপরিচিত॥

বেদের মন্থন করিলেন যিনি মানস– মণি বিশ্বকে দিলেন তিনি।
তুলসীর কৃপা দ্বারা লভিলাম প্রভু অর্ধাঙ্গিনী সীতারেও হারাইবনা কভু॥

সহস্র–অষ্ট পংক্তি দ্বারা রচিনু মানসের সারমর্ম।
যদি আপনাদের লাগে ভালো বুঝিব ইহাই মোর পুন্যকর্ম॥

যদি হয় ভালো, তবে জানিব এটি তব অমূল্য প্রসাদ।
প্রতিটি ত্রুটির জন্য কিন্তু মোর মনের মাঝে শুধু বিষাদ॥

চরণতলে বসিয়া আছে ওম ভক্তি মোরে দাও প্রভু।
তুলসীপথের পথিক আমি ছাড়িও না আমারে কভু॥

বালকাণ্ড

1 জো সুমিরত সিধি হোই গন নায়ক করিবর বদন ।1.0a.S1
2 করউ অনুগ্রহ সোই বুদ্ধি রাসি সুভ গুন সদন ॥ 1.0a.S2

যাঁহার নাম জপ করিলে সর্ব কার্য সিদ্ধ হয়,যাঁহার মস্তক সুন্দর হস্তীর মুখমন্ডলদ্বারা সুশোভিত এবং যিনি জ্ঞান এবং স্বর্গীয় গুণাবলীর অধিকারী, আমি সেই প্রভু গণনায়কগণেশের আরাধনা করিয়া তাঁহার আশীর্বাদ কামনা করি।

3 মূক হোই বাচাল পংগু চঢই গিরিবর গহন ।1.0b.S1
4 জাসু কৃপাঁ সো দয়াল দ্রবউ সকল কলি মল দহন ॥ 1.0b.S2

যাঁহার আশীর্বাদে মূক কথা বলিতে পারে এবং পঙ্গু পর্বতারোহণ করিতে পারে, যিনি কলিযুগের সকল অমঙ্গল দূর করিতে পারেন, হে করুণাময়! আমি আপনার কৃপালাভ করিতে চাহি এবং আশীর্বাদ প্রার্থনা করি।

5 নীল সরোরুহ স্যাম তরুন অরুন বারিজ নয়ন । 1.0c.S1
6 করউ সো মম উর ধাম সদা ছীরসাগর সয়ন ॥ 1.0c.S2

যিনি নীলপদ্মের ন্যায় শ্যামবর্ণ, যাঁহার নয়নদুটি লালকমলের ন্যায় সুন্দর এবং যিনি দুগ্ধসাগরের মধ্যে শয়ন করেন, সেই তিনি যেন সর্বসময় আমার হৃদয়ে অবস্থান করেন।

7 কুন্দ ইন্দু সম দেহ উমা রমন করুনা অয়ন । 1.0d.S1
8 জাহি দীন পর নেহ করউ কৃপা মর্দন ময়ন ॥ 1.0d.S2

যাঁহার শরীর মল্লিকা পুষ্প এবং চন্দ্রের ন্যায় কমনীয়, যিনি দেবী পার্বতীর সহগামী, যাঁহার হৃদয়ে করুণার বাস, যিনি দীনদুঃখীদের প্রেমে বিভোর এবং যিনি কামদেবের বিনাশ করেন, আমি সেই শিবঠাকুরের আরাধনা করি যাহাতে তিনি আমাকে আশীর্বাদ করেন।

9 বন্দউ গুরু পদ কঞ্জ কৃপা সিন্ধু নররূপ হরি । 1.0e.S1
10 মহামোহ তম পুঞ্জ জাসু বচন রবি কর নিকর ॥ 1.0e.S2

আমি আমার গুরুমহারাজ যিনি দয়ার সাগর এবং প্রভুর মানবরূপী অবতার, তাঁহার চরণে আমার পূজার্পণ করি। তাঁহার শব্দসমূহ, সূর্যের কিরণের ন্যায় সমস্ত মোহরূপী অন্ধকার এবং অজ্ঞানতা দূর করে।

11 সীয় রামময়v সব জগ জানী। করউঁ প্রনাম জোরি জুগ পানী ॥ 1.8.C2
12 করন চহউঁ রঘুপতি গুন গাহা। লঘু মতি মোরি চরিত অবগাহা ॥ 1.8C5
দেবী সীতা এবং শ্রীরাম সম্পূর্ণ বিশ্বে বর্তমান।সেই কথা ভাবিয়া আমি সকলকে যুগ্ম হস্তে আমার প্রণাম নিবেদন করি।আমি শ্রীরামের গুণাবলীর বর্ণনা করিতে চাই,কিন্তু তাঁহার অসীম চরিত্রর কর্মযজ্ঞের বিষয়ে আমার জ্ঞান অত্যন্ত সীমিত।

13 এহি মহঁ রঘুপতি নাম উদারা। অতি পাবন পুরান শ্রুতি সারা ॥ 1.10.C1
14 মঙ্গল ভবন অমঙ্গল হারী । উমা সহিত জেহি জপত পুরারী ॥ 1.10.C2
এই পুস্তক প্রভু রঘুপতির এবং পুরাণ এবং বেদের নির্যাস দ্বারা সুবাসিত।তাঁহার নাম সমস্ত অমঙ্গলের বিনাশ করে এবং আশীর্বাদের উৎস। এই নাম মহাদেব এবং উমা প্রত্যহ জপ করিয়া থাকেন।

15 প্রনবউঁ পবনকুমার খল বন পাবক জ্ঞান ঘন । 1.17.S1
16 জাসু হৃদয় আগার বসহিং রাম সর চাপ ধর॥ 1.17.S2
আমি, মারুতিনন্দন হনুমান, যিনি আগুনের ন্যায় অমঙ্গলের অন্ধকার দূর করেন,তাঁহাকে পূজা করি।তিনি জ্ঞানের আকর।শ্রীরাম তাঁহার ধনুর্বাণ লইয়া সর্বসময় তাঁহার হৃদয়ে বিরাজমান।

17 সাদর সিবহি নাই অব মাথা । বরনউঁ বিসদ রাম গুন গাথা ॥ 1.34C3
18 সম্বত সোরহ সৈ একতীসা । করউঁ কথা হরি পদ ধরি সীসা ॥ 1.34C4
অতঃপর আমি শ্রীমহাদেবের চরণতলে নিজ মস্তক নত করিয়া পূজা নিবেদন করি। আমি ইহার পর 1631 সম্বৎ বৎসরে প্রভু শ্রীরামের পবিত্র গুণাবলীর বর্ণনা শুরু করিব।

19 নৌমী ভৌম বার মধু মাসা । অবধপুরীং য়হ চরিত প্রকাসা ॥ 1.34.C5
20 রামচরিতমানস এহি নামা । সুনত শ্রবন vপাইঅ বিশ্রামা ॥ 1.35C7

আমি এই কাহিনীটির শুভারম্ভ অযোধ্যানগরীর পৃষ্ঠভূমিতে মঙ্গলবার চৈত্রমাসের নবম দিনে শুরু করিতেছি।এই কাহিনিটির নাম রামচরিতমানস। কেবল মাত্র ইহা শুনিবার পরই শ্রোতারা অত্যন্ত শান্তি লাভ করেন।

21 রামচরিতমানস মুনি ভাবন । বিরচেউ সংভু সুহাবন পাবন ॥ 1.35.C9
22 রচি মহেস নিজ মানস রাখা । পাই সুসমউ সিবা সন ভাষা ॥ 1.35.C11

প্রভু মহাদেব স্বয়ং এই পবিত্র এবং সুন্দর রামচরিতমানসের পরিকল্পনা করেন। এই পুস্তকটি সকল ঋষিমুনিগণের প্রিয় এবং প্রণম্য। মহাদেব এই কাব্যটি প্রথমে নিজ হৃদয়ে গচ্ছিত রাখেন। অতঃপর এক শুভমুহূর্তে তিনি দেবী পার্বতীর নিকট বর্ণনা করেন।

23 তাতেং রামচরিতমানস বর । ধরেউ নাম হিয়ঁ হেরি হরষি হর ॥ 1.35.C12
24 কহউঁ কথা সোই সুখদ সুহাঈ । সাদর সুনহু সুজন মন লাঈ ॥ 1.35.C13

অনেক বিচার-বিবেচনা করিয়া মহাপ্রভু শিব সুন্দররূপে এই পুস্তকটির নামকরণ রামচরিতমানস করেন। এইবার আমি এই সুন্দর সুখকর কাহিনীর বর্ণনা করিব। হে সকল পুণ্যবান! দয়া করিয়া ভক্তিরসে আপ্লুত হইয়া ইহা একাগ্রচিত্তে শুনিবেন।

25 মঙ্গল ভবন অমঙ্গল হারী । দ্রবউ সো দসরথ অজির বিহারী ॥ 1.112.C4

শ্রীরাম, যিনি সকলের মঙ্গল করেন এবং অমঙ্গল হরণ করেন, যিনি রাজা দশরথের প্রাঙ্গণে পালিত হইয়াছেন, তিনি যেন আমাকে আশীর্বাদ করেন।

26 অবধপুরীং রঘুকুলমনি রাঊ । বেদ বিদিত তেহি দসরথ নাঊঁ ॥ 1.188.C7

অনেক দিন আগে, রাজা দশরথ, যাঁহার নাম সকল বেদ-এ উল্লিখিত, অযোধ্যা নগরীতে রাজত্ব করিতেন।

27 কৌসল্যাদি নারি প্রিয় সব আচরন পুনীত । 1.188.D1
28 পতি অনুকূল প্রেম দৃঢ় হরি পদ কমল বিনীত ॥ 1.188.D2

কৌশল্যা, তাঁহার বড়রানি, এবং অন্যান্য রানিরা অত্যন্ত পবিত্র এবং শুদ্ধ ছিলেন। তাঁহারা নিজ স্বামীর প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত এবং শ্রদ্ধাবোধে সিক্ত ছিলেন।

29 এক বার ভূপতি মন মাহীং । ভৈ গলানি মোরেং সুত নাহীং ॥ 1.189.C1
একদিন রাজা খুব দুঃখিত বোধ করিলেন কারণ তাঁহার একটিও সন্তান ছিলনা।

30 নিজ দুখ সুখ সব গুরহি সুনায়উ।কহি বসিষ্ঠ বহুবিধি সমুঝায়উ॥ 1.189.C3
31 ধরহু ধীর হোইহহিং সুত চারী।ত্রিভুবন বিদিত ভগত ভয় হারী॥ 1.189.C4
তিনি তাঁহার সুখ - দুঃখের কথা বশিষ্ঠ মুনিকে জানাইলেন। মুনিবর তাঁহাকে অনেকপ্রকারে সান্ত্বনা প্রদান করিলেন এবং বলিলেন, "ধৈর্য্য অবলম্বন করুন মহারাজ। আপনি চারিটি পুত্রসন্তানের পিতা হইবেন। তাঁহারা সমস্ত পৃথিবীতে আদৃত হইবেন। তাঁহারা ভক্তদের ভয় দূর করিবেন।"

32 সৃঙ্গী রিষিহি বসিষ্ঠ বোলাবা । পুত্রকাম সুভ জগ্য করাবা ॥ 1.189.C5
33 এহি বিধি গর্ভসহিত সব নারী । ভঈং হৃদয়ঁ হরষিত সুখ ভারী ॥ 1.90.C4
বশিষ্ঠ মুনি শৃঙ্গিমুনিকে পুত্রকামোষ্টি নামক একটি পবিত্র যজ্ঞ করিবার নির্দেশ দিলেন যাহার দ্বারা দশরথ পুত্র লাভ করিতে পারেন। ইহার পর সকল রাণীরা গর্ভবতী হইলেন। ইহা শুনিয়া রাজা দশরথ অতীব পুলকিত হইলেন।

34 নৌমী তিথি মধু মাস পুনীতা । সুকল পচ্ছ অভিজিত হরিপ্রীতা ॥1.191.C1
35 মধ্যদিবস অতি সীত ন ঘামা । পাবন কাল লোক বিশ্রামা ॥ 1.191.C2
সেই দিনটি ছিল চৈত্র মাসের নবম দিনের উজ্জ্বল অপরাহ্ন, বিজয়ী প্রভুর নিজস্ব অতি পছন্দসই দিন । দিনটি নাতিশীতোষ্ন, খুবই মনোরম।সেই পবিত্র সময় সর্বলোকে শান্তি প্রদান করিতে পারিত।

36 ভএ প্রগট কৃপালা দীনদয়ালা কৌসল্যা হিতকারী । 1.192.X1
37 হরষিত মহতারী মুনি মন হারী অদ্ভুত রূপ বিচারী ॥ 1.192.X2
38 লোচন অভিরামা তনু ঘনস্যামা নিজ আয়ুধ ভুজ চারী । 1.192.X3
39 ভূষন বনমালা নয়ন বিসালা সোভাসিন্ধু খরারী ॥ 1.192.X4
ঠিক এই মুহূর্তটিতে শ্রীরাম, যিনি দুর্বল কে বল যোগান এবং মাতা কৌসল্যার হিত চাহেন, তাঁহার জন্ম হইল। তাঁহার মাতা কৌশল্যা তাঁহার অসাধারণ রূপ দেখিয়া মুগ্ধ। এমনকি ঋষিরাও অভিভূত। তাঁহার মেঘের ন্যায় শ্যামবর্ণ কলেবর এবং অস্ত্র দ্বারা সুসজ্জিত চতুর্ভূজাসহ রূপ দেখিয়া সবাই আনন্দিত। তাঁহার সুন্দর বিশাল দুই নয়ন, আভূষণে এবং পুষ্পমাল্যের দ্বারা সজ্জিত অঙ্গ সকলই

মন্ত্রমুগ্ধকর। এইপ্রকারে প্রভু শ্রীরাম যিনি সৌন্দর্য্য এবং সাহসের অধিকারী, যিনি খারশত্রুর বিনাশকারী, তাঁহার এই পৃথিবীতে আবির্ভাব।

40 বিপ্র ধেনু সুর সন্ত হিত লীন্হ মনুজ অবতার । 1.192.D1
41 নিজ ইচ্ছা নির্মিত তনু মায়া গুন গো পার ॥ 1.192.D2

প্রভু শ্রীরাম, ব্রাহ্মণ, গরু, ঋষি এবং দেবতাদের সন্তুষ্ট করিবার জন্য মানবের রূপ স্বেচ্ছায় ধারণ করেন। তিনি সাধারণ মানবজাতির অনুভূতির ঊর্ধ্বে এবং মায়া, মোহ, প্রকৃতির তিন রূপ, সত্ত্ব, রজস্ এবং তমস্ হইতে মুক্ত ছিলেন।

42 দসরথ   পুত্রজন্ম সুনি কানা । মানহুঁ ব্রহ্মানন্দ সমানা ॥ 1.193.C3
43 জাকর নাম সুনত সুভ হোঈ । মোরেং গৃহ আবা প্রভু সোঈ ॥ 1.193.C5

পুত্র সন্তানের জন্মলাভের সংবাদে রাজা দশরথ অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া যেন ব্রহ্মানন্দের মধ্যে অন্তর্নিহিত হইলেন। তাঁহার গৃহ সেই প্রভুর আগমনে আলোকিত যাঁহার নাম শুনিলে সকলেই স্বর্গীয় আনন্দলাভ করেন ।

44 কৈকয়সুতা সুমিত্রা দোঊ । সুন্দর সুত জনমত ভৈং ওঊ ॥ 1.195.C1

রাজা দশরথের অন্যান্য রানিরা যেমন কৈকেয়ী এবং সুমিত্রাও খুব সুন্দর পুত্রদের জন্ম দেন।

45 নামকরন কর অবসরু জানী । ভূপ বোলি পঠএ মুনি জ্ঞানী ॥ 1.197.C2
46 সো সুখ ধাম রাম অস নামা । অখিল লোক দায়ক বিশ্রামা ॥ 1.197.C6

নামকরণ সমারোহের জন্য রাজা দশরথ বশিষ্ঠমুনিকে আমন্ত্রণ জানাইলেন। মুনি বলিলেন, “যিনি সুখশান্তির মূর্ত্তরূপ এবং যাঁহার ভিতরে সমস্ত বিশ্ব বিরাজমান তাঁহার নাম রাম।”

47 বিস্ব ভরন পোষন কর জোঈ । তাকর নাম ভরত অস হোঈ ॥ 1.197.C7
48 জাকে সুমিরন তেং রিপু নাসা । নাম সত্রুহন বেদ প্রকাসা ॥ 1.197.C8

“যিনি সমগ্র পৃথিবীকে পুষ্টি যোগান, তাঁহার নাম হইল ভরত। যাঁহার বেদগুলিতে প্রসিদ্ধ নাম শুনিবামাত্র শত্রু নিপাত যান, তাঁহার নাম হইল শত্রুঘ্ন।”

49 লচ্ছন ধাম রাম প্রিয় সকল জগত আধার । 1.197.D1
50 গুরু বসিষ্ট তেহি রাখা লছিমন নাম উদার ॥ 1.197.D2

যিনি অতীব উদার, শুভ লক্ষণের অধিকারী এবং শ্রীরামের হৃদয়ের অতি নিকটে অধিষ্ঠিত এবং সমগ্র পৃথিবীকে যিনি ধরিয়া রাখিয়াছেন, গুরু বশিষ্ঠ তাঁহার নাম রাখিলেন লক্ষণ।

51 বারেহি তে নিজ হিত পতি জানী। লছিমন রাম চরন রতি মানী॥ 1.198.C3
52 ভরত সত্রুহন দূনউ ভাঈ । প্রভু সেবক জসি প্রীতি বড়াঈ ॥ 1.198.C4
বাল্যকাল হইতেই লক্ষণ রামের অতীব ভক্ত ছিলেন এবং রামকে তাঁহার শুভচিন্তক হিসাবে মনে করিতেন। ভরত এবং শত্রুঘ্নও রামকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন, ঠিক যেমন অনুগত ভৃত্যের নিজ স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধা থাকে।

53 বালচরিত হরি বহুবিধি কীন্হা।অতি অনন্দ দাসন্হ কহঁ দীন্হা॥ 1.203.C1
54 কছুক কাল বীতেং সব ভাঈ । বড়ে ভএ পরিজন সুখদাঈ ॥ 1.203.C2
শ্রীরাম নিজ বাল্যসুলভ কীর্তিকলাপ দ্বারা সকল সেবকগণকে আনন্দিত করিতেন। এইভাবে সময় অতিবাহিত হইতে লাগিল এবং চারিজন ভ্রাতা একসঙ্গে বড় হইতে লাগিলেন। তাঁহারা নিজেদের পরিবার কে অত্যন্ত সুখ প্রদান করিলেন।

55 ভএ কুমার জবহিং সব ভ্রাতা। দীন্হ জনেঊ গুরু পিতু মাতা ॥ 1.204.C3
56 গুরগৃহঁ গএ পঢ়ন রঘুরাঈ । অলপ কাল বিদ্যা সব আঈ ॥ 1.204.C4
যখন ভ্রাতারা প্রাপ্তবয়স্ক হইলেন তখন তাঁহাদের উপনয়ন সংস্কার বশিষ্ঠমুনি এবং তাঁহাদের পিতামাতার দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়।ইহার পর শ্রীরাম এবং তাঁহার ভ্রাতারা গুরুগৃহে যাত্রা করেন এবং খুবই কম সময়ের মধ্যে সকল বিদ্যায় পারদর্শী হন।

57 কোসলপুর বাসী নর নারি বৃদ্ধ অরু বাল । 1.204.D1
58 প্রানহু তে প্রিয় লাগত সব কহুঁ রাম কৃপাল ॥ 1.204.D2
প্রত্যেক কোসলপুরবাসী, স্ত্রী, পুরুষ, অথবা আবালবৃদ্ধ, শ্রীরামকে নিজেদের তুলনায় অনেক অধিক ভালোবাসিতেন।

59 বিস্বামিত্র মহামুনি জ্ঞানী । বসহিং বিপিন সুভ আশ্রম জানী ॥ 1.206.C2
60 জহঁ জপ জগ্য জোগ মুনি করহীং। অতি মারীচ সুবাহুহি ডরহীং॥ 1.206.C3

বিশ্বামিত্র নামে একজন অত্যন্ত জ্ঞানী মুনি নিকটস্থ অরন্যে অন্যান্য মুনিসহ নিজ আশ্রমে ধর্মীয় অনুষ্ঠান করিতেন। কিন্তু মারীচ এবং সুবাহু নামের দুটি রাক্ষস তাঁহাদের সতত ভীতি প্রদর্শন করিত।

61 দেখত জগ্য নিসাচর ধাবহিং। করহি উপদ্রব মুনি দুখ পাবহিং ॥ 1.206.C4
62 গাধিতনয় মন চিন্তা ব্যাপী। হরি বিনু মরহিং ন নিসিচর পাপী ॥ 1.206.C5
যখন তাঁহারা কোনো যজ্ঞ ইত্যাদি করিতেন, রাক্ষস দুইজন আসিয়া সমস্ত লন্ডভন্ড করিত। ইহাতে মহামুনি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইতেন। গাধীর পুত্র, বিশ্বামিত্র বুঝিয়া ছিলেন যে শ্রীরাম ছাড়া ঐ রাক্ষস দুইজনকে কেহই বধ করিতে পারিবে না।

63 তব মুনিবর মন কীন্হ বিচারা। প্রভু অবতরেউ হরন মহি ভারা॥ 1.206.C6
64 এহুঁ মিস দেখৌং পদ জাঈ। করি বিনতী আনৌং দোউ ভাঈ ॥ 1.206.C7
তাহার পর মুনিবরের মনে পড়িল যে মানবরূপী অবতার শ্রীরাম এই পৃথিবীকে সমস্ত অমঙ্গল হইতে মুক্ত করিতে আসিয়াছেন। তিনি এই সুযোগটিকে শ্রীরামের চরণকমল দর্শনলাভের জন্য কার্যে লাগাইলেন। তিনি রাম এবং লক্ষ্ণণ দুই ভ্রাতাকে এই কার্যে সাহায্য করিবার জন্য অনুরোধ করিতে রাজার নিকট যাইলেন।

65 বহুবিধি করত মনোরথ জাত লাগি নহিং বার। 1.206.D1
66 করি মজ্জন সরঊ জল গএ ভূপ দরবার ॥ 1.206.D2
এই সকল কথা ভাবিয়া মুনিবর অযোধ্যার উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন। সেখানে যাইতে বেশি সময় লাগিলনা। সেখানে পৌঁছাইয়া সরযু নদীতে স্নান সারিয়া রাজা দশরথের দরবারে পৌঁছাইলেন।

67 কেহি কারন আগমন তুম্হারা। কহহু সো করত ন লাবউঁ বারা॥ 1.207.C8
68 অসুর সমূহ সতাবহিং মোহী। মৈ জাচন আয়উঁ নৃপ তোহী ॥ 1.207.C9
মহারাজ বলিলেন,"হে মুনিবর! আপনার আগমনের কারণ বলুন আমি অবিলম্বে আপনার ইচ্ছাপূরনের ব্যবস্থা করিব। বিশ্বামিত্র বলিলেন, “হে রাজন্! আমরা ঋষি এবং মুনিরা রাক্ষসদের দ্বারা অত্যন্ত নিপীড়িত। সেই জন্য আমি আপনার নিকট কিছু যাচনা করিতে আসিয়াছি।”

69 অনুজ সমেত দেহু রঘুনাথা । নিসিচর বধ মৈং হোব সনাথা ॥ 1.207.C10
70 সুনি রাজা অতি অপ্রিয় বানী । হৃদয় কংপ মুখ দুতি কুমুলানী ॥ 1.208.C1

“দয়া করিয়া রাম এবং লক্ষ্ণ কে আমার সহিত রাক্ষসদের বধ করিবার জন্য পাঠাইয়া দেন। ইহাতে আমরা রাক্ষসগণ হইতে মুক্ত হইব।” রাজা এই অপ্রীতিকর প্রস্তাব শুনিয়া একটু ক্ষুব্ধ হইলেন।তাঁহার হৃদয় কম্পিত হইতে লাগিল, মুখমন্ডল ঔজ্জ্বল্যশূন্য হইল।

71 তব বসিষ্ট বহুবিধি সমুঝাবা । নৃপ সন্দেহ নাস কহঁ পাবা ॥ 1.208.C8
72 অতি আদর দোউ তনয় বোলাএ।হৃদয়ঁ লাই বহু ভাঁতি সিখাএ॥1.208.C9

বশিষ্ঠমুনি বিভিন্ন প্রকারে রাজাকে অনেক সান্ত্বনা প্রদান করিলেন। রাজা শান্ত হইলেন এবং ভয়মুক্ত হইলেন। দুই পুত্রকে ডাকিয়া তাহাদের আলিঙ্গন করিলেন এবং তাহাদের বহু জ্ঞানবর্ধণ করিলেন।

73 পুরুষসিংহ দোউ বীর হরষি চলে মুনি ভয় হরন ॥ 1.208b.S1
74 কৃপাসিন্ধু মতিধীর অখিল বিস্ব কারন করন ॥ 1.208b.S2

দুই সাহসী ভ্রাতা সিংহের ন্যায় বলশালী এবং দয়ার সাগর ছিলেন। পৃথিবীর অস্তিত্ব বহনকারী এবং নিজকার্যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া তাঁহারা সহর্ষে মুনিদের ত্রাসমুক্ত করিতে চলিলেন।

75 চলে জাত মুনি দীন্হি দেখাই । সুনি তাড়কা ক্রোধ করি ধাঈ ॥ 1.209.C5
76 একহিং বান প্রান হরি লীন্হা। দীন জানি তেহি নিজ পদ দীন্হা॥ 1.209.C6

তাঁহাদের যাত্রাকালে তাঁহারা তাড়কা রাক্ষসীর সম্মুখীন হইলেন। সেই রাক্ষসী রাগে অন্ধ হইয়া তাঁহাদের বধ করিতে উদ্যত হইল।সেই মুহূর্তে শ্রীরাম বাণ মারিয়া তাহাকে বধ করেন। পরক্ষণেই দয়ালু রাম তাহাকে মোক্ষরূপী নিজ চরণ প্রদান করেন।

77 প্রাত কহা মুনি সন রঘুরাঈ । নির্ভয় জগ্য করহু তুম্হ জাঈ ॥ 1.210.C1

পরদিন প্রাতে শ্রীরাম ঋষিকে বলিলেন,“আর ভীত হইবেন না। আপনারা স্বচ্ছন্দে আপনাদের যজ্ঞ শুরু করিতে পারেন।”

78 সুনি মারীচ নিসাচর ক্রোহী । লৈ সহায় ধাবা মুনিদ্রোহী ॥ 1.210.C3
79 বিনু ফর বান রাম তেহি মারা। সত জোজন গা সাগর পারা॥ 1.210.C4

এই সকল কথা শুনিয়া মুনিঋষিদের শত্রু মারীচ খুবই রাগিয়া গেল।সে নিজ সেনা লইয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইল।শ্রীরাম একটি মুন্ডবিহীন শর নিক্ষেপ করিলেন। সে ১০০যোজন (1 যোজন= ৪ মাইল) দূরে সমুদ্র পার করিয়া পড়িয়া গেল।

80 পাবক সর সুবাহু পুনি মারা । অনুজ নিসাচর কটকু সঁঘারা ॥ 1.210.C5
81 তহঁ পুনি কছুক দিবস রঘুরায়া । রহে কীন্হি বিপ্রন্হ পর দায়া ॥ 1.210.C7
তিনি ইহার পর সুবাহুকে বধ করিবার জন্য একটি আগ্নেয়াস্ত্র নিক্ষেপ করেন। ইতিমধ্যে লক্ষ্ণণ বাকি সকল রাক্ষসদের শক্তি লাঘব করিলেন। অতঃপর শ্রীরাম মুনিদের সহিত কিছুদিন সময় কাটাইয়া তাঁহাদের রক্ষা করিলেন।

82 তব মুনি সাদর কহা বুঝাঈ । চরিত এক প্রভু দেখিঅ জাঈ ॥ 1.210.C9
83 ধনুষজগ্য মুনি রঘুকুল নাথা । হরষি চলে মুনিবর কে সাথা ॥ 1.210.C10
কিছুদিন পর মুনিবর বলিলেন, “হে প্রভু! চলুন আমরা ধনুর্বিদ্যা প্রতিযোগিতা অবলোকন করি।” শ্রীরাম এবং লক্ষ্ণণ ইহা শুনিয়া অত্যন্ত প্রীত হইলেন এবং বিশ্বামিত্রর সহিত গমন করিলেন।

84 আশ্রম এক দীখ মগ মাহীং । খগ মৃগ জীব জন্তু তহঁ নাহীং ॥ 1.210.C11
85 পূছা মুনিহি সিলা প্রভু দেখী। সকল কথা মুনি কহা বিসেষী ॥ 1.210.C12
যাত্রাপথে তাঁহারা এমন একটি স্থানে পৌঁছাইলেন যেখানে একটিও পশুপাখি বা জীবিত প্রাণী দেখিতে পাওয়া গেল না। শ্রীরাম হঠাৎ একটি প্রস্তরমূর্তি দেখিতে পাইলেন। মুনিবরকে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করিবার পর মুনি উহার কাহিনী বর্ণনা করিলেন।

86 গৌতম নারি শ্রাপ বস উপল দেহ ধরি ধীর । 1.210.D1
87 চরন কমল রজ চাহতি কৃপা করহু রঘুবীর ॥ 1.210.D2
“ঋষি গৌতমের স্ত্রী অহল্যা একটি অভিশাপের কারণে প্রস্তরমূর্তিতে পরিবর্তিত হইয়াছিলেন। তিনি আপনার চরণধূলির প্রত্যাশা করেন। হে প্রভু! ওনার উপর কৃপা করুন।”

88 পরসত পদ পাবন সোক নসাবন প্রগট ভঈ তপপুঞ্জ সহী। 1.211.X1
89 দেখত রঘুনায়ক জন সুখদায়ক সনমুখহোই করজোরি রহী॥ 1.211.X2
প্রভুর পবিত্র এবং দুঃখনাশক চরণদ্বয়ের স্পর্শ পাইবা মাত্র অহল্যা একটি তপোমূর্তিরূপে প্রকট হইলেন। সমগ্র বিশ্বকে যিনি আনন্দ বিতরণ করিয়া থাকেন তাঁহাকে সম্মুখে দেখিয়া তিনি জোড়হস্তে উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

90 অতি প্রেম অধীরা পুলক সরীরা মুখ নহিং আবই বচন কহী। 1.211.X3
91 অতিসয় বড়ভাগী চরনন্হি লাগী জুগল নয়ন জলধার বহী ॥ 1.211.X4
তিনি আনন্দে অভিভূত হইয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইলেন এবং তাঁহার মুখ হইতে একটিও শব্দ নিঃসরিত হইতেছিল না।অতি সৌভাগ্যবতী অহল্যা শ্রীরামের চরণস্পর্শ করিলেন।দুই চক্ষু হইতে কেবল জলের ধারা বহিতে ছিল।

92 মৈং নারি অপাবন প্রভু জগ পাবন রাবন রিপু জন সুখদাঈ। 1.211.X7
93 রাজীব বিলোচন ভব ভয় মোচন পাহি পাহি সরনহিং আঈ ॥ 1.211.X8
তিনি বলিলেন, “আমি পাপী অভাগিনী। আপনি সমস্ত পৃথিবীর দুঃখ হরণকারী।আপনি শয়তান রাবণের শত্রু এবং সকলকে সুখ প্রদান করেন।হে পদ্মলোচন! আপনি সর্বভয়হরণকারী।আমি আপনার আশ্রয় চাই।আমাকে রক্ষা করুন।”

94 এহি ভাঁতি সিধারী গৌতম নারী বার বার হরি চরন পরী। 1.211.X15
95 জো অতি মন ভাবা সো বরু পাবা গৈ পতিলোক অনন্দ ভরী ॥ 1.211.X16
বারংবার শ্রীরামের পাদপদ্মে আছাড় খাইয়া গৌতম পত্নী শ্রীরাম হইতে নিজ মনের মতন আশীষ লইয়া সুখে নিজ স্বামীর ঘর করিতে লাগিলেন।

96 অস প্রভু দীনবন্ধু হরি কারন রহিত দয়াল। 1.211.D1
97 তুলসিদাস সঠ তেহি ভজু ছাড়ি কপট জঞ্জাল ॥ 1.211.D2
শ্রীরাম দুর্বলের মিত্র এবং কোনো কারণ ব্যতীত দয়ালু।তুলসীদাস বলেন, “হে দুষ্টচিত্ত! সমস্ত প্রবঞ্চনা ছাড়িয়া শ্রীরামের পূজা কর।”

98 হরষি চলে মুনি বৃংদ সহায়া। বেগি বিদেহ নগর নিঅরায়া ॥ 1.212.C4
99 বিস্বামিত্র মহামুনি আএ। সমাচার মিথিলাপতি পাএ ॥ 1.214.C8

অতি পুলকিত হইয়া শ্রীরাম মুনির সহিত জনকপুর, মিথিলার রাজধানী, পৌঁছাইলেন।মিথিলার রাজা,জনক মহামুনি বিশ্বামিত্রর আগমনের সুসংবাদ পাইলেন।

100 কীন্হ প্রনামু চরন ধরি মাথা।দীন্হি অসীস মুদিত মুনিনাথা॥ 1.215.C1
101 ভএ সব সুখী দেখি দোউ ভ্রাতা।বারি বিলোচন পুলকিত গাতা॥ 1.215.C7
রাজা নিজমস্তক মুনিবরের চরণে ঠেকাইয়া অভিবাদন করিলেন।মুনিদের নাথ বিশ্বামিত্র তাঁহাকে আশীর্বাদ করিলেন। সকলে দুই ভ্রাতাকে দেখিয়া খুব আনন্দিত হইলেন। তাঁহারা অশ্রুসজল নয়নে ভাবাবেগে আপ্লুত হইলেন।

102 সময় জানি গুর আয়সু পাঈ । লেন প্রসূন চলে দোউ ভাঈ ॥ 1.227.C2
103 তেহি অবসর সীতা তহঁ আঈ । গিরিজা পূজন জননি পঠাঈ ॥ 1.228.C2
অতঃপর পরদিন প্রাতে রামলক্ষ্ণণ ঋষির আজ্ঞা লইয়া প্রাতঃপূজার জন্য উদ্যানে পুষ্পচয়ন করিতে গেলেন। ঠিক সেই মুহূর্তে জনকরাজার কন্যা সীতা ও উদ্যানে আগমন করেন। তাঁহার মাতা তাঁহাকে দেবী পার্বতীর পূজা করিতে পাঠাইয়াছিলেন।

104 দেখি সীয় সোভা সুখু পাবা । হৃদয়ঁ সরাহত বচনু ন আবা ॥ 1.230.C5
105 লতা ওট তব সখিন্হ লখাএ । স্যামল গৌর কিসোর সুহাএ ॥ 1.232.C3
শ্রীরাম সীতার অনাবিল সৌন্দর্য্য দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইলেন। তিনি তাঁহাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইলেও একটিও শব্দ উচ্চারণ করিতে পারিলেন না। সীতার সখীগণ লতাপাতার মধ্য দিয়া সুন্দর শ্যামবর্ণ এবং গৌরবর্ণ দুই ভ্রাতাদের দেখিয়া সীতাকেও দেখাইলেন।

106 লতাভবন তেং প্রগট ভে তেহি অবসর দোউ ভাই । 1.232.D1
107 নিকসে জনু জুগ বিমল বিধু জলদ পটল বিলগাই ॥ 1.232.D2
ঠিক সেই সময় যেই প্রকার মেঘের আড়াল হইতে হঠাৎ নির্মল চন্দ্র উদয় হন সেই প্রকার দুই ভ্রাতা বাটিকার লতাপাতার পিছন হইতে হঠাৎ বাহির হন।

108 সকুচি সীয়ঁ তব নয়ন উঘারে। সনমুখ দোউ রঘুসিংঘ নিহারে॥ 1.234.C3
109 গঈ ভবানী ভবন বহোরী । বন্দি চরন বোলী কর জোরী ॥ 1.235.C4

সীতা নিজ আঁখিপলক উঠাইয়া রাম ও লক্ষ্মণ, রঘুবংশের দুই সিংহসম ভ্রাতাযুগলকে দেখিলেন এবং দেবী পার্বতীর মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। তিনি নিজ মস্তক নত করিয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

110 জয় জয় গিরিবররাজ কিসোরী। জয় মহেস মুখ চন্দ চকোরী॥ 1.235.C5
111 জয় গজবদন ষড়ানন মাতা। জগত জননি দামিনি দুতি গাতা॥ 1.235.C6
“হে হিমালয়রাজের কন্যা! হে প্রভুশিবের মুখমন্ডলরূপী চন্দ্রের চকোরী! আপনার জয় হউক! হে হস্তীর মুখমন্ডল সহ গনেশ এবং ছয় মুখমন্ডল সহ কার্তিকের মাতা! হে বিশ্বমাতা! আপনি বজ্রবিদ্যুতের ন্যায় উজ্জ্বল! আপনার জয় হউক!”

112 মোর মনোরথু জানহু নীকেং। বসহু সদা উর পুর সবহী কেং॥ 1.236.C3
113 সুনু সিয় সত্য অসীস হমারী। পূজিহি মন কামনা তুম্হারী॥ 1.236.C7
“হে দেবী! আপনি অত্যন্ত প্রীত হইয়া জানেন আমার কি ইচ্ছা কারণ আপনি সকলের হৃদয়ের ভিতর অবস্থান করেন।” সীতার এই প্রার্থনা শুনিয়া দেবী পার্বতী কহিলেন, “আমাদের আশীর্বাদের দ্বারা তোমার মনের সকল ইচ্ছা পূরণ হইবে।”

114 মনু জাহিং রাচেউ মিলিহি সো বরু সহজ সুন্দর সাঁবরো। 1.236.X9
115 করুনা নিধান সুজান সীলু সনেহু জানত রাবরো॥ 1.236.X10
116 এহি ভাঁতি গৌরি অসীস সুনি সিয় সহিত হিয়ঁ হরষীং অলী। 1.236.X11
117 তুলসী ভবানিহি পূজি পুনি পুনি মুদিত মন মন্দির চলী॥ 1.236.X12
“যিনি শ্যামবর্ণ এবং সুপুরুষ, যিনি তোমার হৃদয়হরণ করিয়াছেন, যিনি দয়ালু, বুদ্ধিমান এবং তোমার প্রেমের সম্মান করেন, শীঘ্রই একান্ত তোমার হইবেন।” সীতা এবং তাঁহার সখীরা দেবী পার্বতীর আশীর্বাদ পাইয়া খুবই প্রীত হইলেন। তুলসীদাস বলেন, "মাতা ভবানীকে বারংবার পূজা করিয়া সীতা অতি আনন্দে নিজগৃহে গমন করিলেন।"

118 জানি গৌরি অনুকূল সিয় হিয় হরষু ন জাই কহি। 1.236.S1
119 মঞ্জুল মঙ্গল মূল বাম অঙ্গ ফরকন লগে॥ 1.236.S2

দেবী পার্বতীর আশ্বাস পাইয়া সীতা অতি পুলকিত হইলেন। তাঁহার সকল বাম অঙ্গ কাঁপিতে লাগিল। ইহা অত্যন্ত মঙ্গলসূচক। কিছু মঙ্গল ঘটিতে চলিতেছে ইহা তাহার ই সূচনা।

120 হৃদয়ঁ সরাহত সীয় লোনাঈ । গুর সমীপ গবনে দোউ ভাঈ ॥ 1.237.C1
121 সুফল মনোরথ হোহুঁ তুম্হারে। রামু লখনু সুনি ভএ সুখারে ॥ 1.237.C4

দুই ভ্রাতা মনে মনে সীতার সৌন্দর্যের প্রশংসা করিতে করিতে তাঁহাদের গুরুর নিকট যাওয়ামাত্রই তিনি আশীর্বাদ করিলেন, "তোমাদের মনোবাঞ্চা পূর্ণ হউক।" শ্রীরাম এবং লক্ষ্মণ আশীষ পাইয়া বড়ই আনন্দিত হইলেন।

122 পুনি মুনিবৃন্দ সমেত কৃপালা । দেখন চলে ধনুষমখ সালা ॥ 1.240.C4
123 হরষে জনকু দেখি দোউ ভাঈ। মুনি পদ কমল গহে তব জাঈ ॥ 1.244.C4

অতঃপর মুনিদের সঙ্গে ধনুর্বিদ্যা যজ্ঞশালা দেখিবার জন্য গমন করিলেন। রাজা জনক দুই ভ্রাতাকে দেখিয়া খুব খুশী হইলেন। তিনি মুনির চরণকমল স্পর্শ করিয়া তাঁহাদের প্রতিযোগিতার স্থানে লইয়া গেলেন।

124 সব মঞ্চন্হ তে মঞ্চু এক সুন্দর বিসদ বিসাল । 1.244.D1
125 মুনি সমেত দোউ বন্ধু তহঁ বৈঠারে মহিপাল ॥ 1.244.D2

রাজা মুনিবর এবং ভ্রাতা যুগলকে যে মঞ্চটি অত্যন্ত সুন্দর, বিশাল এবং সুসজ্জিত ছিল, সেই অত্যন্ত সুন্দর এবং সুসজ্জিত স্থানে বসাইলেন।

126 বোলে বন্দী বচন বর সুনহু সকল মহিপাল । 1.249.D1
127 পন বিদেহ কর কহহিং হম ভুজা উঠাই বিসাল ॥ 1.249.D2

অতঃপর রাজা জনকের ঘোষকরা ঘোষণা করিলেন, "হে নৃপতিগণ! আমরা এইবার আমাদের ভুজা উঠাইয়া আমাদের রাজার আদেশ ঘোষণা করিব।"

128 নৃপ ভুজবল বিধু সিবধনু রাহূ। গরুঅ কঠোর বিদিত সব কাহূ॥ 1.250.C1

"রাজাদের বাহুবল চন্দ্রের ন্যায় ইহা সকলের ই বিদিত আছে। এই মহাদেবের ধনু রাহুগ্রহর ন্যায় বিশাল এবং অতীব শক্তিশালী।"

129 সোই পুরারি কোদন্ডু কঠোরা। রাজ সমাজ আজু জোই তোরা॥ 1.250.C3
130 ত্রিভুবন জয় সমেত বৈদেহী । বিনহিং বিচার বরই হঠি তেহী ॥ 1.250.C4

"যিনি মহাদেবের এই বিশাল শক্তিশালী ধনু এই রাজসভায় ভাঙ্গিতে পারিবেন, তিনি সীতার স্বামী হিসাবে গণ্য হইবেন এবং ত্রিলোকের উপর বিজয় প্রাপ্ত করিবেন।"

131 সুনি পন সকল ভূপ অভিলাষে। ভটমানী অতিসয় মন মাখে ॥ 1.250.C5
132 তমকি তাকি তকি সিবধনু ধরহীং।উঠই ন কোটি ভাঁতি বলু করহীং॥ 1.250.C7
এই ঘোষণা শুনিয়া সকল রাজপুত্রেরা সীতাকে বিবাহ করিবার স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। তাঁহারা সকলে নিজ-নিজ শক্তির কথা মনে করিয়া পুলকিত হইতে লাগিলেন। আত্মবিশ্বাসে পরিপূর্ণ সকলেই ধনুটি উঠাইবার প্রয়াস করিলেন, কিন্তু বিফল হইলেন।

133 তমকি ধরহিং ধনু মূঢ় নৃপ উঠই ন চলহিং লজাই। 1.250.D1
134 মনহুঁ পাই ভট বাহুবলু অধিকু অধিকু গরুআই ॥ 1.250.D2
সকল বুদ্ধিবিবেচনাহীন রাজপুত্রেরা ধনুকটি নড়াইতে চেষ্টা করিলেন,কিন্তু না পারিয়া নিজ-নিজ স্থানগ্রহণ করিলেন।মনে হইতেছিল ধনুকটি সকল রাজপুত্রর শক্তি পুঞ্জিভূত করিয়া অতিরিক্ত ভারী হইয়া যাইতেছিল।

135 নৃপন্হ বিলোকি জনকু অকুলানে। বোলে বচন রোষ জনু সানে॥ 1.251.C6
136 অব জনি কোউ মাখৈ ভট মানী। বীর বিহীন মহী মৈং জানী ॥ 1.252.C3
ইহা দেখিয়া রাজা জনক ক্রোধাগ্নিতে জ্বলিতে লাগিলেন।তিনি বলিলেন, "যাঁহারা নিজেদের শক্তিমান বলিয়া গর্বিত বোধ করেন, তাঁহারা কিছু মনে করিবেন না। আমি ইহাই বুঝিলাম যে এই পৃথিবীতে কাহাকেও সাহসী বলিয়া গণ্য করা যাইবেনা।"

137 রঘুবংসিন্হ মহুঁ জহঁ কোউ হোঈ।তেহিং সমাজ অস কহই ন কোঈ॥ 1.253.C1
ইহা শুনিয়া লক্ষ্মণ বলিলেন, "যে সমাজে একটিও রঘুবংশী কোথাও উপস্থিত থাকিবেন, তখন কাহারও এই কথা বলিবার সাহস থাকা উচিৎ নহে।"

138 লখন সকোপ বচন জে বোলে। ডগমগানি মহি দিগ্গজ ডোলে ॥ 1.254.C1
139 সকল লোগ সব ভূপ ডেরানে।সিয় হিয়ঁ হরষু জনকু সকুচানে॥1.254.C2

লক্ষ্ণণ এই কথা এতই রাগিয়া বলিলেন যে পৃথিবী দুলিতে লাগিল এবং চতুর্দিকে হস্তীরা কাঁপিতে লাগিল। প্রত্যেকে এমনকি রাজপুত্ররাও ভীত হইলেন। সীতা মনে মনে অত্যন্ত প্রীত হইলেন এবং রাজা জনক একটু বিব্রত বোধ করিলেন।

140 বিস্বামিত্র সময় সুভ জানী । বোলে অতি সনেহময় বানী ॥ 1.254.C5
141 উঠহু রাম ভঞ্জহু ভবচাপা । মেটহু তাত জনক পরিতাপা ॥ 1.254.C6
শুভ মুহূর্তটির অনুমান করিয়া মুনি বিশ্বামিত্র সস্নেহে বলিলেন, “হে রাম! উঠ! যাও গিয়া ধনুর্ভঙ্গ কর এবং জনকের দুঃখ দূর কর।”

142 উদিত উদয়গিরি মঞ্চ পর রঘুবর বালপতঙ্গ । 1.254.D1
143 বিকসে সন্ত সরোজ সব হরষে লোচন ভৃঙ্গ ॥ 1.254.D2
যখন শ্রীরাম নিজস্থান ত্যাগ করিলেন, মনে হইল মঞ্চরূপী উদয়গিরিপর্বতের পিছন হইতে পূর্ব দিকে বালক সূর্যের ন্যায় উদয় হইলেন। ইহা দেখিয়া, সকল মুনীরূপী পদ্ম প্রস্ফুটিত হইলেন এবং তাঁহাদের ভ্রমররূপী চক্ষু পুলকিত হইল।

144 গুরহি প্রনামু মনহিং মন কীন্হা। অতি লাঘবঁ উঠাই ধনু লীন্হা॥1.261.C5
145 তেহি ছন রাম মধ্য ধনু তোরা। ভরে ভুবন ধুনি ঘোর কঠোরা॥ 1.261.C8
শ্রীরাম উঠিয়া মনে মনে গুরুকে অভিবাদন করিলেন। তাহার পর তিনি শীঘ্র ধনুটি উঠাইলেন। শ্রীরাম ধনুটিকে ঠিক মধ্যপ্রদেশ হইতে দুইখন্ড করিলেন।ইহার পরিণামে অতি ভয়ংকর শব্দ হইল যাহা চতুর্দিকে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

146 সতানন্দ তব আয়সু দীন্হা । সীতাঁ গমনু রাম পহিং কীন্হা ॥ 1.263.C8
147 গাবহিং ছবি অবলোকি সহেলী। সিয়ঁ জয়মাল রাম উর মেলী॥ 1.264.C8
ঋষি শতনানন্দ সীতাকে রামের নিকটে যাইতে নির্দেশ দিলেন।এই সুন্দর দৃশ্য দেখিয়া সীতার সখীগণ মধুর গান গাহিতে লাগিলেন। সীতা শ্রীরামকে মাল্যদান করিলেন।

148 তেহিং অবসর সুনি সিবধনু ভঙ্গা। আয়উ ভৃগুকুল কমল পতঙ্গা॥ 1.268.C2
149 অতি রিস বোলে বচন কঠোরা। কহু জড় জনক ধনুষ কৈ তোরা॥ 1.270.C3
ঠিক সেই সময় ভৃগু-কুলপদ্মপরশুরাম শিবধনুর্ভঙ্গর শব্দ শুনিয়া অতীব ক্ষুব্ধ হইয়া সেইস্থানে উপস্থিত হইলেন। ক্রোধে অগ্নিশর্মা হইয়া তিনি বলিলেন, “হে বুদ্ধিহীন জনক! কে এই ধর্নুভঙ্গ করিল আমাকে বল!”

150 অতি ডরু উতরু দেত নৃপু নাহীং। কুটিল ভূপ হরষে মন মাহীং॥ 1.270.C5
রাজা জনক ভীত হইয়া কোনো উত্তর দিতে পারিলেন না। দুষ্ট রাজপুত্রগণ এই দৃশ্য দেখিয়া খুব পুলকিত বোধ করিল।

151 সভয় বিলোকে লোগ সব জানি জানকী ভীরু । 1.270.D1
152 হৃদয়ঁ ন হরষু বিষাদু কছু বোলে শ্রীরঘুবীরু ॥ 1.270.D2
সীতা এবং অন্যান্যদের ভয়ভীত হইতে দেখিয়া শ্রীরাম নির্লিপ্ত ভাবে বলিলেন,

153 নাথ সংভুধনু ভঞ্জনিহারা । হোইহি কেউ এক দাস তুম্হারা ॥ 1.271.C1
154 সুনহু রাম জেহিং সিবধনু তোরা। সহসবাহু সম সো রিপু মোরা॥ 1.271.C4
"হে প্রভু! যিনি এই শিবধনুর্ভঙ্গ করিয়াছেন, তিনি আপনারই কোনো এক ভৃত্য হইবেন।" পরশুরাম বলিলেন, "শুন রাম! যে কেহই এই ধনুর্ভঙ্গ করেছে, সে আমার শত্রু, ঠিক সহস্রবাহুর ন্যায়।"

155 সুনি মুনি বচন লখন মুসুকানে । বোলে পরসুধরহি অপমানে ॥ 1.271.C6
156 বহু ধনুহীং তোরীং লরিকাঈং। কবহুঁ ন অসি রিস কীন্হি গোসাঈং॥ 1.271.C7
পরশুরামের বাণী শুনিয়া লক্ষণ অপমানিত বোধ করিলেন এবং স্মিত হাসিয়া বলিলেন, "হে মুনিবর! আমাদের বাল্যকালে আমরা এইপ্রকার একাধিক ধনুর্ভঙ্গ করিয়াছি, কিন্তু কখনও আপনাকে এত ক্রোধিত হইতে দেখি নাই।"

157 ছুঅত টূট রঘুপতিহু ন দোসূ। মুনি বিনু কাজ করিঅ কত রোসূ। 1.272.C3
"এই ধনুকটি কেবলমাত্র শ্রীরামের স্পর্শে ভাঙ্গিয়াছে, ইহাতে তাঁহার কি দোষ? বিনা কোনো কারণে আপনি কেন এত ক্রুদ্ধ হইতেছেন?"

158 বোলে চিতই পরসু কী ওরা । রে সঠ সুনেহি সুভাউ ন মোরা ॥ 1.272.C4
159 বালকু বোলি বধউঁ নহিং তোহী। কেবল মুনি জড় জানহি মোহী॥ 1.272.C5
পরশুরাম নিজ কুড়ালের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "হে নির্বোধ! মনে হয় তুমি আমার বিষয়ে বিশেষ অবগত নহ। তুমি নিতান্তই বালক, সেইজন্য তোমাকে বধ করিতেছি না। তুমি বোধহয় মনে করিতেছ আমি অতি সামান্য একটি ঋষি।"

160 বিহসি লখনু বোলে মৃদু বানী। অহো মুনীসু মহা ভটমানী ॥ 1.273.C1
161 পুনি পুনি মোহি দেখাব কুঠারু। চহত উড়াবন ফূঁকি পহারু ॥ 1.273.C2
লক্ষণ হাসিয়া কহিলেন,"হে মহামুনি! আপনি একজন বিরাট যোদ্ধা। আপনি নিজ কুড়ালখানি দেখাইয়া এই প্রমাণ করিতে চাহিতেছেন যে আপনার ইচ্ছা হইলে আপনি একটি পর্বতকে এক ফুৎকারে উড়াইয়া দিতে পারেন।"

162 লখন উতর আহুতি সরিস ভৃগুবর কোপু কৃসানু। 1.276.D1
163 বঢ়ত দেখি জল সম বচন বোলে রঘুকুলভানু ॥ 1.276.D2
লক্ষণের এই উক্তি পরশুরামের ক্রোধাগ্নিতে যেন ঘৃত প্রদান করিল। তাঁহার ক্রোধ প্রশমিত করিবার জন্য শ্রীরাম শীতল জলের ন্যায় খুব নম্রস্বরে বলিলেন,

164 সুনহু নাথ তুম্হ সহজ সুজানা।বালক বচনু করিঅ নহিং কানা॥ 1.279.C2
165 বিপ্রবংস কৈ অসি প্রভুতাঈ। অভয় হোই জো তুম্হহি ডেরাঈ ॥ 1.284.C5
"হে প্রভু! আপনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান। আপনি এই বালকের কথা অগ্রাহ্য করিবেন। ব্রাহ্মণদের এতই ক্ষমতা যে যাঁহারা আপনাকে ভয় করেন, তাঁহারা আপনারই ন্যায় নির্ভীক হইয়া যান।"

166 সুনু মৃদু গূঢ় বচন রঘুপতি কে। উঘরে পটল পরসুধর মতি কে॥ 1.284.C6
167 রাম রমাপতি কর ধনু লেহূ। খৈংচহু মিটৈ মোর সন্দেহূ ॥ 1.284.C7
শ্রীরামের মধুর অথচ প্রগাঢ় বাণী শুনিয়া পরশুরামের বুদ্ধির উপর হইতে আস্তরণ সরিয়া গেল। তিনি বলিলেন, "হে রাম! আমার ধনুটি লইয়া ইহাতে টংকার দাও, তাহা হইলে আমার সকল সন্দেহ দূর হইবে।"

168 দেত চাপু আপুহিং চলি গয়ঊ। পরসুরাম মন বিসময় ভয়ঊ ॥ 1.284.C8
169 কহি জয় জয় জয় রঘুকুলকেতূ। ভৃগুপতি গএ বনহি তপ হেতূ ॥ 1.285.C7
পরশুরাম শ্রীরামকে ধনুটি দিবার আগেই তাহা নিজেই শ্রীরামের নিকটে চলিয়া গেল। ইহা দেখিয়া পরশুরাম অত্যন্ত চমৎকৃত হইলেন। তিনি শ্রীরামের নাম জপ করিতে করিতে ধ্যান করিবার জন্য অরণ্যে গমন করিলেন।

170 জনক কীন্হ কৌসিকহি প্রনামা। প্রভু প্রসাদ ধনু ভঞ্জেউ রামা॥ 1.286.C5
171 মোহি কৃতকৃত্য কীন্হ দুহুঁ ভাঈং।অব জো উচিত সো কহিঅ গোসাঈং॥ 1.286.C6

রাজা জনক নতমস্তকে মুনি বিশ্বামিত্রকে বলিলেন, "কেবলমাত্র আপনার কৃপালাগি শ্রীরাম ধনুর্ভঙ্গ করিতে পারিয়াছেন। দুই ভ্রাতাই আমাকে আজ কৃতার্থ করিয়াছেন। হে প্রভু! এবার আমার কি করনীয় যদি একটু বলেন।"

172 দূত অবধপুর পঠবহু জাঈ । আনহিং নৃপ দসরথহি বোলাঈ ॥ 1.287.C1
173 মুদিত রাউ কহি ভলেহিং কৃপালা। পঠএ দূত বোলি তেহি কালা॥ 1.287.C2
মুনি বলিলেন, "অবিলম্বে অযোধ্যায় রাজা দশরথকে এখানে আসিবার জন্য আমন্ত্রণ জানান। "রাজা জনক প্রসন্ন হইয়া বলিলেন,"হে দয়াময়! অতি উত্তম!" এবং তৎক্ষণাৎ অযোধ্যায় দূত পাঠাইলেন।

174 পহুঁচে দূত রাম পুর পাবন। হরষে নগর বিলোকি সুহাবন॥ 1.290.C1
175 করি প্রনামু তিনহ পাতী দীনহী। মুদিত মহীপ আপু উঠি লীনহী॥ 1.290.C3
দূতগণ শ্রীরামের পবিত্র জন্মস্থান অযোধ্যায় পৌঁছাইয়া অত্যন্ত প্রীত হইল। রাজা দশরথকে অভিবাদন করিবার পর তাহারা জনক রাজার পত্র তাঁহাকে প্রদান করিল। রাজা অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া স্বয়ং উঠিয়া লইলেন।

176 তব উঠি ভূপ বসিষ্ঠ কহুঁ দীন্হি পত্রিকা জাই । 1.293.D1
177 কথা সুনাঈ গুরহি সব সাদর দূত বোলাই ॥ 1.293.D2
রাজা উঠিয়া বশিষ্ঠমুনিকে পত্রিকাটি দিলেন এবং দূতগণদের দ্বারা সাদরে সুসংবাদটি শুনাইলেন।

178 চঢ়ি চঢ়ি রথ বাহের নগর লাগী জুরন বরাত । 1.299.D1
179 হোত সগুন সুন্দর সবহি জো জেহি কারজ জাত ॥ 1.299.D2
গুরু হইতে আজ্ঞা লইয়া রাজা বরযাত্রীদের নগরের বাহিরে সুসজ্জিত রথে চড়িয়া গমন করিবার নির্দেশ দিলেন। যাঁহারা যে কোনো কার্য করিলেন, তাহা অতি মঙ্গলময়।

180 সুবন্হ সুমঙ্গল অবসরু জানা। বরষহিং সুমন বজাই নিসানা ॥ 1.314.C1
181 প্রেম পুলক তন হৃদয়ঁ উছাহূ । চলে বিলোকন রাম বিআহূ ॥ 1.314.C3
এই মনোরম দৃশ্য দেখিয়া দেবতারা স্বর্গ হইতে মঙ্গলধ্বনি সহকারে পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। সকলেই অত্যন্ত উল্লসিত এবং অতীব পুলকিত হইয়া রামের বিবাহ দেখিতে যাইলেন।

182 দসরথু সহিত সমাজ বিরাজে। বিভব বিলোকি লোকপতি লাজে॥ 1.319.C5
183 এহি বিধি রামু মন্ডপহিং আএ। অরঘু দেই আসন বৈঠাএ॥ 1.319.C8
দশরথ নিজ সভাসদ সহ জনকপুর পৌঁছাইলেন। তাঁহার জাঁকজমক দেখিয়া লোকপাল বিব্রত হইলেন। শ্রীরাম বিবাহ মন্ডপে প্রবেশ করিবার পর তাঁহাকে অর্ঘ্য প্রদান করিয়া স্থানগ্রহণ করিতে বলা হইল।

184 সীয় সঁবারি সমাজু বনাঈ। মুদিত মন্ডপহিং চলীং লবাঈ॥ 1.322.C8
185 তেহি অবসর কর বিধি ব্যবহারু। দুহুঁ কুলগুর সব কীন্হ অচারু॥ 1.323.C8
সীতার সখীগণ তাঁহাকে বিবিধ আভূষণে বিভূষিত করিয়া বিবাহ মন্ডপে উপস্থিত করিলেন। বিবাহের রীতিনীতি দুইপক্ষের গুরুদের দ্বারা সম্পন্ন হইল।

186 হোম সময় তনু ধরি অনলু অতি সুখ আহুতি লেহিং। 1.323.D1
187 বিপ্র বেষ ধরি বেদ সব কহি বিবাহ বিধি দেহিং॥ 1.323.D2
যখন অগ্নিদেবতাকে আহুতি দেওয়া হইতেছিল,অগ্নিদেবতা তাহা লইবার জন্য স্বয়ং উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণের বেশ ধরিয়া সকল বেদ সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং বিবাহের বিভিন্ন আচারাদি সম্পন্ন করিতে সাহায্য করিলেন।

188 কুঅঁরু কুঅঁরি কল ভাবঁরি দেহীং॥নয়ন লাভু সব সাদর লেহীং॥ 1.325.C1
189 রাম সীয় সির সেংদুর দেহীং। সোভা কহি ন জাতি বিধি কেহীং॥ 1.325.C8
সকলে বরবধূর অগ্নি-প্রদক্ষিণ অবলোকন করিয়া পুলকিত হইতেছিলেন। শ্রীরাম শ্রীমতী সীতার সিঁথিতে সিন্দুরদান করিলেন। সেই সৌন্দর্য্য অবর্ণনীয়।

190 এহি বিধি রাম বিআহ উছাহূ। সকই ন বরনি সহস মুখ জাহূ॥ 1.331.C8
191 বহুবিধি ভূপ সুতা সমুঝাঈং। নারিধরমু কুলরীতি সিখাঈং॥ 1.339.C1
এমনকি সহস্রাধিক মুখের অধিকারী শেষনাগ পযর্ন্ত এই বিবাহোৎসবের বর্ণনা করিতে অক্ষম। রাজা জনক তাঁহার কন্যাকে সদুপদেশ দিলেন। তিনি সীতাকে পত্নীর ধর্ম এবং পরিবারের দায়িত্বের বিষয়ে অবগত করাইলেন।

192 সীয় চলত ব্যাকুল পুরবাসী। হোহিং সগুন সুভ মঙ্গল রাসী॥ 1.339.C3
193 চলী বরাত নিসান বজাঈ। মুদিত ছোট বড় সব সমুদাঈ॥ 1.343.C7
যখন সীতা নিজ রাজ্য ছাড়িয়া যাইতে ছিলেন,তখন রাজ্যবাসীগণ অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন। সর্বত্র শুভমঙ্গলচিহ্ন দেখা যাইতে লাগিল। ডংকা বাজাইয়া

বরযাত্রীরা অগ্রসর হইলেন বালবৃদ্ধ সকলে আনন্দ সহকারে শোভাযাত্রা লইয়া অযোধ্যার দিকে অগ্রসর হইল।

194 সমউ জানী গুর আয়সু দীন্হা। পুর প্রবেসু রঘুকুলমনি কীন্হা ॥ 1.347.C7
195 আএ ব্যাহি রামু ঘর জব তেং। বসই অনন্দ অবধ সব তব তেং॥ 1.361.C5
যখন শোভাযাত্রা অযোধ্যা পৌঁছাইল, বশিষ্ঠমুনি দশরথকে একটি শুভমুহূর্তে রাজ্যে প্রবেশ করিতে অনুরোধ করিলেন। যখন হইতে শ্রীরাম বিবাহ করিয়া আসিয়া ছিলেন, সকল অযোধ্যাবাসীগণ অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন।

196 সিয় রঘুবীর বিবাহু জে সপ্রেম গাবহিং সুনহিং । 1.361.S1
197 তিন্হ কহুঁ সদা উছাহু মঙ্গলায়তন রাম জসু ॥ 1.361.S2
যে কেহ শ্রীরামের এই বিবাহ-বর্ণনা শুনিবেন অথবা গাহিবেন, তিনি সর্বদা সুখী হইবেন। শ্রীরামের যশ সর্বদা সকলকে সুখশান্তি প্রদান করে।

অয়োধ্যাকাণ্ড

198 শ্রীগুরু চরন সরোজ রজ নিজ মনু মুকুরু সুধারি। 2.0.D1
199 বরনউঁ রঘুবর বিমল জসু জো দায়কু ফল চারি ॥ 2.0.D2

আমার গুরুর চরণধূলি দিয়া আমার মনের দর্পণ পরিষ্কার করিবার পর আমি শ্রীরাম যিনি ন্যায়পরায়নতা, উন্নতি, ইচ্ছা এবং মোক্ষর ফল প্রদান করেন, তাঁহার অপূর্ব গৌরব গাথার বর্ণনা করিব।

200 জব তেং রামু ব্যাহি ঘর আএ। নিত নব মঙ্গল মোদ বধাএ ॥ 2.1.C1
201 সব বিধি সব পুর লোগ সুখারী। রামচন্দ মুখ চন্দু নিহারী ॥ 2.1.C6

যেহেতু শ্রীরাম সদ্য বিবাহ করিয়া আসিয়াছিলেন, সেইজন্য অযোধ্যাতে প্রতিদিনই নূতন নূতন উৎসব উদযাপন হইতে লাগিল। রাজ্যবাসীরা যতবার শ্রীরামের মুখচন্দ্র দর্শন করিতেছিলেন, ততবারই অতীব সুখলাভ করিতেছিলেন।

202 এক সময় সব সহিত সমাজা।রাজসভাঁ রঘুরাজু বিরাজা॥ 2.2.C1
203 রায়ঁ সুভায়ঁ মুকুরু কর লীন্হা।বদনু বিলোকি মুকুটু সম কীন্হা ॥ 2.2.C6

একদিন রাজা দশরথ নিজ মন্ত্রীদের লইয়া রাজদরবারে বসিয়া ছিলেন। স্বভাবসুলভ ভাবে দর্পণটি হাতে লইয়া তিনি তাঁহার মুকুটটি ঠিকঠাক করিতে লাগিলেন।

204 শ্রবন সমীপ ভএ সিত কেসা। মনহুঁ জরঠপনু অস উপদেসা ॥ 2.2.C7
205 নৃপ জুবরাজ রাম কহুঁ দেহূ। জীবন জনম লাহু কিন লেহূ ॥ 2.2.C8

উনি দেখিলেন তাঁহার কর্ণের দুই দিকের চুলে পাক ধরিয়াছে। তাঁহার মনে হইল তাঁহার বৃদ্ধ বয়স তাঁহাকে শ্রীরামকে যুবরাজ হিসাবে অভিহিত করিবার জন্য নির্দেশ দিতেছে যাহার পর তিনি নিজ জীবনকে ভালোভাবে উপভোগ করিতে পারেন।

206 য়হ বিচারু উর আনি নৃপ সুদিনু সুঅবসরু পাই। 2.2.D1
207 প্রেম পুলকি তন মুদিত মন গুরহি সুনায়উ জাই ॥ 2.2.D2

এইসব কথা ভাবিয়া তিনি একদিন শুভ দিন দেখিয়া গুরুর নিকট গিয়া প্রসন্ন চিত্তে নিজ মনের অভিলাষ ব্যক্ত করিলেন।

208 বেগি বিলম্বু ন করিঅ নৃপ সাজিঅ সবুই সমাজু। 2.4.D1
209 সুদিন সুমঙ্গলু তবহিং জব রামু হোহিং জুবরাজু ॥ 2.4.D2

গুরু কহিলেন, "হে রাজন্! ইহাতে একেবারেই বিলম্ব করিবেন না। এই শুভমুহূর্তের জন্য যত শীঘ্র পারেন তত শীঘ্র ব্যবস্থা করিয়া ফেলুন। শ্রীরামের যেইদিন অভিষেক হইবে, সেই দিন অবশ্যই শুভ,তখনই সর্ব কার্য হইবে।"

210 মুদিত মহিপতি মন্দির আএ। সেবক সচিব সুমন্ত্রু বোলাএ ॥ 2.5.C1
211 জৌং পাঁচহি মত লাগৈ নীকা। করহু হরষি হিয়ঁ রামহি টীকা ॥ 2.5.C3

অতঃপর আনন্দিত রাজা নিজ প্রাসাদে আসিলেন। সুমন্ত্র, তাঁহার পারিষদ দের একজন, এবং অন্যান্য মন্ত্রীগণকে বলিলেন, "যদি আপনারা শ্রীরামকে রাজা হিসাবে উপযুক্ত মনে করেন, তাহা হইলে আনন্দ সহকারে তাঁহার কপালে রাজতিলক অঙ্কিত করুন।"

212 জগ মঙ্গল ভল কাজু বিচারা। বেগিঅ নাথ ন লাইঅ বারা ॥ 2.5.C6
213 সুনত রাম অভিষেক সুহাবা। বাজ গহাগহ অবধ বধাবা ॥ 2.7.C3

মন্ত্রীগণ বলিলেন, "আপনি যাহা ভাবিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ বিশ্বের জন্য মঙ্গলময় এবং লাভবান। হে নাথ!সেইজন্য শীঘ্রই এই কার্য সুসম্পন্ন করুন।" শ্রীরামের রাজ্যাভিষেকের বার্তা অযোধ্যার চতুর্দিকে ব্যপ্ত হইল। সম্পূর্ণ নগরী অভিনন্দন ধ্বনি দ্বারা মুখরিত হইল।

214 দীখ মন্থরা নগরু বনাবা। মঞ্জুল মঙ্গল বাজ বধাবা ॥ 2.13.C1
215 পূছেসি লোগন্হ কাহ উছাহূ। রাম তিলকু সুনি ভা উর দাহূ ॥2.13.C2

যখন মন্থরা, রানি কৈকেয়ীর পরিচারিকা, এবংবিধ সাজসজ্জা এবং সংগীত শুনিয়া সকল লোকজনের নিকট হইতে এই বিষয়ে জানিতে পারিল, সে তখন শ্রীরামের রাজ্যাভিষেকের কথা শুনিয়া ঈর্ষায় জ্বলিতে লাগিল।

216 ভরত মাতু পহিং গই বিলখানী। কা অনমনি হসি কহ হঁসি রানী॥ 2.13.C5

ইহার পর সে উদাস হইয়া ভরতের মাতা কৈকেয়ীর সঙ্গে দেখা করিতে গেল। রানি হাসিয়া কহিলেন, "কেন তুমি এত উদাসিনী?"

217 সভয় রানি কহ কহসি কিন কুসল রামু মহিপালু। 2.13.D1
218 লখনু ভরতু রিপুদমনু সুনি ভা কুবরী উর সালু ॥ 2.13.D2

যখন মন্থরা কোনো উত্তর দিলনা তখন কৈকেয়ী ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাম, ভরত, লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্ন এবং রাজন্ সকুশল আছেন তো?" কুঁজো মন্থরা রানির এই সকল প্রশ্ন শুনিয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইতেছিল।

219 রামহি ছাড়ি কুসল কেহি আজূ। জেহি জনেসু দেই জুবরাজূ ॥ 2.14.C2
220 জাবৈ জোগু সুভাউ হমারা। অনভল দেখি ন জাই তুম্হারা ॥ 2.16.C7

মন্থরা উত্তর দিল, "হে রানি! রাম ব্যতীত আর কেহই বা এত কুশলভাবে থাকিতে পারে? অগত্যা সেই তো এই রাজ্যের উত্তরাধিকারী হইবে। স্বভাবতই আমি ইহাতে অত্যন্ত ঈর্ষান্বিত বোধ করিতেছি। আপনার কোনো ক্ষতি হউক ইহা আমি একান্তই চাহিনা।"

221 ভাবী বস প্রতীতি উর আঈ। পূঁছ রানি পুনি সপথ দেবাঈ॥ 2.19.C1
222 রামহি তিলক কালি জৌং ভয়ঊ। তুম্হ কহুঁ বিপতি বীজু বিধি বয়ঊ॥ 2.19.C6

ভাগ্যের পরিহাসে কৈকেয়ী মন্থরার কথার জালে আবদ্ধ হইলেন। রানি তাহাকে দিব্য দিয়া সকল কথা জানিতে চাহিলেন। মন্থরা বলিল, "যদি রাম কল্য রাজত্ব লাভ করেন, তাহা হইলে ব্রহ্মা আপনার দুঃখের বীজবপন শুরু করিয়া দিয়াছেন।"

223 কৈকয়সুতা সুনত কটু বানী। কহি ন সকই কছু সহমি সুখানী॥ 2.20.C1
224 কাহ করৌং সখি সূধ সুভাঊ। দাহিন বাম ন জানউঁ কাঊ॥ 2.20.C7

মন্থরার তিক্ত কথা শুনিয়া কৈকেয়ী অতীব ভয়ভীত হইলেন। তিনি একটি কথাও বলিতে পারিলেননা। কিছুক্ষণ পর তিনি বলিলেন, "হে সখী! এখন আমি কি করিব? আমি সহজ সরল মানুষ। ডান-বাম দিকের মধ্যে বিভেদ করিতে পারিনা।"

225 অপনেং চলত ন আজু লগি অনভল কাহুক কীন্হ। 2.20.D1
226 কেহিং অঘ একহি বার মোহি দৈঅঁ দুসহ দুখু দীন্হ ॥ 2.20.D2

"আমি কখনও কাহার ক্ষতি করি নাই। একমাত্র ভগবানই জানেন কেন তিনি এই অসহ্য যাতনা আমাকে দিলেন।"

227 দুই বরদান ভূপ সন থাতী। মাগহু আজু জুড়াবহু ছাতী ॥ 2.22.C5
228 সুতহি রাজু রামহি বনবাসূ। দেহু লেহু সব সবতি হুলাসু ॥ 2.22.C6

মন্থরা বলিল, "রাজা আপনাকে অনেক দিন আগে দুইটি বর দিয়াছিলেন। আপনি সেই বর দুইটি চাহিয়া লহেন এবং দুঃখ মুক্ত হউন। তাঁহাকে বলুন ভরতকে রাজ্য প্রদান করিতে এবং রামকে বনবাসে পাঠাইতে। ইহাতে সতীনের সর্বসুখ আপনার হইবে।"

229 কোপ সমাজু সাজি সবু সোঈ। রাজু করত নিজ কুমতি বিগোঈ ॥ 2.23.C7
230 কোপভবন সুনি সকুচেউ রাউ। ভয় বস অগহুড় পরই ন পাঊ ॥ 2.25.C1

কৈকেয়ী কোপ প্রকাশ করিবার ন্যায় সকল সাজসজ্জা করিয়া কোপগৃহে প্রবেশ করিয়া শুইয়া পড়িলেন । স্বয়ং রাজ্যসুখ ভোগ করিতেছিলেন,কিন্তু নিজ দুর্বুদ্ধির দ্বারা চালিত হইয়া নিজ সর্বনাশ ডাকিয়া আনিলেন। রাজা দশরথ তাঁহার কোপগৃহে যাইবার কথা শুনিয়া খুবই শংকিত হইলেন। কি হইয়াছে ভাবিয়া তিনি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইলেন এবং সেইদিকে অগ্রসর হইতে পারিলেন না।

231 জাই নিকট নৃপু কহ মৃদু বানী। প্রানপ্রিয়া কেহি হেতু রিসানী ॥ 2.25.C8
232 বিহসি মাগু মনভাবতি বাতা। ভূষন সজহি মনোহর গাতা॥ 2.26.C7

তিনি রানীর নিকটে যাইয়া রানিকে সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে প্রিয়া! তোমার কি হইয়াছে? তুমি কেন এত অসুখী? একটু হাসো এবং যাহা ইচ্ছা তাহা মাগিয়া লও। অলঙ্কারাদি দিয়া নিজেকে সুসজ্জিত কর।"

233 মাগু মাগু পৈ কহহু পিয় কবহুঁ ন দেহু ন লেহু। 2.27.D1
234 দেন কহেহু বরদান দুই তেউ পাবত সন্দেহু ॥ 2.27.D2

কৈকেয়ী বলিলেন, "হে প্রিয়! আপনি সর্বদাই'চাহ চাহ' বলিয়া থাকেন, কিন্তু কখনই কিছু প্রদান করেন নাই। আপনি আমাকে দুইটি বর দিয়াছিলেন, কিন্তু আমি খুবই শংকিত যে আদৌ আমি সেই বর দুইটি লাভ করিতে পারিব কিনা।"

235 থাতি রাখি ন মাগিহু কাঊ। বিসরি গয়উ মোহি ভোর সুভাঊ ॥ 2.28.C2
236 রঘুকুল রীতি সদা চলি আঈ। প্রান জাহুঁ বরু বচনু ন জাঈ॥2.28.C4

রাজা বলিলেন, "তুমি কখন উত্তরাধিকারসূত্রে কিছু চাহ নাই। আমিও ঐ বর দুইটির বিষয়ে ভুলিয়া গিয়াছি। আমাদের পরিবারে সর্বদা আমরা আমাদের কথা রাখিয়াছি। আমরা আমাদের প্রাণ ত্যাগ করিতে পারি, কিন্তু কখনও প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে পারিনা।"

237 সুনহু প্রানপ্রিয় ভাবত জী কা। দেহু এক বর ভরতহি টীকা ॥ 2.29.C1
238 তাপস বেষ বিসেষি উদাসী। চৌদহ বরিস রামু বনবাসী ॥ 2.29.C3

কৈকেয়ী বলিলেন, "হে প্রাণপ্রিয়! প্রথম বরটি হইল আপনি ভরতকে রাজ্য প্রদান করিবেন এবং দ্বিতীয় বরটি হইল আপনি শ্রীরামকে চৌদ্দ বৎসরের জন্য ঋষিমুনির ন্যায় বনবাসে পাঠাইবেন।"

239 বোলে রাউ কঠিন করি ছাতী। বানী সবিনয় তাসু সোহাতী ॥ 2.31.C4

কৈকেয়ীর কথা শুনিয়া পরম দুঃখে দুঃখিত হইয়া সাহস করিয়া রাজা–সস্নেহে রানিকে বলিতে লাগিলেন।

240 লোভু ন রামহি রাজু কর বহুত ভরত পর প্রীতি। 2.31.D1
241 মৈং বড় ছোট বিচারি জিয়ঁ করত রহেউঁ নৃপনীতি ॥ 2.31.D2

তিনি বলিলেন, "রাম রাজত্বলাভের জন্য একেবারেই নিরুৎসাহী। বরঞ্চ তিনি ভরতকে যারপর নাই স্নেহ করেন। আমি কেবলমাত্র পারিবারিক প্রথার সম্মান করিয়া অগ্রজকে রাজত্ব প্রদান করিতে ছিলাম।"

242 কহউঁ সুভাউ ন ছলু মন মাহীং।জীবনু মোর রাম বিনু নাহীং॥ 2.33.C2
243 মাগু মাথ অবহীং দেউঁ তোহী।রাম বিরহঁ জনি মারসি মোহী॥ 2.34.C7

"আমি সত্যই তোমাকে বলিতেছি আমার মনে কোনো দ্বেষ নাই। কিন্তু রামকে ছাড়িয়া আমি বাঁচিতে পারিবনা। এমনকি তুমি যদি আমার মস্তক চাহ আমি তোমাকে এখনই দিয়া দিতেছি, কিন্তু তুমি আমাকে রাম হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া মারিয়া ফেলিওনা।"

244 রাম রাম রট বিকল ভুআলূ। জনু বিনু পংখ বিহংগ বেহালূ ॥ 2.37.C1

রাজা সর্বসময় রামের নাম জপ করিতে লাগিলেন এবং ডানাকাটা পক্ষীর ন্যায় ছটফট করিতে লাগিলেন।

245 গএ সুমংত্র তব রাউর মাহীং। দেখি ভয়াবন জাত ডেরাহীং ॥ 2.38.C3
246 সচিউ সভীত সকই নহিং পূঁছী। বোলী অসুভ ভরী সুভ ছূঁছী ॥ 2.38.C8

সেই সময় রাজার মন্ত্রী সুমন্ত্র আসিয়া সব দেখিয়া অত্যন্ত ভীত হইল এবং কিছুই জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না।ঠিক সেই মুহূর্তে অশুভ দিয়া পূর্ণ শুভ হইতে রিক্ত কৈকেয়ী মধুর স্বরে বলিলেন,

247 পরী ন রাজহি নীদ নিসি হেতু জান জগদীসু। 2.38.D1
248 রামু রামু রটি ভোরু কিয় কহই ন মরমু মহীসু ॥ 2.38.D2

"ভগবানই জানেন রাজন্ সমস্ত রাত্রি কেন ঘুমাইলেন না। তিনি সূর্যোদয় অবধি রামের নাম জপ করিয়া চলিয়াছেন কিন্তু কেন, তাহা আমাকে বলেন নাই।"

249 আনহু রামহি বেগি বোলাঈ। সমাচার তব পূঁছেহু আঈ ॥ 2.39.C1
250 করুনাময় মৃদু রাম সুভাঊ। প্রথম দীখ দুখু সুনা ন কাঊ ॥ 2.40.C3

"দয়া করিয়া রামকে এখনই ডাকিয়া আনুন। তাহার পর আমরা এই বিষয়ে আলোচনা করিব।" শ্রীরাম স্বভাবতঃ খুবই নম্র এবং দয়ালু। পিতার ঐরূপ অবস্থার কথা আগে তিনি কখনও শোনেন নাই। শোকগ্রস্ত পিতাকে তিনি এই প্রথম ঐরূপে দেখিলেন।

251 মোহি কহু মাতু তাত দুখ কারন। করিঅ জতন জেহিং হোই নিবারন॥2.40.C5
252 দেন কহেন্হি মোহি দুই বরদানা। মাগেউঁ জো কছু মোহি সোহানা॥ 2.40.C7

তিনি কৈকেয়ীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে মাতা! দয়া করিয়া আমার পিতার কষ্টের কারণটি বলুন যাহাতে তাঁহার কষ্ট লাঘব করিবার চেষ্টা করিতে পারি।" কৈকেয়ী বলিলেন, "রাজা আমাকে দুইটি বর দিয়াছিলেন। আমি তাঁহার নিকট হইতে আজ যেটি আমার পছন্দ হইল সেই দুইটি বর চাহিয়া লইয়াছি।"

253 সব প্রসঙ্গু রঘুপতিহি সুনাঈ। বৈঠি মনহুঁ তনু ধরি নিঠুরাঈ ॥ 2.41.C4
254 ভরতু প্রানপ্রিয় পাবহিং রাজূ। বিধি সব বিধি মোহি সনমুখ আজু॥ 2.42.C1

সমস্ত কিছু বর্ণনা করিয়া কৈকেয়ী নিষ্ঠুরতার প্রতিমূর্তি হইয়া বসিয়া রহিলেন। শ্রীরাম বলিলেন, "আজ আমার কি সৌভাগ্য! ভ্রাতা ভরত, যে আমার হৃদয়ের এত নিকট, সে রাজা হইবে।"

255 জৌং ন জাউঁ বন ঐসেহু কাজা। প্রথম গনিঅ মোহি মূঢ় সমাজা ॥ 2.42.C2
256 আয়সু পালি জনম ফলু পাঈ। ঐহউঁ বেগিহিং হোউ রজাঈ ॥ 2.46.C3

"এই শুভ কার্যের জন্য আমি যদি বনবাসে না যাই তাহা হইলে বোধহয় নির্বোধদিগের সমাজে আমি প্রথম স্থান পাইব। আমি আপনার আজ্ঞা পালন করিয়া এবং নিজ জীবনের উদ্দেশ্য পূর্ণ করিয়াই রাজ্যে ফিরিব। আমাকে আজ্ঞা দিন!"

257 সমাচার তেহি সময় সুনি সীয় উঠী অকুলাই। 2.57.D1
258 জাই সাসু পদ কমল জুগ বন্দি বৈঠি সিরু নাই ॥ 2.57.D2

সীতা যখন রামের বনবাসের সংবাদ পাইলেন, তিনি তখন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইলেন। তিনি তখন তাঁহার শাশুড়িমাতার নিকটে গিয়া তাঁহার চরণকমলে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়া নিজ মস্তক নত করিয়া বসিয়া রহিলেন।

259 চলন চহত বন জীবননাথূ।কেহি সুকৃতী সন হোইহি সাথূ॥2.58.C3
260 কী তনু প্রান কি কেবল প্রানা। বিধি করতবু কছু জাই ন জানা ॥ 2.58.C4

সীতা নিজমনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে তাঁহার প্রিয় শ্রীরাম আজ বনে যাইতেছেন।তিনি নিজমনকে জিজ্ঞাসা করিলেন,“ কি ধরণের পুন্যকর্ম করিলে ওনার সঙ্গলাভ হইবে? আমার হৃদয় এবং শরীর দুইটিই কি ওনার সাথে যাইতে পারিবে না কেবলমাত্র হৃদয়? আমি ভাবিতে পারিতেছি না আমার অদৃষ্টে কি আছে।”

261 মাতু সমীপ কহত সকুচাহীং। বোলে সমউ সমুঝি মন মাহীং ॥ 2.61.C1

শ্রীরাম মাতার সাক্ষাতে সীতার সহিত বাক্যালাপ করিতে দ্বিধাবোধ করিতেছিলেন। কিন্তু ইহা তখন অত্যন্ত আবশ্যক বলিয়া তিনি বলিলেন:

262 হংসগবনি তুম্হ নহিং বন জোগূ।সুনি অপজসু মোহি দেইহি লোগূ॥ 2.63.C5
263 রহহু ভবন অস হৃদয়ঁ বিচারী। চন্দবদনি দুখু কানন ভারী ॥ 2.63.C8

“হে হংসগামিনী! তুমি বনবাসের উপযুক্ত নহ। জনতা আমাকে তোমাকে সাথে লইবার জন্য দোষারোপ করিতে পারে। সেইজন্য এই বিষয়ে পুনঃ চিন্তা কর এবং এইস্থানেই বসবাস কর। হে চন্দ্রমুখী! অরণ্যে বসবাস করা অত্যন্ত কঠিন।”

264 সহজ সুহৃদ গুর স্বামি সিখ জো ন করই সির মানি। 2.63.D1
265 সো পছিতাই অঘাই উর অবসি হোই হিত হানি ॥ 2.63.D2

যিনি তাঁহার গুরুর এবং স্বামীর, যাঁহারা প্রকৃতপক্ষে তাঁহার শুভানুধ্যায়ী, কথা না শুনিয়া থাকেন; তিনি অবশ্যই নিজ সিদ্ধান্তের ব্যাপারে পরে অনুতপ্ত হন এবং তাঁহার কার্য সিদ্ধ হইতে অনেক বাধা পাইতে হয়।

266 মৈং পুনি সমুঝি দীখি মন মাহীং।পিয় বিয়োগ সম দুখু জগ নাহীং॥ 2.64.C7
267 কহেউ কৃপাল ভানুকুলনাথা।পরিহরি সোচু চলহু বন সাথা॥ 2.68.C3

সীতা বলিলেন, "হে প্রভু! আমিও বারম্বার সেই কথা ভাবিয়াছি। কিন্তু নিজ স্বামী হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার মত দুঃখ আর কোথাও নাই।" এই কথা শুনিয়া সূর্যবংশের স্বামী দয়ালু শ্রীরাম কিছু না চিন্তা করিয়া সীতাকে তাঁহার সঙ্গে যাইবার অনুমতি প্রদান করিলেন।

268 সমাচার জব লছিমন পাএ।ব্যাকুল বিলখ বদন উঠি ধাএ॥ 2.70.C1
269 রাম বিলোকি বন্ধু কর জোরেং। দেহ গেহ সব সন তৃনু তোরেং ॥ 2.70.C6
যখন লক্ষণ এই কথা শুনিলেন, তখন তিনি খুবই দুঃখিত হইয়া শ্রীরামের নিকট দৌড়াইয়া আসিলেন।শ্রীরাম লক্ষণকে করজোড়ে এবং শরীর এবং সংসারের সকল বন্ধন ত্যাগ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিলেন। অতঃপর শ্রীরাম বলিলেন:

270 মৈং বন জাউঁ তুম্হহি লেই সাথা।হোই সবহি বিধি অবধ অনাথা॥ 2.71.C3
271 গুরু পিতু মাতু প্রজা পরিবারু।সব কহুঁ পরই দুসহ দুখ ভারু॥ 2.71.C4
"যদি আমি তোমারে লইয়া যাই, অযোধ্যানগরী অনাথ হইবে। আমাদের গুরু, মাতা, পিতা এবং সম্পূর্ণ পরিবার অত্যন্ত শোকগ্রস্ত হইবে।"

272 উতরু ন আবত প্রেম বস গহে চরন অকুলাই। 2.71.D1
273 নাথ দাসু মৈং স্বামি তুম্হ তজহু ত কাহ বসাই ॥ 2.71.D2
লক্ষণ আবেগের বশীভূত হইয়া বাক্‌রুদ্ধ হইলেন। শ্রীরামের চরণস্পর্শ করিয়া কহিলেন, "হে প্রভু! আপনি আমার স্বামী! আমি আপনার ভৃত্য। আপনি আমাকে ছাড়িয়া দিলে আমার কিছু করার নাই।

274 গুর পিতু মাতু ন জানউঁ কাহূ।কহউঁ সুভাউ নাথ পতিআহূ ॥ 2.72.C4
275 মোরেং সবই এক তুম্হ স্বামী। দীনবন্ধু উর অন্তরজামী॥ 2.72.C6
"হে প্রভু! স্বভাবতঃ আমি আপনাকে ছাড়িয়া আর কাহাকেও জানিনা; এমনকি আমার মাতা,পিতা এবং গুরুকেও না। আপনি দুর্বলের বল,আপনি আমাদের মনে কি চলিতেছে না চলিতেছে সকলই জানেন। আপনি আমার সর্বস্ব।"

276 মাগহু বিদা মাতু সন জাঈ। আবহু বেগি চলহু বন ভাঈ ॥ 2.73.C1
লক্ষণের আকুতি শুনিয়া শ্রীরাম বলিলেন, "যাও, নিজ মাতা হইতে আজ্ঞা লইয়া আস। আমরা সত্বর বনবাসের জন্য যাত্রা করিব।"

277 পূঁছে মাতু মলিন মন দেখী।লখন কহী সব কথা বিসেষী॥ 2.73.C5
278 জৌং পৈ সীয় রামু বন জাহীং। অবধ তুম্হার কাজু কছু নাহিং ॥ 2.74.C4
লক্ষ্মণ নিজ মাতা সুমিত্রার নিকট যাইলেন। তাঁহার রক্তশূন্য মুখ দেখিয়া রানি ইহার কারণ শুধাইলেন। লক্ষ্মণ তাঁহাকে সকল কথা বলিলেন। তাঁহার মাতা কহিলেন, "যখন রাম এবং সীতা বনবাসে যাইতেছেন, তখন তোমার অযোধ্যায় থাকিবার কোনো প্রশ্নই নাই।"

279 বন্দি রাম সিয় চরন সুহাএ।চলে সংগ নৃপমন্দির আএ॥ 2.76.C2
280 সিয় সমেত দোউ তনয় নিহারী।ব্যাকুল ভয়উ ভূমিপতি ভারী॥ 2.76.C8
মাতার নিকট হইতে বিদায় লইয়া লক্ষ্মণ রাম এবং সীতার সুন্দর চরণদুটির বন্দনা করিলেন এবং ওনাদের সঙ্গে মহারাজ দশরথের প্রাসাদে আসিলেন। রাজা দশরথ সীতা এবং নিজ দুই পুত্রকে বনবাসে যাইবার জন্য প্রস্তুত দেখিয়া মর্মাহত হইলেন।

281 নাই সীসু পদ অতি অনুরাগা। উঠি রঘুবীর বিদা তব মাগা ॥ 2.77.C2
282 রামু তুরত মুনি বেষু বনাঈ।চলে জনক জননিহি সিরু নাঈ ॥ 2.79.C8
শ্রীরাম সস্নেহে নিজমস্তক নিজ পিতার চরণে রাখিলেন এবং আশীর্বাদ প্রার্থনা করিলেন। তাঁহারা মুনির বেশ ধারণ করিয়া মাতাপিতার আশীর্বাদ লইয়া গমন করিলেন।

283 সজি বন সাজু সমাজু সবু বনিতা বন্ধু সমেত। 2.79.D1
284 বন্দি বিপ্র গুর চরন প্রভু চলে করি সবহি অচেত ॥ 2.79.D2
অতঃপর বনবাসোপযোগী কিছু সামগ্রী সঙ্গে লইয়া এবং যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইয়া, শ্রীরাম, সীতা এবং লক্ষ্মণকে সঙ্গে করিয়া গুরু বশিষ্ঠ এবং ব্রাহ্মণদের আশীর্বাদ লইয়া সকলকে আশ্চর্যচকিত করিয়া বনবাসের উদ্দেশ্যে গমন করিলেন।

285 সীতা সচিব সহিত দোউ ভাঈ। সৃঙ্গবেরপুর পহুঁচে জাঈ ॥ 2.87.C1
সীতা এবং মন্ত্রী সুমন্ত্রকে সাথে লইয়া দুই ভ্রাতা শ্রীঙ্গবেরপুর পৌঁছাইলেন।

286 য়হ সুধি গুহঁ নিষাদ জব পাঈ। মুদিত লিএ প্রিয় বন্ধু বোলাঈ॥ 2.88.C1
287 নাথ কুসল পদ পঙ্কজ দেখেং। ভয়উঁ ভাগভাজন জন লেখেং ॥ 2.88.C5

নিষাদরাজ গুহ শ্রীরামের পৌঁছানোর সংবাদ পাইলেন, তিনি তখন নিজ বন্ধুদের লইয়া শ্রীরামের সঙ্গে দেখা করিয়া বলিলেন, "হে প্রভু! এইবার আমি ভাগ্যবানদের মধ্যে গন্য হইব। আমি আপনার পাদপদ্মের দর্শন করিয়া নিজেকে ধন্য মনে করি।"

288 লৈ রঘুনাথহি ঠাউঁ দেখাবা। কহেউ রাম সব ভাঁতি সুহাবা ॥ 2.89.C5
তিনি শ্রীরামের থাকিবার জন্য একটি বাসস্থান দেখাইলেন।শ্রীরাম বলিলেন "ইহা অতি সুন্দর স্থান।"

289 বরবস রাম সুমন্ত্রু পঠাএ। সুরসরি তীর আপু তব আএ ॥ 2.100.C2
290 মাগী নাব ন কেবটু আনা। কহই তুম্হার মরমু মৈং জানা ॥ 2.100.C3
শ্রীরাম সুমন্ত্রকে অযোধ্যায় জোর করিয়া ফেরত পাঠাইলেন। তাহার পর তিনি গঙ্গাতীরে যাইয়া মাঝিকে গঙ্গাপার করিবার জন্য নৌকা যাচনা করিলেন। মাঝি নৌকা আনিল না,বলিল, "আমি আপনার গোপন কথা জানিতে পারিয়াছি।"

291 ছুঅত সিলা ভই নারি সুহাঈ।পাহন তেং ন কাঠ কঠিনাঈ॥ 2.100.C5
292 জৌং প্রভু পার অবসি গা চহহূ। মোহি পদ পদুম পখারন কহহূ॥ 2.100.C8
"আপনার চরণধূলি একটি প্রস্তরমূর্তিকে একটি নারীতে পরিবর্তিত করিতে পারে। আমার নৌকা কাষ্ঠ দিয়া নির্মিত। তাহা প্রস্তরের ন্যায় কঠিন নহে। হে প্রভু! আপনি যদি নদী পার করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে আমাকে আপনার চরণকমলযুগল ধুইবার আদেশ দিন যাহাতে চরণধূলি পরিষ্কার করিতে পারি।"

293 কৃপাসিন্ধু বোলে মুসুকাঈ। সোই করু জেংহি তব নাব ন জাঈ ॥ 2.101.C1
294 অতি আনন্দ উমগি অনুরাগা।চরন সরোজ পখারন লাগা॥ 2.101.C7
দয়ার সাগর শ্রীরাম স্মিত হাসিয়া বলিলেন, "হে মাঝি! যাহাতে তোমার নৌকার কিছু ক্ষতি নাহয় সেজন্য যাহা ইচ্ছা তাহাই কর।" মাঝি আনন্দে বিগলিত হইয়া শ্রীরামের পাদপদ্ম ধুইল।

295 পদ পখারি জলু পান করি আপু সহিত পরিবার। 2.101.D1
296 পিতর পারু করি প্রভুহি পুনি মুদিত গয়উ লেই পার ॥2.101.D2

তাহার পর সপরিবারে সেই চরণধোয়া জল পান করিল। ইহার দ্বারা সে নিজ পূর্বপুরুষদের মোক্ষলাভে সাহায্য করিল।অতঃপর সে খুব আনন্দিত হইয়া প্রভু শ্রীরামকে গঙ্গাপার করাইল।

297 কেবট উতরি দন্ডবত কীন্হা।প্রভুহি সকুচ এহি নহিং কছু দীন্হা॥2.102.C2
298 পিয় হিয় কী সিয় জাননিহারী।মনি মুদরী মন মুদিত উতারী॥ 2.102.C3

নৌকা হইতে নামিবার পর মাঝি শ্রীরামকে প্রণাম করিল। শ্রীরাম মাঝিকে কিছু না প্রদান করিবার জন্য বিব্রত বোধ করিতেছিলেন। সীতা সেটি বুঝিতে পারিয়া মাঝিকে নিজ আংটি প্রদান করিলেন।

299 কহেউ কৃপাল লেহি উতরাঈ। কেবট চরন গহে অকুলাঈ ॥ 2.102.C4
300 নাথ আজু মৈং কাহ ন পাবা। মিটে দোষ দুখ দারিদ দাবা ॥ 2.102.C5

যেইক্ষণে শ্রীরাম সেটি মাঝিকে দিতে চাহিলেন, মাঝি অত্যন্ত কুন্ঠার সহিত তাঁহার চরণতলে বসিয়া বলিল, "আজ আমি সর্বস্ব পাইয়াছি। আমার সকল দুঃখ, দারিদ্র্য এবং পাপরূপী অগ্নি নিভিয়া গেল।"

301 বহুত কীন্হ প্রভু লখন সিয়ঁ নহিং কছু কেবটু লেই। 2.102.D1
302 বিদা কীন্হ করুনায়তন ভগতি বিমল বরু দেই ॥ 2.102.D2

রাম, সীতা এবং লক্ষণ তাহাকে শতাধিক বার অনুরোধ করা সত্ত্বেও মাঝি তাহা লইতে রাজি হইল না। রাম তাহার পবিত্র ভক্তির জন্য অনেক আশীর্বাদ করিলেন এবং বিদায় জানাইলেন।

303 তব গনপতি সিব সুমিরি প্রভু নাই সুরসরিহি মাথ। 2.104.D1
304 সখা অনুজ সিয় সহিত বন গবনু কীন্হ রঘুনাথ ॥ 2.104.D2

শ্রীরাম গনেশ ঠাকুর ও শিবঠাকুরের প্রার্থনা করিলেন এবং গঙ্গাদেবীর প্রতি শির নত করিলেন। অতঃপর বন্ধু নিষাদরাজ গুহ, লক্ষণ এবং সীতাকে লইয়া বনের পথে যাত্রা করিলেন।

305 তব প্রভু ভরদ্বাজ পহিং আএ।করত দন্ডবত মুনি উর লাএ॥ 2.106.C7
306 আজু সুফল তপু তীরথ ত্যাগূ।আজু সুফল জপ জোগ বিরাগূ॥ 2.107.C5

কিছুক্ষণ পর শ্রীরাম ঋষি ভরদ্বাজের কাছে পৌঁছাইলেন। যখন তিনি ঋষির চরণধূলি লইতে গেলেন, ঋষি তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, “আজ আমার সমস্ত তপস্যা, তীর্থ, মোক্ষ, প্রার্থনা, ধ্যান এবং বৈরাগ্য ফলপ্রসূ হইল।”

307 সুনি মুনি বচন রামু সকুচানে। ভাব ভগতি আনন্দ অঘানে॥ 2.108.C1
308 সো বড সো সব গুন গন গেহূ। জেহি মুনীস তুম্হ আদর দেহূ॥ 2.108.C3
ইহা শুনিয়া শ্রীরাম লজ্জিত হইলেন; তিনি মুনির ভক্তিশ্রদ্ধা দেখিয়া অভিভূত হইলেন। তিনি বলিলেন, “হে মুনিবর! যাঁহাকে আপনি শ্রদ্ধা করেন, তাঁহাকে সকলেই শ্রদ্ধা করেন এবং তাঁহার মধ্যে সকল মহত্ব আছে।”

309 রাম কীন্হ বিশ্রাম নিসি প্রা ত প্রয়াগ নহাই। 2.108.D1
310 চলে সহিত সিয় লখন জন মুদদিত মুনিহি সিরু নাই॥ 2.108.D2
শ্রীরাম সেইস্থানে একরাত্রি থাকিলেন। পরদিন প্রাতে, তিনি প্রয়াগে স্নান করিলেন এবং ঋষিকে সশ্রদ্ধ অভিবাদন করিয়া সীতা, ভাই লক্ষণ এবং গুহকে লইয়া গমন করিলেন।

311 আগেং রামু লখনু বনে পাছেং। তাপস বেষ বিরাজত কাছেং॥ 2.123.C1
312 উভয় বীচ সিয় সোহতি কৈসেং। ব্রহ্ম জীব বিচ মায়া জৈসেং॥ 2.123.C2
শ্রীরাম লক্ষণকে পিছনে রাখিয়া সম্মুখে প্রস্থান করিতেছিলেন। মুনির বেশ ধারণ করিয়া তাঁহাদের দুই জনকে খুব সুন্দর দেখাইতেছিল। সীতা ওনাদের দুইজনের মধ্যখানে চলিতেছিলেন। তিনি মায়ার ন্যায় ব্রহ্মা এবং জীবের মাঝখানে দীপ্তি বিকিরণ করিতেছিলেন।

313 দেখত বন সর সৈল সুহাএ। বালমীকি আশ্রম প্রভু আএ॥ 2.124.C5
314 দেখি পায় মুনিরায় তুম্হারে। ভএ সুকৃত সব সুফল হমারে॥ 2.126.C1
সুন্দর অরন্য, দিঘি এবং পর্বতদের দেখিতে দেখিতে শ্রীরাম বাল্মীকি মুনির আশ্রমে পৌঁছাইলেন। তিনি বলিলেন, “হে মুনিবর! আপনার চরণদর্শণ করিয়া আমাদের সকল পুন্যকর্ম সফল হইয়াছে।”

315 অব জহঁ রাউর আয়সু হোঈ। মুনি উদবেগু ন পাবৈ কোঈ॥ 2.126.C2
316 অস জিয়ঁ জানি কহিঅ সোই ঠাউঁ। সিয় সৌমিত্রি সহিত জহঁ জাউঁ॥ 2.126.C5

"দয়া করিয়া আমাদের এমন একটি স্থানের নির্দেশ দেন, যেখানে আমি সীতা এবং লক্ষ্মণকে লইয়া মুনিগণের কোনো রকম অসুবিধা না করিয়া অবস্থান করিতে পারি।"

317 পূঁছেহু মোহি কি রহৌং কহঁ মৈং পূঁছত সকুচাউঁ। 2.127.D1
318 জহঁ ন হোহু তহঁ দেহু কহি তুম্হহি দেখাবৌং ঠাউঁ ॥ 2.127.D2

মুনিবর বলিলেন, "হে রাম! আপনি আমাকে এমন একটি স্থান দেখাইতে পারেন যেখানে আপনি বিরাজমান নহেন। প্রথমে আপনি সেরকম একটি স্থান দেখান, তাহার পর আপনাকে আমি দেখাইব কোথায় থাকিবেন।"

319 কাম কোহ মদ মান ন মোহা। লোভ ন ছোভ ন রাগ ন দ্রোহা ॥ 2.130.C1
320 জিন্হ কেং কপট দংভ নহিং মায়া।তিন্হ কেং হৃদয় বসহু রঘুরায়া॥ 2.130.C2

"হে প্রভু! দয়া করিয়া তাঁহাদের হৃদয়ে থাকুন যাঁহারা কাম, ক্রোধ, লোভ, আসক্তি, অহংকার, ছল -কপট, উত্তেজনা, প্রবঞ্চনা ইত্যাদি হইতে মুক্ত।"

321 তুম্হহি ছাড়ি গতি দূসরি নাহীং।রাম বসহু তিন্হ কে মন মাহীং॥ 2.130.C5

"হে প্রভু! যাহার আপনি ব্যতীত কেহ নাই, তাহার সহিত থাকুন।"

322 কহ মুনি সুনহু ভানুকুলনায়ক।আশ্রম কহউঁ সময় সুখদায়ক॥ 2.132.C2
323 চিত্রকূট গিরি করহু নিবাসূ। তহঁ তুম্হার সব ভাঁতি সুপাসূ॥ 2.132.C3

অতঃপর মুনি বাল্মীকি পরামর্শ দিলেন, "হে সূর্যকুলের নায়ক! সময় অনুসারে আপনাকে একটি সুখকর স্থানের বিষয়ে বলিতেছি।দয়া করিয়া চিত্রকূট পর্বতের উপর অবস্থান করুন। সেইখানে আপনি সর্বসুখ লাভ করিবেন।"

324 চিত্রকূট মহিমা অমিত কহী মহামুনি গাই। 2.132.D1
325 আই নহাএ সরিত বর সিয় সমেত দোউ ভাই ॥ 2.132.D2

তিনি চিত্রকূট পর্বতের অসীম গুণগান করিলেন। অতঃপর সীতার সহিত দুই ভ্রাতা সেইখানে পৌঁছাইয়া শ্রেষ্ঠ মন্দাকিনী নদীতে স্নান করিলেন।

326 চিত্রকূট রঘুনংদনু ছাএ। সমাচার সুনি সুনি মুনি আএ॥ 2.134.C5
327 জব তেং আই রহে রঘুনায়কু।তব তেং ভয়উ বনু মঙ্গলদায়কু॥ 2.137.C5

যেহেতু শ্রীরাম চিত্রকূটকে নিজ বাসস্থান বানাইলেন, অনেক ঋষিমুনিরা তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিতে লাগিলেন। শ্রীরামের অধিষ্ঠানে বনভূমি অতীব মঙ্গলদায়ক হইল।

328 কহেউঁ রাম বন গবনু সুহাবা।সুনহু সুমন্ত্র অবধ জিমি আবা॥ 2.142.C4
329 অবধ প্রবেসু কীন্হ অঁধিআরেং। পৈঠ ভবন রথু রাখি দুআরেং ॥ 2.142.C5

কবি তুলসীদাস বলেন, "আমি এতক্ষণ শ্রীরামের সুন্দর অরণ্যযাত্রার কথা বর্ণনা করিলাম। এইবার সুমন্ত্র কি করিয়া অযোধ্যা পৌঁছাইল তাহা শুন। সে রাত্রির অন্ধকারে অযোধ্যায় পৌঁছাইল এবং নিজ রথটি নগরীর বাহিরে ছাড়িয়া খুব সন্তর্পনে প্রাসাদে প্রবেশ করিল।"

330 অতি আরতি সব পূঁছহিং রানী।উতরু ন আব বিকল ভই বানী॥ 2.148.C1
331 জাই সুমন্ত্র দীখ কস রাজা। অমিঅ রহিত জনু চন্দু বিরাজা ॥ 2.148.C4

সকল রাণীগণই খুব দুঃখ সহকারে রামের কুশলবার্তা জানিতে চাহিলেন। কিন্তু সুমন্ত্র কিছুই বলিতে পারিতেছিল না। সে সুধাবিহীন চন্দ্রমার ন্যায় রাজাকে উপবিষ্ট অবস্থায় দেখিল।

332 বিলপত রাউ বিকল বহু ভাঁতী। ভই জুগ সরিস সিরাতি ন রাতী॥ 2.155.C3
333 হা রঘুনন্দন প্রান পিরীতে।তুম্হ বিনু জিঅত বহুত দিন বীতে॥ 2.155.C7

রাজা অত্যন্ত শোকাহত ছিলেন। রাত্রি যেন কাটিতে ছিলনা একটি যুগের ন্যায় মনে হইতেছিল। দুঃখিত রাজা বলিলেন, "প্রিয় রাম, এই প্রকার জীবিত অবস্থায় কতদিন তোমারে না দেখিয়া কাটিয়া গেল।"

334 রাম রাম কহি রাম কহি রাম রাম কহি রাম। 2.155.D1
335 তনু পরিহরি রঘুবর বিরহঁ রাউ গয়উ সুরধাম ॥ 2.155.D2

তিনি রামনাম জপ করিতে করিতে রামের বিচ্ছেদ না সহিতে পারিয়া স্বীয় শরীর ত্যাগ করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন।

336 সোক বিকল সব রোবহিং রানী। রূপু সীলু বলু তেজু বখানী॥ 2.156.C3
337 বিলপহিং বিকল দাস অরু দাসী।ঘর ঘর রুদনু করহিং পুরবাসী॥ 2.156.C5

শোকে মুহ্যমান রানিগণ কাঁদিতে লাগিলেন।তাঁহারা রাজার ধৈর্য পুণ্য, গরিমা এবং সাহসিকতার গুণগান করিতে লাগিলেন। ভৃত্যগণ কাঁদিতে লাগিল। অযোধ্যার প্রতিটি গৃহে শোকগ্রস্ত লোকে কাঁদিতে লাগিল।

338 তেল নাঁব ভরি নৃপ তনু রাখা।দূত বোলাই বহুরি অস ভাষা॥ 2.157.C1
339 ধাবহু বেগি ভরত পহিং জাহূ। নৃপ সুধি কতহুঁ কহহু জনি কাহূ ॥ 2.157.C2
বশিষ্ঠমুনি একটি নৌকায় তেল ভরিয়া তাহাতে রাজার শরীর রাখাইলেন। তাহার পর দূতদের ডাকিয়া বলিলেন, “যাও, শীঘ্র দৌড়াইয়া গিয়া ভরতকে লইয়া আস এবং কাহাকেও রাজার মৃত্যুর বিষয়ে বলিওনা।”

340 অনরথু অবধ অরংভেউ জব তেং।কুসগুন হোহিং ভরত কহুঁ তব তেং॥ 2.157.C5
341 দেখহিং রাতি ভয়ানক সপনা। জাগি করহিং কটু কোটি কলপনা ॥ 2.157.C6
অযোধ্যায় যখন হইতে অনর্থ আরম্ভ হইছে, তখন হইতে ভরত অশুভ সংকেত পাইতেছিলেন। তিনি রাত্রে কেবলই দুঃস্বপ্ন দেখিতেছিলেন এবং দিবসে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত থাকিতেছিলেন।

342 এহি বিধি সোচত ভরত মন ধাবন পহুঁচে আই। 2.157.D1
343 গুর অনুসাসন শ্রবন সুনি চলে গনেসু মনাই ॥ 2.157.D2
ভরত যখন এইসব চিন্তায় মগ্ন,সেইসময় অযোধ্যা হইতে দূতেরা আসিলেন।গুরুর আদেশ শুনিয়া তিনি শ্রীগনেশের পূজা করিয়া সঙ্গে সঙ্গে অযোধ্যা যাত্রা করিলেন।

344 সুনহু ভরত ভাবী প্রবল বিলখি কহেউ মুনিনাথ। 2.171.D1
345 হানি লাভু জীবন মরনু জসু অপজসু বিধি হাথ ॥ 2.171.D2
যখন ভরত অযোধ্যার অবস্থা দেখিলেন,বশিষ্টমুনি তাহাকে বলিলেন,”প্রিয় ভরত! ভাগ্য বড়ই বলবান।লাভ,ক্ষতি,জন্ম,মৃত্যু খ্যাতি এবং অখ্যাতি সবকিছুই বিধাতার হাতে।”

346 ভয়উ ন অহই ন অব হোনিহারা।ভূপ ভরত জস পিতা তুম্হারা॥ 2.173.C6
347 রায়ঁ রাজপদু তুম্হ কহুঁ দীন্হা। পিতা বচনু ফুর চাহিঅ কীন্হা ॥ 2.174.C3
“হে ভরত, তোমার পিতার ন্যায় রাজা একজনও হন নাই, এবং হইবেন না।রাজা তোমাকে রাজ্য দিয়াছেন।তুমি অবশ্যই তাঁহার আদেশ পালন করিবে।”

348 সৌঁপেহু রাজু রাম কে আএঁ। সেবা করেহু সনেহ সুহাএঁ ॥ 2.175.C8
349 কৌসল্যা ধরি ধীরজু কহঈ। পূত পথ্য গুর আয়সু অহঈ ॥ 2.176.C1

যখন শ্রীরাম ফেরৎ আসিবেন, তুমি তাঁহাকে তাঁহার রাজ্য ফেরৎ দিয়া তাঁহার সেবা করিবে। কৌশল্যা অত্যন্ত ধৈর্য সহকারে বলিলেন, "হে পুত্র! গুরুর পরামর্শকে ঔষধের ন্যায় কল্যাণকারী মনে করিবে।"

350 মোহি উপদেসু দীন্হ গুর নীকা। প্রজা সচিব সংমত সবহী কা ॥ 2.177.C1
351 হিত হমার সিয়পতি সেবকাঈং। সো হরি লীন্হ মাতু কুটিলাঈং॥ 2.178.C1

ভরত বলিল, "গুরু আমাকে অত্যন্ত সৎ পরামর্শ দিয়াছেন। সমস্ত রাজ্যবাসী এবং মন্ত্রীগণ ইহাই ভাবিয়াছেন যে শ্রীরামের সেবা করাটাই আমার ধর্ম। যাহা হউক্ আমার মাতা কৈকেয়ীর কুটিলতার জন্য আমি সেই সুযোগ হারাইয়াছি।"

352 জাউঁ রাম পহিং আয়সু দেহূ। একহিং আঁক মোর হিত এহূ ॥ 2.178.C7
353 ভরতহি কহহিং সরাহি সরাহী। রাম প্রেম মূরতি তনু আহী ॥ 2.184.C4

"দয়া করিয়া আমাকে শ্রীরামের কাছে যাইতে আজ্ঞা করুন। আমার মঙ্গল ইহাতেই নিহিত।" সকলে ভরতকে প্রশংসা করিতে শুরু করিলেন যেন তিনি স্বয়ং শ্রীরামের প্রতিমূর্তি।

354 অবসি চলিঅ বন রামু জহঁ ভরত মন্ত্রু ভল কীন্হ। 2.184.D1
355 সোক সিন্ধু বূড়ত সবহি তুম্হ অবলম্বনু দীন্হ ॥ 2.184.D2

সকলে ইহাতে একমত হইলেন যে ভরত সঠিক কথা বলিয়াছেন। "আমাদের সকলের বনে যাওয়া উচিত। আমরা শোকের সাগরে ডুবিয়া যাইতেছিলাম এবং আপনি আমাদের উদ্ধার করিয়াছেন।"

356 সৌঁপি নগর সুচি সেবকনি সাদর সকল চলাই। 2.187.D1
357 সুমিরি রাম সিয় চরন তব চলে ভরত দোউ ভাই ॥ 2.187.D2

ভরত তাঁহার বিশ্বস্ত ভৃত্যদের হস্তে কার্যভার তুলিয়া দিয়া সশ্রদ্ধ ভাবে সকলকে অগ্রে গমন করিতে বলিলেন। শ্রীরাম এবং সীতাকে স্মরণ করিয়া তিনি ভ্রাতা শত্রুঘ্নর সহিত অযোধ্যা ছাড়িলেন।

358 নহিং পদ ত্রান সীস নহিং ছায়া।পেমু নেমু ব্রতু ধরমু অমায়া॥ 2.216.C5
359 এহি বিধি ভরত চলে মগ জাহীং। দসা দেখি মুনি সিদ্ধ সিহাহীং ॥ 2.220.C5

তাঁহার পদযুগল পাদুকাহীন এবং মস্তক অনাবৃত। তাঁহার প্রেম, আত্মনিয়ন্ত্রন, কঠোর সংযম এবং ধার্মিকতা সকল বিষয়ই নিরপেক্ষ ছিল। মুনিগণ এবংঅন্যান্য গুণিজনরা ভরতকে এই প্রকার পথ দিয়া যাইতে দেখিয়া সকলেই ভরতের নিষ্ঠার প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

360 মিলহিং কিরাত কোল বনবাসী।বৈখানস বটু জতী উদাসী॥ 2.224.C4
361 করি প্রনামু পূঁছহিং জেহি তেহী। কেহি বন লখনু রামু বৈদেহী ॥ 2.224.C5
যাত্রাপথে তিনি অনেকের সহিত মিলিত হইলেন--যেমন কোল, বাণপ্রস্থ, ব্রহ্মচারী,বনবাসীগণ, শিষ্যগণ এবং সন্ন্যাসীগণ। ভরত সকলকে অভিবাদন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে শ্রীরাম,লক্ষণ এবং সীতা কোন বনে আছেন।

362 তে প্রভু সমাচার সব কহহীং। ভরতহি দেখি জনম ফলু লহহীং ॥ 2.224.C6
363 ভরত দীখ প্রভু আশ্রমু পাবন।সকল সুমঙ্গল সদনু সুহাবন॥ 2.239.C2
ভরতের সঙ্গে দেখা হইবার জন্য নিজেদের অত্যন্ত সৌভাগ্যবান মনে করিয়া যাহারা যতটুকু রামের বিষয়ে জানিতেন তাঁহারা ভরতকে বলিলেন। কিছুক্ষণ পর ভরত শ্রীরামের সুন্দর সুখকর পবিত্র আশ্রম খুঁজিয়া পাইলেন।

364 পাহি নাথ কহি পাহি গোসাঈং। ভূতল পরে লকুট কী নাঈং ॥ 2.240.C2
365 উঠে রামু সুনি পেম অধীরা। কহুঁ পট কহুঁ নিষঙ্গ ধনু তীরা ॥ 2.240.C8
ভরত বলিলেন, "হে স্বামী! আমাকে রক্ষা করুন।" তিনি রামের সমক্ষে একটি যষ্ঠির ন্যায় ধরণীতলে লুটাইয়া পড়িলেন। ভরতের স্বর শুনিয়া রাম আবেগে আপ্লুত হইলেন। উত্তেজনার কারণে তাঁহার বস্ত্র, শর, ধনু সর্বত্র যত্র তত্র ছিটকাইয়া পড়িল।

366 বরবস লিএ উঠাই উর লাএ কৃপানিধান। 2.240.D1
367 ভরত রাম কী মিলনি লখি বিসরে সবহি অপান॥ 2.240.D2
তিনি বল প্রয়োগ করিয়া ভরতকে উঠাইলেন এবং আলিঙ্গন করিলেন।রাম এবং ভরতের এই আবেগপ্রবণ মিলন দেখিয়া সকলেই অভিভূত হইলেন।

368 তব মুনি বোলে ভরত সন সব সঙ্কোচু তজি তাত। 2.259.D1
369 কৃপাসিন্ধু প্রিয় বন্ধু সন কহহু হৃদয় কৈ বাত ॥ 2.259.D2

বশিষ্ঠমুনি কহিলেন,"হে ভরত! কোনো রকম ইতস্তত না করিয়া কৃপার সাগর প্রিয় বন্ধুকে নিজ হৃদয়ের ইচ্ছার কথা বল।"

370 দেব এক বিনতী সুনি মোরী।উচিত হোই তস করব বহোরী॥ 2.268.C7
371 তিলক সমাজু সাজি সবু আনা।করিঅ সুফল প্রভু জৌং মনু মানা॥ 2.268.C8
ভরত বলিলেন, "হে প্রভু! দয়া করিয়া প্রথমে আমার অনুরোধটি শুনুন অতঃপর যেমনটি মনে করিবেন তাহাই করিবেন। আমি আপনার রাজ্যাভিষেকের জন্য সকল তৈয়ারী করিয়া রাখিয়াছি। দয়া করিয়া আমার অনুরোধ রক্ষা করুন।"

372 নাথ ভরতু পুরজন মহতারী। সোক বিকল বনবাস দুখারী॥ 2.290.C4
373 উচিত হোই সোই কীজিঅ নাথা। হিত সবহী কর রৌরেং হাথা॥ 2.290.C6
শ্রীরাম বশিষ্ঠ মুনিকে বলিলেন, "হে প্রভু! ভরত, মাতাগণ এবং সকল অযোধ্যাবাসীগণ খুবই দুঃখিত। দয়া করিয়া যাহা আমাদের সকলের জন্য শুভ এবং যথার্থ তাহাই করুন।"

374 বিদ্যমান আপুনি মিথিলেসূ। মোর কহব সব ভাঁতি ভদেসূ ॥ 2.296.C7
375 রাউর রায় রজায়সু হোঈ। রাউরি সপথ সহী সির সোঈ ॥ 2.296.C8
"আপনার এবং রাজা জনকের সম্মুখে আমার কোনো কিছু বলা ঠিক হইবে না। আপনি যাহা বলিবেন তাহাই শিরোধার্য।"

376 রাম সপথ সুনি মুনি জনকু সকুচে সভা সমেত। 2.296.D1
377 সকল বিলোকত ভরত মুখু বনই ন ঊতরু দেত ॥ 2.296.D2
রামের প্রতিজ্ঞার কথা শুনিয়া বশিষ্ঠমুনি, রাজা জনক এবং সমস্ত সভাসদগণ চমৎকৃত হইলেন। সকলে কিছু উত্তর খুঁজিয়া না পাইয়া কেবলমাত্র ভরতের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

378 সভা সকুচ বস ভরত নিহারী।রাম বন্ধু ধরি ধীরজু ভারী॥ 2.297.C1
379 করি প্রনামু সব কহঁ কর জোরে। রামু রাউ গুর সাধু নিহোরে॥ 2.297.C5
সকলকে বাক্ রুদ্ধ হইতে দেখিয়া ভরত অত্যন্ত বুদ্ধিমানের ন্যায় ব্যবহার করিলেন।তিনি প্রথমে শ্রীরাম, জনক, গুরু এবং মুনিগণকে অভিবাদন করিলেন।অতঃপর শ্রীরামকে অনুরোধ করিলেন,

380 প্রভু পিতু বচন মোহ বস পেলী। আয়উঁ ইহাঁ সমাজু সকেলী ॥ 2.298.C5
381 সোক সনেহঁ কি বাল সুভাএঁ। আয়উঁ লাই রজায়সু বাএঁ ॥ 2.300.C1

"আমি যে আমাদের পিতার আদেশ অবজ্ঞা করিয়া অযোধ্যাবাসীগণের সঙ্গে এইস্থানে আসিয়াছি ইহা শুধুই মাত্র ভ্রান্তিবশতঃ।আমি এইস্থানে রাজার আদেশ অমান্য করিয়া শোকতপ্ত হইয়া, স্নেহে অন্ধ হইয়া বালসুলভ চিন্তাধারার দ্বারা চালিত হইয়া চলিয়া আসিয়াছি।"

382 তবহুঁ কৃপাল হেরি নিজ ওরা। সবহি ভাঁতি ভল মানেউ মোরা॥ 2.300.C2
383 কৃপাসিন্ধু সনমানি সুবানী। বৈঠাএ সমীপ গহি পানী॥ 2.301.C7

"হে কৃপাময়! নিজ প্রতি চাহিয়া আপনি সর্বসময় আমার মঙ্গল চাহিয়াছেন।" শ্রীরাম সস্নেহে ভরতকে তাহার হস্ত ধরিয়া নিজ পার্শ্বে বসাইলেন।

384 করম বচন মানস বিমল তুম্হ সমান তুম্হ তাত। 2.304.D1
385 গুর সমাজ লঘু বন্ধু গুন কুসময়ঁ কিমি কহি জাত ॥ 2.304.D2

প্রভু বলিলেন, "হে প্রিয়! তুমি তোমারই ন্যায় তোমার সকল কার্যে এবং কর্মে অসামান্য; তুমি একটি অত্যন্ত পবিত্র হৃদয়ের অধিকারী। এই অসময়ে এবং সকল গুণীজনদের সম্মুখে আমি কি করিয়া আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতার প্রশংসা করি?"

386 তুম্হহি বিদিত সবহী কর করমূ। আপন মোর পরম হিত ধরমূ ॥ 2.305.C3
387 সো তুম্হ করহু করাবহু মোহূ।তাত তরনিকুল পালক হোহূ॥ 2.306.C3

"প্রিয় ভরত! তুমি ভালো করিয়া জান আমার এবং তোমার পরম হিতকারী ধর্ম কি। তোমাকে যাহা আদেশ করা হইতেছে তাহাই কর এবং আমাকেও তাহাই করিতে দাও। আমাদের সূর্যকুল রাজবংশকে রক্ষা কর।"

388 সো বিচারি সহি সঙ্কটু ভারী।করহু প্রজা পরিবারু সুখারী॥ 2.306.C5
389 জানি তুম্হহি মৃদু কহউঁ কঠোরা।কুসময়ঁ তাত ন অনুচিত মোরা॥ 2.306.C7

"এই বিষয়ে চিন্তা করিয়া এই অসহ্য দুঃখকে বরণ কর এবং নিজ পরিবারকে এবং অযোধ্যা বাসীদের সুখী কর। হে প্রিয়! আমি জানি তুমি কত সুকোমল; তাহা সত্ত্বেও আমি এই কঠিন বিচ্ছেদের কথা বলিতেছি। বিপদের সময় এই প্রকারের ঘটনা ঘটিয়া থাকে। আমি কিছু অস্বাভাবিক কথা বলিতেছিনা।"

390 হোহিং কুঠায়ঁ সুবন্ধু সহাএ । ওড়িঅহিং হাথ অসনিহু কে ঘাএ ॥ 2.306.C8
391 পিতু আয়সু পালিহিং দুহু ভাঈং । লোক বেদ ভল ভূপ ভলাইং ॥ 2.315.C4
"কেবল সুযোগ্য ভ্রাতারা দুঃসময়ে সাহায্যর জন্য হাত বাড়াইয়া থাকেন। কেবল নিজ বাহু দ্বারা যেকেহই বজ্রপাত রোধ করিতে পারেন। আমাদের পক্ষে ইহাই উচিত যে আমরা আমাদের পিতার আদেশ পালন করি। ইহাতেই বেদ, রাজপরিবারের সাংসারিক রীতিনীতি এবং সম্মান নির্ভর করে।"

392 অস বিচারি সব সোচ বিহাঈ। পালহু অবধ অবধি ভরি জাঈ ॥ 2.315.C6
393 বন্ধু প্রবোধু কীন্হ বহু ভাঁতী। বিনু অধার মন তোষু ন সাঁতী ॥ 2.316.C2
"অন্যান্য কথা ভুলিয়া যাও এবং ইহাই মনে রাখিও যে যতক্ষন আমার বনবাস না শেষ হইতেছে তোমাকে অযোধ্যাবাসীদের রক্ষা করিতে হইবে।" শ্রীরাম অনেক প্রকারে ভ্রাতাকে বুঝাইলেন। যাহা হউক ভরত ইহার দ্বারা না শান্তি পাইলেন, না সন্তুষ্ট হইলেন।

394 প্রভু করি কৃপা পাঁবরীং দীন্হীং।সাদর ভরত সীস ধরি লীন্হীং॥ 2.316.C4
395 ভরত মুদিত অবলম্ব লহে তেং। অস সুখ জস সিয় রামু রহে তেং॥ 2.316.C8
শ্রীরাম দয়া করিয়া নিজ পাদুকাজোড়া তাহাকে প্রদান করিলেন। শ্রদ্ধা সহকারে সেগুলি ভরত নিজ মস্তকের উপর রাখিলেন। তিনি সাহায্যের এই প্রতীক পাইয়া নিজেকে ধন্য মনে করিলেন। তাঁহার মনে হইল রামসীতা দুজনেই তাঁহার সাথে আছেন।

396 লখনহি ভেংটি প্রনামু করি সির ধরি সিয় পদ ধূরি। 2.318.D1
397 চলে সপ্রেম অসীস সুনি সকল সুমঙ্গল মূরি ॥ 2.318.D2
তিনি লক্ষণের সহিত দেখা করিয়া শ্রীরাম, লক্ষণ এবং সীতাকে প্রণাম করিলেন। অতঃপর সমস্ত মঙ্গলের মূল তাঁহাদের আশীর্বাদ লইয়া অযোধ্যা গমন করিলেন।

398 হৃদয়ঁ রামু সিয় লখন সমেতা।চলে জাহিং সব লোগ অচেতা॥ 2.320.C7
399 প্রভু গুন গ্রাম গনত মন মাহীং।সব চুপচাপ চলে মগ জাহীং॥ 2.322.C2
সকলে অত্যন্ত বিমর্ষ হইয়া রাম সীতা এবং লক্ষণকে হৃদয়ে নিহিত করিয়া অযোধ্যা গমন করিলেন।তাঁহারা নিঃশব্দে হৃদয়ের ভিতর রামের গুণগান করিতে করিতে চলিলেন।

400 সচিব সুসেবক ভরত প্রবোধে। নিজ নিজ কাজ পাই পাই সিখ ওধে॥ 2.323.C1
401 নন্দিগাবঁ করি পরন কুটীরা। কীন্হ নিবাসু ধরম ধুব ধীরা॥ 2.324.C2
যখন তাঁহারা অযোধ্যা পৌঁছাইলেন, ভরত সকল মন্ত্রীগণকে এবং ভৃত্যদের তাঁহাদের নিজ নিজ কার্য বুঝাইলেন। তাহারা নির্দেশ পালন করিয়া আপন-আপন কার্যে রত হইল। ভরত অত্যন্ত ধার্মিক প্রকৃতির ছিলেন। তিনি অযোধ্যা নগরীর বাহিরে নন্দীগ্রামে একটি পর্ণকুটির নির্মাণ করিয়া সেইস্থানে থাকিতে লাগিলেন।

402 নিত পূজত প্রভু পাঁবরী প্রীতি ন হৃদয়ঁ সমাতি । 2.325.D1
403 মাগি মাগি আয়সু করত রাজ কাজ বহু ভাঁতি ॥ 2.325.D2
তিনি অতীব যত্ন এবং শ্রদ্ধা সহকারে শ্রীরামের পাদুকাযুগলকে প্রত্যহ পূজা করিতে লাগিলেন। তাঁহার হৃদয়ে শ্রীরামের জন্য প্রীতির কূলকিনারা ছিল না। শ্রীরামের পাদুকাযুগল হইতে আজ্ঞা লইয়া তিনি প্রত্যহ রাজকার্য শুরু করিতেন।

404 ভরত চরিত করি নেমু তুলসী জো সাদর সুনহিং। 2.326.S1
405 সীয় রাম পদ পেমু অবসি হোই ভব রস বিরতি ॥ 2.326.S2
তুলসীদাস বলেন, “যেকেহ ভরতের গুণগান নিয়মিত ভাবে এবং সানন্দে শুনিবে, সে অবশ্যই শ্রীরাম এবং সীতার চরণে স্থান পাইবে। তাহারা সমস্ত সাংসারিক মোহমায়া হইতে মুক্ত হইবে।”

অরণ্যকাণ্ড

406 রঘুপতি চিত্রকূট বসি নানা। চরিত কিএ শ্রুতি সুধা সমানা ॥ 3.3.C1

চিত্রকূটে শ্রীরাম বেশ কিছু অতীব সুন্দর কার্য্য করিলেন যাহার চরিত্র সুধার ন্যায় মধুর ছিল।

407 বহুরি রাম অস মন অনুমানা।হোইহি ভীর সবহিং মোহি জানা॥ 3.3.C2
408 সকল মুনিন্হ সন বিদা করাঈ।সীতা সহিত চলে দ্বৌ ভাঈ॥ 3.3.C3

কিছু কাল পর রাম বুঝিতে পারিলেন যে সাধারণ জনতা তাঁহার পরিচয় জানিতে পারিয়াছে এবং ইহার জন্য বেশি লোকের সমাগম হইতে পারে। সেইজন্য তাঁহারা দুই ভ্রাতা ঋষির নিকট হইতে বিদায় লইয়া সীতার সহিত যাত্রা করিলেন।

409 অত্রি কে আশ্রম জব প্রভু গয়ঊ। সুনত মহামুনি হরষিত ভয়ঊ॥ 3.3.C4
410 অনুসুইয়া কে পদ গহি সীতা।মিলী বহোরি সুসীল বিনীতা॥ 3.5.C1

যখন শ্রীরাম অত্রিঋষির আশ্রমে পৌঁছাইলেন, ঋষি খুব প্রীত হইলেন। পরিমার্জিত সীতা ঋষিপত্নী অনসূয়ার চরণ স্পর্শ করিলেন।

411 দিব্য বসন ভূষন পহিরাএ। জে নিত নূতন অমল সুহাএ ॥ 3.5.C3
412 কহ রিষিবধূ সরস মৃদু বানী। নারিধর্ম কছু ব্যাজ বখানী ॥3.5.C4

অনসূয়া তাঁহাকে দিব্য বস্ত্র এবং অলংকার প্রদান করিলেন যেগুলি সর্বসময় নূতন, সুন্দর এবং পরিষ্কার থাকিবে। তাহার পর ঋষিপত্নী মধুর স্বরে একটি সুযোগ্য পত্নীর কয়েকটি কর্তব্যের কথা তাঁহাকে বলিলেন।

413 সুনু সীতা তব নাম সুমিরি নারি পতিব্রত করহিং। 3.5b.S1
414 তোহি প্রানপ্রিয় রাম কহিউঁ কথা সংসার হিত ॥ 3.5b.S2

হে সীতা! শুন! সকল নারীগণ তাঁহাদের স্বামীর প্রতি সর্ব কর্তব্য কেবলমাত্র তোমার নাম স্মরণ করিয়া করিবেন। তিনি তোমার প্রাণ হইতেও প্রিয়। সমস্ত বিশ্বের কল্যাণের জন্য আমি তোমাকে একটি সুযোগ্য পত্নীর কর্তব্যের বিষয় বলিয়াছি।

415 মুনি পদ কমল নাই করি সীসা। চলে বনহি সুর নর মুনি ঈসা॥ 3.7.C1
অতঃপর ঋষির পদধূলি লইয়া, শ্রীরাম যিনি দেবতা, ঋষিগণ এবং মানবদের স্বামী, অরণ্য হইতে বাহির হইলেন।

416 মিলা অসুর বিরাধ মগ জাতা। আবতহীং রঘুবীর নিপাতা ॥ 3.7.C6
417 পুনি রঘুনাথ চলে বন আগে। মুনিবর বৃন্দ বিপুল সঙ্গ লাগে ॥ 3.9.C5
যাত্রাপথে শ্রীরামের সহিত বিরাধ রাক্ষসের দেখা হইল যাহাকে তিনি তৎক্ষনাৎ বধ করিলেন। অতঃপর তিনি বনপথে যখন অগ্রসর হইলেন, বহু ঋষিমুনি তাঁহার সঙ্গ লইলেন।

418 অস্থি সমূহ দেখি রঘুরায়া। পূছী মুনিন্হ লাগি অতি দায়া॥ 3.9.C6
419 নিসিচর নিকর সকল মুনি খাএ। সুনি রঘুবীর নয়ন জল ছাএ ॥ 3.9.C8
শ্রীরাম যাত্রাপথে পর্বতাকার বহু অস্থির সংগ্রহ দেখিলেন এবংদয়াপরবশ হইয়া ঋষিদের নিকট ঐ বিষয়ে জানিতে চাহিলেন। ঋষিরা বলিলেন রাক্ষসগণ অনেক মুনিদের ভক্ষণ করিয়াছেন। ঋষিদের নিকট ইহা শুনিয়া তাঁহার দুই নয়ন অশ্রু-সিক্ত হইল।

420 নিসিচর হীন করউঁ মহি ভুজ উঠাই পন কীন্হ। 3.9.D1
421 সকল মুনিন্হ কে আশ্রমন্হি জাই জাই সুখ দীন্হ ॥ 3.9.D2
তিনি নিজ বাহু তুলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন "আমি পৃথিবীর সমস্ত রাক্ষসগণকে বধ করিব।" তিনি তাহার পর মুনিদের আশ্রমে গিয়া তাঁহাদের সুখ প্রদান করিলেন।

422 মুনি অগস্তি কর সিষ্য সুজানা।নাম সুতীছন রতি ভগবানা॥ 3.10.C1
423 মন ক্রম বচন রাম পদ সেবক। সপনেহুঁ আন ভরোস ন দেবক ॥ 3.10.C2
ঋষি অগস্ত্যর সুতীক্ষ নামে একটি শিষ্য ছিল যে রামের পরম ভক্ত ছিল। সে তাহার মননে, কার্যে এবং কর্মে শ্রীরামের ভৃত্য ছিল। স্বপনেও সে অন্য দেবতার কথা চিন্তা করিতে পারিত না।

424 কহ মুনি প্রভু সুনু বিনতী মোরী।অস্তুতি করৌং কবন বিধি তোরী॥ 3.11.C1
425 জো কোসলপতি রাজিব নয়না।করউ সো রাম হৃদয় মম অয়না॥ 3.11.C20

সুতীক্ষ্ণ বলিল, "হে প্রভু! আমার অনুরোধ শ্রবণ করেন। আমি আপনার গুণগান কি করিয়া করিব? হে কোশলরাজ! হে পদ্মলোচন! দয়া করিয়া আমার হৃদয়ে বসবাস করেন।"

426 অনুজ জানকী সহিত প্রভু চাপ বান ধর রাম। 3.11.D1
427 মম হিয় গগন ইন্দু ইব বসহু সদা নিহকাম ॥ 3.11.D2

"হে প্রভু! হৃদয়রূপী আকাশে চন্দ্রমার ন্যায় স্থির হইয়া ভ্রাতা লক্ষ্মণ এবং মাতা সীতার সহিত নিজ তীরধনুক লইয়া সর্বদা আমার হৃদয়ে বিরাজ করেন।"

428 এবমস্তু করি রমানিবাসা। হরষি চলে কুম্ভজ রিষি পাসা ॥ 3.12.C1

শ্রীরাম বলিলেন, "তাহাই হউক।" তাহার পর তিনি প্রসন্ন হইয়া অগস্ত্যমুনির সঙ্গে দেখা করিতে গমন করিলেন ।

429 অব সো মন্ত্র দেহু প্রভু মোহী। জেহি প্রকার মারৌং মুনিদ্রোহী॥ 3.13.C3
430 মুনি মুসুকানে সুনি প্রভু বানী। পূছেহু নাথ মোহি কা জানী॥ 3.13.C4

তিনি মুনিবরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দয়া করিয়া বলুন যে রাক্ষসগণ ঋষিদের বিরক্ত করিতেছে তাহাদের কি করিয়া সংহার করিব।" ঋষি হাসিয়া বলিলেন, "হে প্রভু! আপনি কি মনে করিয়া আমাকে এই প্রশ্ন করিলেন?"

431 তে তুম্হ সকল লোকপতি সাঈং। পূঁছেহু মোহি মনুজ কী নাঈং॥ 3.13.C9
432 সন্তত দাসন্হ দেহু বড়াঈ। তাতেং মোহি পূঁছেহু রঘুরাঈ॥ 3.13.C14

"হে রাম! আপনি এই সমগ্র পৃথিবীর রাজা, কিন্তু আপনি আমাকে এমনভাবে জিজ্ঞাসা করিতেছেন যেন আপনি একটি সাধারণ মনুষ্য। আপনি সর্বসময় নিজ ভৃত্যদের গৌরবান্বিত করিয়া থাকেন; সেইজন্যই বোধহয় আমাকে এই প্রশ্ন করিতেছেন!"

433 হৈ প্রভু পরম মনোহর ঠাঊঁ। পাবন পঞ্চবটী তেহি নাঊঁ ॥ 3.13.C15
434 দন্ডক বন পুনীত প্রভু করহূ। উগ্র সাপ মুনিবর কর হরহূ ॥ 3.13.C16

"হে প্রভু, এখানে দন্ডকারণ্যে পঞ্চবটি নামের একটি অতীব সুন্দর স্থান আছে। দয়া করিয়া এই অরণ্যকে গৌতম মুনির অভিশাপ হইতে মুক্ত করিয়া পবিত্র করুন।"

435 বাস করহু তহঁ রঘুকুল রায়া। কীজে সকল মুনিন্হ পর দায়া॥ 3.13.C17
436 চলে রাম মুনি আয়সু পাঈ। তুরতহিং পঞ্চবটী নিঅরাঈ ॥ 3.13.C18

"হে রঘুকুলের স্বামী! আপনি দয়া করিয়া পঞ্চবটিতে থাকিয়া সকল মুনিদের উপর কৃপাকরুন।" শ্রীরাম তৎক্ষনাৎ মুনির পরামর্শানুসারে পঞ্চবটিতে গমন করিলেন।

437 গীধরাজ সৈংভেঁটভই বহু বিধি প্রীতি বঢ়াই । 3.13.D1
438 গোদাবরী নিকট প্রভু রহে পরন গৃহ ছাই ॥ 3.13.D2

সেখানে তিনি শকুনিদের রাজা জটায়ুর সহিত মিলিত হইলেন। তাহার সহিত সুখে আলাপন করিয়া গোদাবরী নদীর তীরে পর্ণকুটির নির্মাণ করিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

439 সূপনখা রাবন কৈ বহিনী। দুষ্ট হৃদয় দারুন জস অহিনী ॥ 3.17.C3
440 পঞ্চবটী সো গই এক বারা। দেখি বিকল ভই জুগল কুমারা ॥ 3.17.C4

শূর্পনখা নামে রাক্ষস রাবণের একটি ভগিনী ছিল। সে সর্পের ন্যায় বিষধারিণী এবং কুটিল ছিল। একদিন সে পঞ্চবটিতে সুন্দর দুই ভ্রাতাকে দেখিয়া তাহাদের প্রতি আকৃষ্ট বোধ করিল।

441 রুচির রুপ ধরি প্রভু পহিং জাঈ। বোলী বচন বহুত মুসুকাঈ॥ 3.17.C7
442 তুম্হ সম পুরুষ ন মো সম নারী। য়হ সঁজোগবিধি রচা বিচারী॥ 3.17.C8

সে একটি সুন্দর রমণীর বেশ ধরিয়া রামের সমক্ষে প্রকট হইল। সে হাসিয়া বলিল, "আপনার ন্যায় সুপুরুষ দুর্লভ, এবং আমার মত সুন্দরীও কোথাও পাইবেন না। বিধির বিধান মত আমরা একে অপরের পরিপূরক।"

443 সীতহি চিতই কহী প্রভু বাতা। অহই কুআর মোর লঘু ভ্রাতা॥ 3.17.C11

শ্রীরাম সীতার দিকে তাকাইয়া বলিলেন "আমি বিবাহিত। কিন্তু আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা এই অরণ্যে একা আছেন।"

444 গই লছিমন রিপু ভগিনী জানী। প্রভু বিলোকি বোলে মৃদু বানী॥ 3.17.C12
445 সুন্দরি সুনু মৈং উন্হ কর দাসা। পরাধীন নহিং তোর সুপাসা॥ 3.17.C13

সে তখন লক্ষণের নিকট যাইল। লক্ষণ তাহাকে শত্রু রাবণের ভগিনীরূপে চিনিতে পারিলেন। তিনি রামের দিকে তাকাইয়া খুব নম্রস্বরে বলিলেন, "হে

সুন্দরী রমণী! আমি শ্রীরামের ভৃত্য।আমাকে বিবাহ করিয়া আপনি সুখী হইবেন না।”

446 পুনি ফিরি রাম নিকট সো আঈ। প্রভু লছিমন পহিং বহুরি পঠাঈ॥ 3.17.C17
447 লছিমন কহা তোহি সো বরঈ। জো তৃন তোরি লাজ পরিহরঈ ॥ 3.17.C18
সে আবার শ্রীরামের নিকট যাইল, কিন্তু তিনি তাহাকে আবার লক্ষণের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। তখন লক্ষণ বলিলেন, “কেবলমাত্র একজন পুরুষ যে লজ্জাকে তৃণের সম খন্ডখন্ড করিয়াছে সেই আপনাকে বিবাহ করিতে পারে।”

448 তব খিসিআনি রাম পহিং গঈ। রূপ ভয়ঙ্কর প্রগটত ভঈ ॥ 3.17.C19
449 সীতহি সভয় দেখি রঘুরাঈ। কহা অনুজ সন সয়ন বুঝাঈ ॥ 3.17.C20
শূর্পনখা রাগিয়া গিয়া এইবার নিজমূর্তি ধরিল। শ্রীরাম দেখিলেন সীতা অত্যন্ত ভীত হইয়াছেন। তিনি লক্ষণকে ঈঙ্গিত করিলেন।

450 লছিমন অতি লাঘবঁ সো নাক কান বিনু কীন্হি। 3.17.D1
451 তাকে কর রাবন কহঁ মনৌ চুনৌতী দীন্হি ॥ 3.17.D2
লক্ষণ তৎক্ষণাৎ শূর্পনখার নাক এবং কান কাটিয়া ফেলিলেন। ইহা করিয়া তিনি রাবণকে যেন একটি সতর্কবার্তা পাঠাইলেন।

452 নাক কান বিনু ভই বিকরারা।জনু স্রব সৈল গেরু কৈ ধারা॥ 3.18.C1
453 খর দূষন পহিং গই বিলপাতা। ধিগ ধিগ তব পৌরুষ বল ভ্রাতা॥ 3.18.C2
নাক কান রহিত শূর্পনখা অতি বীভৎস লাগিতেছিল। তাহার শরীর হইতে এইরূপ রক্তপাত হইতেছিল, যেন কালো পর্বত হইতে গেরুর ধারা প্রবাহিত হইতেছিল। কাঁদিতে কাঁদিতে সে নিজ দুই ভ্রাতা, খর এবং দূষণের নিকট যাইয়া বলিল, “তোমাদের সাহস এবং পরাক্রম নিপাত যাউক।”

454 তেহিং পূছা সব কহেসি বুঝাঈ। জাতুধান সুনি সেন বনাঈ ॥ 3.18.C3
455 ধূরি পূরি নভ মন্ডল রহা। রাম বোলাই অনুজ সন কহা ॥ 3.18.C10
তাহাকে সকল কথা জিজ্ঞাসা করা হইলে সে সমস্ত কিছু বর্ণনা করিল। তাহার সকল দুঃখের কথা শুনিয়া তাহারা সেনাবাহিনী লইয়া রামের উদ্দেশ্যে চলিল। সমগ্র আকাশ ধূলায় ভরিয়া গেল। তখন শ্রীরাম লক্ষণকে বলিলেন,

456 লৈ জানকিহি জাহু গিরি কন্দর। আবা নিসিচর কটকু ভয়ঙ্কর॥ 3.18.C11
457 দেখি রাম রিপুদল চলি আবা।বিহসি কঠিন কোদন্ড চঢ়াবা॥ 3.18.C13
"রাক্ষস কুলের বিরাট সেনাবাহিনী আসিতেছে। তুমি সীতাকে লইয়া পাহাড়ের একটি গুহার মধ্যে লুকাইয়া রাখ।" যখন শ্রীরাম সেনাবাহিনীকে নিজ দিকে আসিতে দেখিলেন, তখন একটু হাসিয়া নিজ ধনুটি তুলিয়া লইলেন।

458 রাম রাম কহি তনু তজহিং পাবহিং পদ নির্বান। 3.20a.D1
459 করি উপায় রিপু মারে ছন মহুঁ কৃপানিধান ॥ 3.20a.D2
রাক্ষসগণ রামনাম জপিতে জপিতে এই পৃথিবী হইতে বিদায় লইল এবং রামনাম জপ করিবার হেতু মোক্ষ লাভ করিল। রাম অতি শীঘ্র শত্রুদের বিনাশ করিলেন।

460 ধুআঁ দেখি খরদূষন কেরা। জাই সুপনখাঁ রাবন প্রেরা॥ 3.21.C5
461 বোলি বচন ক্রোধ করি ভারী। দেস কোস কৈ সুরতি বিসারী॥ 3.21.C6
খর এবং দূষণের বিনাশ দেখিয়া শূর্পনখা রাবণের কাছে যাইয়া তাহাকে রামের বিপক্ষে উসকানি দিতে লাগিল। সে রাগিয়া বলিল, "মনে হইতেছে আপনি আপনার দেশ এবং দেশের উন্নতির জন্য কিছুই করিতে চাহেন না।"

462 কহ লঙ্কেস কহসি নিজ বাতা। কেইং তব নাসা কান নিপাতা॥ 3.22.C2
463 অবধ নৃপতি দসরথ কে জাএ।পুরুষ সিংঘ বন খেলন আএ॥ 3.22.C3
রাবণ জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার কথা বল, কে তোমার নাক কান কাটিয়া এই অবস্থা করিল?" শূর্পনখা বলিল, "অযোধ্যার রাজা দশরথের, পুরুষসিংহ দুই পুত্র, এই অরণ্যে শিকার করিতে আসিয়াছে।"

464 সোভা ধাম রাম অস নামা।তিন্হ কে সঙ্গ নারি এক স্যামা॥ 3.22.C8
465 তাসু অনুজ কাটে শ্রুতি নাসা।সুনি তব ভগিনি করহিং পরিহাসা॥ 3.22.C10
"তাহাদের মধ্যে একজন অত্যন্ত সুপুরুষ যাহার নাম রাম। তাহার সহিত একটি অতি সুন্দরী রমণী আছে। তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষ্মণ আমার নাক কান কাটিয়া দিয়াছে। সে যখন শুনিল যে আমি আপনার ভগিনী, সে তখন আমার বিষয়ে খুব রসিকতা করিল।"

466 সুপনখহি সমুঝাই করি বল বোলেসি বহু ভাঁতি। 3.22.D1
467 গয়উ ভবন অতি সোচবস নীদ পরই নহিং রাতি ॥ 3.22.D2

রাবণ শূর্পনখাকে নিজ শক্তির বিষয়ে পরিচয় দিয়া শূর্পনখাকে সান্ত্বনা দিল এবং নিজ প্রাসাদের দিকে রওনা হইল। চিন্তাগ্রস্ত হইয়া সে সমস্ত রাত্রি ঘুমাইতে পারিল না।

468 সুর রঞ্জন ভঞ্জন মহি ভারা।জৌং ভগবন্ত লীন্হ অবতারা॥ 3.23.C3
469 তৌ মৈং জাই বৈরু হঠি করঊঁ। প্রভু সর প্রান তজেং ভব তরঊঁ॥ 3.23.C4
সে ভাবিতে লাগিল, "যে প্রভু দেবতাদের সুখ প্রদান করেন এবং পৃথিবীর সমস্ত দুঃখ দূর করেন, তিনি নিশ্চয় এতদিনে অবতাররূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। আমি অবশ্যই তাঁহার শত্রু হইব এবং এই নশ্বর পৃথিবীতে না বাঁচিয়া থাকিয়া তাঁহার শর দ্বারা বিদ্ধ হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিব।"

470 ইহাঁ রাম জসি জুগুতি বনাঈ। সুনহু উমা সো কথা সুহাঈ ॥ 3.23.C8
প্রভু শিব বলিলেন, "হে উমা(পার্বতীর আর একটি নাম)! এইবার শ্রীরাম একটি পরিকল্পনা করিলেন। এখন এই সুন্দর কাহিনিটি শুন।"

471 সুনহু প্রিয়া ব্রত রুচির সুসীলা। মৈং কছু করবি ললিত নরলীলা॥ 3.24.C1
472 তুম্হ পাবক মহুঁ করহু নিবাসা।জৌ লগি করৌং নিসাচর নাসা॥ 3.24.C2
শ্রীরাম সীতাকে বলিলেন, "হে প্রিয়ে! তুমি পতিব্রতা এবং অত্যন্ত পুণ্যবতী। এইবার আমি একটি মানব-সমীচীন কার্য করিতে যাইতেছি। যতক্ষণ না আমি সমস্ত রাক্ষসকুলকে ধ্বংস করি, তুমি অগ্নির মধ্যে অবস্থান কর।"

473 জবহিং রাম সব কহা বখানী।প্রভু পদ ধরি হিয়ঁ অনল সমানী॥3.24.C3
474 নিজ প্রতিবিংব রাখি তহঁ সীতা।তৈসই সীল রুপ সুবিনীতা॥ 3.24.C4
যখন শ্রীরাম নিজ পরিকল্পনা বিশদভাবে জানাইলেন, সীতা নিজ হৃদয়ের ভিতর শ্রীরামের চরণকমলটি গচ্ছিত রাখিয়া অগ্নির মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তিনি তাঁহার প্রতিমূর্তি যাহা শীলতা,রূপ এবং বিনম্রতা য় তাঁহার ই ন্যায় ছিল অগ্নির বাহিরে রাখিলেন।

475 দসমুখ গয়উ জহাঁ মারীচা। নাই মাথ স্বারথ রত নীচা॥ 3.24.C6
476 হোহু কপট মৃগ তুম্হ ছলকারী।জেহি বিধি হরি আনৌং নৃপনারী॥ 3.25.C2
নিজ স্বার্থসিদ্ধির আশায় ক্ষুদ্র মানসিকতা যুক্ত রাবণ মারীচের কাছে গমন করিল এবং মাথা নত করিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "আমি তোমাকে হরিণের

ছদ্মবেশে দেখিতে চাই যাহাতে আমি রাজপুত্রর পত্নী সীতাকে হরণ করিতে পারি।”

477 তেহি বন নিকট দসানন গয়ঊ। তব মারীচ কপটমৃগ ভয়ঊ ॥ 3.27.C1
478 সীতা পরম রুচির মৃগ দেখা। অঙ্গ অঙ্গ সুমনোহর বেষা॥ 3.27.C3
অতঃপর রাবণ শ্রীরামের কুটিরে গমন করিল। তৎক্ষনাৎ মারীচ হরিণের ছদ্মবেশে সেখানে উপস্থিত হইল।সীতা, কুটিরের নিকট সুন্দর হরিণটিকে যাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হৃদয়কে হরণ করিতে পারে, দেখিয়া অভিভূত হইলেন।

479 সত্যসন্ধ প্রভু বধি করি এহী। আনহু চর্ম কহতি বৈদেহী ॥ 3.27.C5
480 প্রভুহি বিলোকি চলা মৃগ ভাজী। ধাএ রামু সরাসন সাজী ॥ 3.27.C10
সীতা শ্রীরামকে অনুরোধ করিলেন, “হে সত্যান্বেষী! দয়া করিয়া হরিণটিকে বধ করিয়া উহার চর্মটি আনিয়া দিন।” শ্রীরাম হরিণের পিছনে দ্রুত ধাবমান হইলেন। রামকে দেখিয়া হরিণ অধিকতর দ্রুত ধাবন করিল। রাম তাহাকে তীরধনু লইয়া অনুসরণ করিলেন।

481 প্রগটত দুরত করত ছল ভূরী। এহি বিধি প্রভুহি গয়উ লৈ দূরী ॥ 3.27.C13
482 তব তকি রাম কঠিন সর মারা।ধরনি পরেউ করি ঘোর পুকারা॥ 3.27.C14
এই প্রকার কখনও প্রকট হইয়া কখনও লুকাইয়া অনেক প্রকার ছল করিতে করিতে হরিণটি রামকে কুটির হইতে অনেকটা দূরে লইয়া আসিল।অতঃপর শ্রীরাম তাহাকে শরক্ষেপণ করিয়া ধরাশায়ী করিলেন। তখন সে “লক্ষ্মণ” বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল এবং ধরাশায়ী হইল।

483 বিপুল সুমন সুর বরষহিং গাবহিং প্রভু গুন গাথ। 3.27.D1
484 নিজ পদ দীন্হ অসুর কহুঁ দীনবন্ধু রঘুনাথ ॥ 3.27.D2
দেবতারা তাঁহার প্রশংসা করিয়া পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। দুর্বলের রক্ষাকর্তা শ্রীরাম মারীচের ন্যায় রাক্ষসকেও মুক্তি প্রদান করিলেন।

485 আরত গিরা সুনী জব সীতা। কহ লছিমন সন পরম সভীতা ॥ 3.28.C2
486 জাহু বেগি সঙ্কট অতি ভ্রাতা। লছিমন বিহসি কহা সুনু মাতা॥ 3.28.C3
সীতা যখন চীৎকার শুনিলেন, তিনি লক্ষ্মণকে বলিলেন, “সত্বর যাও। তোমার ভ্রাতার সমূহ বিপদ।” লক্ষ্মণ হাসিয়া বলিলেন, “হে মাতা! শুন!”

487 ভৃকুটি বিলাস সৃষ্টি লয় হোঈ।সপনেহুঁ সঙ্কট পরই কি সোঈ॥ 3.28.C4
488 মরম বচন জব সীতা বোলা।হরি প্রেরিত লছিমন মন ডোলা॥ 3.28.C5

"যিনি সমগ্র পৃথিবীকে নিজ ভ্রূর দ্বারা সঞ্চালন করিয়া ধ্বংস করিতে পারেন, তাঁহাকে স্বপ্নেও কখনও কোনো বিপদ স্পর্শ করিতে পারে না।" যখন লক্ষণ সেখান হইতে যাইতে রাজী হইলেন না তখন সীতা সংবেদনশীল হইয়া পড়িলেন এবং কিছু হৃদয়স্পর্শী কথা বলিলেন। শ্রীরামের ঐশ্বরিক পরিকল্পনার দ্বারা লক্ষণ বিচলিত হইলেন।

489 বন দিসি দেব সৌঁপি সব কাহূ। চলে জহাঁ রাবন সসি রাহূ ॥ 3.28.C6
490 সূন বীচ দসকন্ধর দেখা। আবা নিকট জতী কেং বেষা ॥ 3.28.C7

সীতাকে চতুর্দিকের দেবতাগণ এবং বনদেবীর সুরক্ষায় রাখিয়া লক্ষণ যেখানে রাম, রাবণের নিকট চন্দ্রমায় রাহুর ন্যায়, উপস্থিত ছিলেন, সেইস্থানের জন্য প্রস্থান করিলেন। সীতাকে একাকী দেখিয়া রাবণ মুনির বেশ ধারণ করিয়া তাঁহার নিকট আসিলেন।

491 নানা বিধি করি কথা সুহাঈ। রাজনীতি ভয় প্রীতি দেখাঈ ॥ 3.28.C11
492 কহ সীতা সুনু জতী গোসাঈং। বোলেহু বচন দুষ্ট কী নাঈং ॥ 3.28.C12

সে তাঁহাকে বিভিন্ন প্রকারের রাজনৈতিক, প্রেমের এবং ভীতিকর কাহিনি শুনাইতে লাগিল। সীতা বলিলেন, "হে মুনিবর! আপনি একজন দুর্নীতিমনস্ক মানবের ন্যায় কথা বলিতেছেন।"

493 ক্রোধবন্ত তব রাবন লীন্হিসি রথ বৈঠাই। 3.28.D1
494 চলা গগনপথ আতুর ভয়ঁ রথ হাঁকি ন জাই ॥ 3.28.D2

রাবণ রাগে অন্ধ হইয়া বল প্রয়োগ করিয়া সীতাকে নিজ রথে বসাইল। সে আকাশপথ দিয়া রথ চালাইতে লাগিল কিন্তু হৃদয়ে ভীতি থাকিবার জন্য ইহা তাহার পক্ষে দুষ্কর হইল।

495 বিবিধ বিলাপ করতি বৈদেহী। ভূরি কৃপা প্রভু দূরি সনেহী ॥ 3.29.C4

সীতা কাঁদিতে লাগিলেন এবং বলিলেন, "প্রভু বড়ই দয়ালু! কিন্তু হায়! তিনি এখন অনেক দূরে।"

496 গীধরাজ সুনি আরত বানী। রঘুকুলতিলক নারি পহিচানী ॥ 3.29.C7
497 ধাবা ক্রোধবন্ত খগ কৈসেং। ছূটই পবি পরবত কহুঁ জৈসেং ॥ 3.29.C10
শকুনদের রাজা জটায়ু সীতার বিলাপ শুনিয়া বুঝিতে পারিল যে ইনি রঘুতিলক রামের পত্নী ব্যতীত আর কেহ নহেন। যেমন বজ্র একটি পর্বতের নিকট ধাবমান হয় পক্ষীটি সেইপ্রকার দ্রুতগতিতে ক্রোধে অন্ধ হইয়া ধাবিত হইল।

498 তব সক্রোধ নিসিচর খিসিআনা। কাঢ়েসি পরম করাল কৃপানা ॥ 3.29.C21
499 কাটেসি পঙ্খ পরা খগ ধরনী। সুমিরি রাম করি অদভুত করনী ॥ 3.29.C22
রাবণ এতই রাগিয়া গেল যে সে তখনই নিজ ভয়ংকর তলোয়ার চন্দ্রহাস দিয়া জটায়ুর ডানা দুইটি কাটিয়া ফেলিল। শ্রীরামের বিভিন্ন পুণ্য কর্মের কথা স্মরণ করিতে করিতে জটায়ু ধরনীর উপর পড়িয়া গেল।

500 সীতহি জান চঢ়াই বহোরী। চলা উতাইল ত্রাস ন থোরী ॥ 3.29.C23
রাবণ আবার বলপূর্বক সীতাকে রথে বসাইয়া দ্রুতগতিতে রথ চালনা করিতে লাগিল। তাহার ভীতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছিল।

501 গিরি পর বৈঠে কপিন্হ নিহারী। কহি হরি নাম দীন্হ পট ডারী ॥ 3.29.C25
502 এহি বিধি সীতহি সো লৈ গয়ঊ। বন অসোক মহঁ রাখত ভয়ঊ॥ 3.29.C26
যাত্রাপথে সীতা পর্বতের উপর কয়েকটি বানরকে দেখিতে পাইলেন। শ্রীরামের নাম করিতে করিতে তিনি নিজ কিছু বস্ত্র নীচে ফেলিয়া দিলেন। এইভাবে রাবণ সীতাহরণ করিল এবং তাঁহাকে অশোক বাটিকাতে বন্দী করিয়া রাখিল।

503 জেহি বিধি কপট কুরঙ্গ সঙ্গ ধাই চলে শ্রীরাম। 3.29b.D1
504 সো ছবি সীতা রাখি উর রটতি রহতি হরিনাম ॥ 3.29b.D2
সীতা শ্রীরামকে যেইভাবে কপট হরিণের পিছনে দৌড়াইতে দেখিয়াছিলেন সেই মূর্তিটি নিজ হৃদয়ে স্থাপিত করিয়া তাঁহার নাম জপ করিতে লাগিলেন।

505 আশ্রম দেখি জানকী হীনা। ভএ বিকল জস প্রাকৃত দীনা ॥ 3.30.C6
506 লছিমন সমুঝাএ বহু ভাঁতী। পূছত চলে লতা তরু পাঁতী ॥ 3.30.C8
কুটিরে পৌঁছাইয়া দুই ভ্রাতা সীতাকে না দেখিয়া অতীব চিন্তিত হইলেন। রাম সাধারণ মনুষ্যের ন্যায় পত্নীকে না দেখিয়া অতীব দুঃখিত হইলেন। লক্ষ্মণ

তাঁহাকে বিভিন্ন প্রকারে সান্ত্বনা প্রদান করিলেন। তাঁহারা দুইজন সকল বৃক্ষ এবং লতাপাতাকে সীতার বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে লাগিলেন।

507 আগেং পরা গীধপতি দেখা। সুমিরত রাম চরন জিন্হ রেখা॥ 3.30.C18
508 তব কহ গীধ বচন ধরি ধীরা। সুনহু রাম ভঞ্জন ভব ভীরা॥ 3.31.C1
দুই ভ্রাতার সহিত শকুনদের রাজা জটায়ুর দেখা হইল। জটায়ু রামের দুই চরণের যাহাতে ঈশ্বরীয় চিহ্ন ছিল তাঁহাদের ধ্যান করিতেছিল। জটায়ু ধৈর্যধারণ করিয়া বলিল,"জন্ম মৃত্যুর ভয় হরণকারী হে প্রভু! শুনুন!"

509 নাথ দসানন য়হ গতি কীন্হী। তেহিং খল জনকসুতা হরি লীন্হী॥ 3.31.C2
510 দরস লাগী প্রভু রাখেউঁ প্রানা। চলন চহত অব কৃপানিধানা॥ 3.31.C4
"রাবণ, যে সীতাহরণ করিয়াছে সেই আমার এই দুর্দশার জন্য দায়ী। আমি কেবলমাত্র আপনার দর্শন লাভের জন্য জীবিত আছি। হে দয়াবান্! এইবার আমি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিব।"

511 জল ভরি নয়ন কহহিঁ রঘুরাঈ। তাত কর্ম নিজ তেং গতি পাঈ ॥ 3.31.C8
512 পরহিত বস জিন্হ কে মন মাহীং। তিন্হ কহুঁ জগ দুর্লভ কছু নাহীং॥ 3.31.C9
শ্রীরাম ভাবাবেগে আপ্লুত হইলেন। তিনি বলিলেন, "তুমি নিজ পুণ্যকর্মের দ্বারা আজ এই অবস্থায় পৌঁছাইয়াছ। যাহারা অন্যের ভালো চাহে, তাহাদের জন্য কিছুই অসম্ভব নহে।"

513 তনু তজি তাত জাহু মম ধামা। দেউঁ কাহ তুম্হ পূরনকামা॥ 3.31.C10
514 তাহি দেই গতি রাম উদারা। সবরী কেং আশ্রম পগু ধারা॥ 3.34.C5
"তুমি নিজ শরীর ত্যাগ করিয়া আমার ঐশ্বরিক বাসস্থানে গমন কর। আমি আর তোমাকে কি প্রদান করিতে পারি। তুমি পূর্বেই আমার সর্ব ইচ্ছা পূর্ণ করিয়াছ।" শ্রীরাম তাহাকে মোক্ষ প্রদান করিয়া সীতাকে খুঁজিতে বাহির হইলেন। যাত্রাপথে তাঁহারা শবরীর আশ্রমে পৌঁছাইলেন।

515 কন্দ মূল ফল সুরস অতি দিএ রাম কহুঁ আনি। 3.34.D1
516 প্রেম সহিত প্রভু খাএ বারংবার বখানি ॥ 3.34.D2
শবরী শ্রীরামকে অত্যন্ত স্বাদিষ্ট ফলমূল খাওয়াইয়া অভ্যর্থনা করিল। শ্রীরাম খুব সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাহার প্রচুর প্রশংসা করিলেন।

517 কেহি বিধি অস্তুতি করৌং তুম্হারী।অধম জাতি মৈং জড়মতি ভারী॥ 3.35.C2
শবরী কহিল, "আমি নিম্ন জাতির এবং অজ্ঞানী। আমি কি করিয়া আপনার পূজা করিব?"

518 কহ রঘুপতি সুনু ভামিনি বাতা। মানউঁ এক ভগতি কর নাতা ॥ 3.35.C4
519 নবধা ভগতি কহউঁ তোহি পাহীং। সাবধান সুনু ধরু মন মাহীং॥ 3.35.C7
শ্রীরাম বলিলেন, "হে রমণী! শুন! যদিও আমি একক ভক্তিতে বিশ্বাস করি, তাহা সত্ত্বেও আমি তোমাকে ভক্তির নব প্রকারের জ্ঞানের বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিব। দয়া করিয়া মনোযোগ দিয়া শুন এবং নিজ হৃদয়ে রাখ।"

520 নব মহুঁ একউ জিন্হ কেং হোঈ। নারি পুরুষ সচরাচর কোঈ ॥ 3.36.C6
521 সোই অতিসয় প্রিয় ভামিনি মোরেং। সকল প্রকার ভগতি দৃঢ় তোরেং॥ 3.36.C7
যে প্রাণীর ভিতরে ভক্তির নবম প্রকার হইতে একটি প্রকারও পাওয়া যায়, সে পুরুষ, স্ত্রী অথবা পশুই হউক না কেন, আমার নিকট সে অত্যন্ত প্রিয়। তোমার ভিতর ভক্তির সেই সর্বপ্রকারই নিহিত।

522 জনকসুতা কই সুধি ভামিনী। জানহি কহু করিবরগামিনী ॥ 3.36.C10
523 পম্পা সরহি জাহু রঘুরাঈ। তহঁ হোইহি সুগ্রীব মিতাঈ ॥ 3.36.C11
"সেইজন্য হে রমণী! যদি তুমি গজগামিনী সীতার বিষয়ে কিছু জান তো অবশ্যই আমাকে বল।" শবরী বলিল, "হে প্রভু! আপনি পম্পা দীঘিতে গমন করুন। সেই স্থানে আপনার সুগ্রীবের সহিত দেখা হইবে। সে আপনাকে সকল সংবাদ সরবরাহ করিবে।"

524 জাতি হীন অঘ জন্ম মহি মুক্ত কীন্হি অসি নারি। 3.36.D1
525 মহামন্দ মন সুখ চহসি ঐসে প্রভুহি বিসারি ॥ 3.36.D2
শ্রীরাম একটি নিম্ন জাতির পাপী রমণীকে মোক্ষ প্রদান করিলেন। তুলসীদাস বলেন, "হে নির্বোধ মন! তুমি সেই দয়ানিধি প্রভুকে ভুলিয়া কি করিয়া সুখে থাকিবে?"

কিষ্কিন্ধাকাণ্ড

526 আগেং চলে বহুরি রঘুরায়া। রিষ্যমূক পর্বত **নিঅরায়া ॥ 4.1.C1**
শ্রীরাম অগ্রসর হইলেন এবং ঋষ্যমূক পর্বতে পৌঁছাইলেন।

527 তহঁ রহ সচিব সহিত সুগ্রীবা। আবত দেখি অতুল বল সীম্বা॥ 4.1.C2
528 অতি সভীত কহ সুনু হনুমানা। পুরুষ জুগল বল রূপ নিধানা ॥ 4.1.C3
সেই স্থানে সুগ্রীব নিজ মন্ত্রীদের লইয়া বাস করিত।সুগ্রীব যখন তেজস্বী শ্রীরাম এবং লক্ষণদের দেখিল,তখন ভীত হইয়া বলিল, "হে হনুমান! এই দুইজন অত্যন্ত সুপুরুষ এবং বলশালী।"

529 ধরি বটু রূপ দেখু তৈং জাঈ। কহেসু জানি জিয়ঁ সয়ন বুঝাঈ ॥ 4.1.C4
"তুমি অবিবাহিত ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ কর এবং তাঁহারা কি উদ্দেশ্যে এখানে আসিয়াছেন তাহা জানিয়া আমাকে সংকেতে জানাইও।"

530 বিপ্র রূপ ধরি কপি তহঁ গয়ঊ। মাথ নাই পূছত অস ভয়ঊ ॥ 4.1.C6
531 কো তুম্হ স্যামল গৌর সরীরা। ছত্রী রূপ ফিরহু বন বীরা ॥ 4.1.C7
হনুমান ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে শ্রীরামের সহিত সাক্ষাৎ করিল। সে নতমস্তকে জিজ্ঞাসা করিল,"হে গৌরবর্ণ এবং শ্যামবর্ণ অরন্যেবিচরণকারী যোদ্ধাগণ, আপনাদের কি পরিচয়?"

532 জগ কারন তারন ভব ভঞ্জন ধরনী ভার। 4.1.D1
533 কী তুম্হ অখিল ভুবন পতি লীন্হ মনুজ অবতার॥ 4.1.D2
আপনারা কি এই পৃথিবীর ভার লাঘব করিবার জন্য মানব অবতাররূপী ত্রিলোকধারী এবং সমগ্র বিশ্বের অধিকারী?

534 কোসলেস দসরথ কে জাএ । হম পিতু বচন মানি বন আএ ॥ 4.2.C1
শ্রীরাম কহিলেন, "আমরা কৌশলরাজ দশরথের পুত্র। পিতার আজ্ঞা পালন করিতে আমরা অরন্যে আসিয়াছি।"

535 নাম রাম লছিমন দোউ ভাঈ। সঙ্গ নারি সুকুমারি সুহাঈ ॥ 4.2.C2
536 ইহাঁ হরি নিসিচর বৈদেহী। বিপ্র ফিরহিং হম খোজত তেহী ॥ 4.2.C3
"আমাদের নাম রাম এবং লক্ষণ। আমাদের সহিত আমার সুন্দরী স্ত্রী বৈদেহী (সীতার আরেকটি নাম) ছিলেন।তিনি অরন্য হইতে রাক্ষসদের দ্বারা অপহৃত। হে ব্রাহ্মণ! আমরা তাঁহারই অনুসন্ধান করিতেছি।"

537 প্রভু পহিচানি পরেউ গহি চরনা। সো সুখ উমা জাই নহিং বরনা॥ 4.2.C5
538 পুনি ধীরজু ধরি অস্তুতি কীন্হী। হরষ হৃদয়ঁ নিজ নাথহি চীন্হী॥ 4.2.C7
হনুমান নিজ স্বামীকে চিনিতে পারিয়া তাঁহার পাদপদ্মে নিজেকে সঁপিয়া দিল।শ্রীমহাদেব শ্রীমতী পার্বতীকে বলিলেন "হনুমান যে সুখ উপলব্ধি করিল তাহা অকল্পনীয়।" হনুমান ধৈর্য্য সহকারে শ্রীরামের পূজা করিল; তাহার হৃদয় তাহার প্রভুকে দেখিয়া অত্যন্ত পুলকিত হইল।

539 মোর ন্যাউ মৈং পূছা সাঈং। তুম্হ পূছহু কস নর কী নাঈং ॥ 4.2.C8
540 নাথ সৈল পর কপিপতি রহঈ। সো সুগ্রীব দাস তব অহঈ ॥ 4.4.C2
হনুমান বলিল,"হে প্রভু! আমি আপনাকে চিনিতে পারি নাই।কিন্তু আপনি কি করিয়া একটি সাধারণ মানবের ন্যায় এই সকল কথা বলিতেছেন? বানরদের রাজা সুগ্রীব এই পর্বতের উপর বাস করেন।তিনি আপনার অনুগত ভৃত্য।"

541 তেহি সন নাথ ময়ত্রী কীজে। দীন জানি তেহি অভয় করীজে ॥ 4.4.C3
542 জব সুগ্রীবঁ রাম কহুঁ দেখা। অতিসয় জন্ম ধন্য করি লেখা ॥ 4.4.C6
"দয়া করিয়া তাঁহার সহিত সখ্যতা করুন এবং দীন জানিয়া তাহার মনোবল বৃদ্ধি করুন।" যখন সুগ্রীব রামকে দেখিল তখন নিজেরে অত্যন্ত ধন্য মনে করিল।

543 তব হনুমন্ত উভয় দিসি কী সব কথা সুনাই । 4.4.D1
544 পাবক সাখী দেই করি জোরী প্রীতী দৃঢ়াই ॥ 4.4.D2
হনুমান দুই পক্ষের অবস্থারই বর্ণনা করিল। সে তাহাদের সখ্যতার নিদর্শন স্বরূপ অগ্নিকে রাখিল।

545 নাথত বালি অরু মৈং দ্বৌ ভাঈ। প্রীতি রহী কছু বরনি ন জাঈ ॥ 4.6.C1
546 রিপু সম মোহি মারেসি অতি ভারী।হরি লীন্হেসি সর্বসু অরু নারী॥ 4.6.C11

সুগ্রীব বলিল, "হে প্রভু! বালি এবং আমি, আমরা দুই ভ্রাতা।আমরা একে অপরকে অত্যন্ত ভালোবাসিতাম যাহা অবর্ণনীয়। একবার সেই ভ্রাতা একটি ভ্রান্তির শিকার হইয়া আমাকে খুবই প্রহার করে এবং আমার সর্বস্ব এমনকি আমার স্ত্রীকেও আমার নিকট হইতে কাড়িয়া লয়।"

547 তাকেং ভয় রঘুবীর কৃপালা।সকল ভুবন মৈং ফিরেউঁ বিহালা॥ 4.6.C12
548 লৈ সুগ্রীব সঙ্গ রঘুনাথা। চলে চাপ সায়ক গহি হাথা॥ 4.7.C25
"হে দয়াময় রঘুবীর (রামের আর একটি নাম)! আমি তাহার জন্য অত্যন্ত ভীতিগ্রস্ত।" তাহার দুঃখগাথা শুনিয়া শ্রীরাম ধনুর্বাণ লইয়া সুগ্রীবের সাথে চলিলেন।

549 সুনত বালি ক্রোধাতুর ধাবা। গহি কর চরন নারি সমুঝাবা ॥ 4.7.C27
550 ভিরে উভৌ বালী অতি তর্জা । মুঠিকা মারি মহাধুনি গর্জা॥ 4.8.C2
যখন বালি সুগ্রীবের হুংকার শুনিল, সে ক্রুদ্ধ হইয়া ধাবিত হইল। তাহার স্ত্রী তাহার চরণ ধরিয়া তাহাকে সুগ্রীবের সহিত যুদ্ধ করিতে বারণ করিল, সে শুনিল না। বালি এবং সুগ্রীব একে অন্যের সম্মুখীন হইল। সে তাহাকে মুষ্টাঘাত করিল এবং গর্জন করিল।

551 তব সুগ্রীব বিকল হোই ভাগা। মুষ্টি প্রহার বজ্র সম লাগা ॥ 4.8.C3
552 মৈং জো কহা রঘুবীর কৃপালা। বন্ধু ন হোই মোর য়হ কালা ॥ 4.8.C4
মুষ্টাঘাতটি সুগ্রীবের উপর বজ্রপাতের ন্যায় পড়িল। সে সেইস্থান হইতে পলায়ন করিল এবং রামের নিকট আসিয়া বলিল,"হে দয়াময় রঘুবীর! আমি আপনাকে পূর্বেই বলিয়াছিলাম যে সে আমার ভ্রাতা নহে, আমার মৃত্যু।"

553 একরূপ তুম্হ ভ্রাতা দোঊ। তেহি ভ্রম তেং নহিং মারেউঁ সোঊ॥ 4.8.C5
554 মেলী কন্ঠ সুমন কৈ মালা। পঠবা পু নি বল দেই বিসালা॥ 4.8.C7
শ্রীরাম তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, "তোমাদের দুই ভ্রাতাকেই দেখিতে একপ্রকার। সেইজন্য আমি বালীকে বধ করিতে পারি নাই।" শ্রীরাম সুগ্রীবের গলায় একটি পুষ্পমাল্য পরাইয়া দিলেন। তাহাকে সৎসাহস দিয়া যুদ্ধ করিতে পাঠাইলেন।

555 বহু ছল বল সুগ্রীব কর হিয়ঁ হারা ভয় মানি। 4.8.D1
556 মারা বালি রাম তব হৃদয় মাঝ সর তানি ॥ 4.8.D2

সুগ্রীব অনেক প্রকার কৌশল করিয়াও মনোবল হারাইয়া এবং ভীত হইয়া কিছু করিতে পারিলনা। তখন শ্রীরাম বালীর হৃদয়ে শরবিদ্ধ করিয়া বধ করিলেন।

557 ধর্ম হেতু অবতরেহু গোসাঈং । মারেহু মোহি ব্যাধ কী নাঈং ॥ 4.9.C5
558 মৈং বৈরী সুগ্রীব পিআরা।অবগুন কবন নাথ মোহি মারা॥ 4.9.C6

বালী বলিল, "আপনি ধর্মরক্ষার জন্য মানবাবতার রূপে এই পৃথিবীতে আসিয়াছেন। তাহা হইলে একজন শিকারীর রূপ ধরিয়া আপনি কেন আমাকে বধ করিলেন? আমি কি আপনার শত্রু এবং সুগ্রীব আপনার মিত্র? হে প্রভু! কি কারণবশতঃ আপনি আমার প্রাণ লইতেছেন?"

559 অনুজ বধূ ভগিনী সুত নারী। সুনু সঠ কন্যা সম এ চারী ॥ 4.9.C7
560 ইন্হহি কুদৃষ্টি বিলোকই জোঈ। তাহি বধেং কছু পাপ ন হোঈ ॥ 4.9.C8

শ্রীরাম বলিলেন, "হে দুষ্ট! কনিষ্ঠা ভ্রাতৃবধূ, ভগিনী, পুত্রবধূ এবং কন্যা ইহারা সমগোত্র। যদি কোনো পুরুষ তাহাদিগের প্রতি কুদৃষ্টিপাত করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাকে বধ করিতে কোনো আপত্তি নাই।"

561 সুনহু রাম স্বামী সন চল ন চাতুরী মোরি। 4.9.D1
562 প্রভু অজহূঁ মৈং পাপী অন্তকাল গতি তোরি ॥ 4.9.D2

বালী বলিল, "হে শ্রীরাম! প্রভুর সম্মুখে আমার ধূর্ত প্রকৃতি ধরা পড়িয়া গিয়াছে । আমার জীবনের শেষ প্রান্তে আমি আপনার আশ্রয়ে আসিয়াছি আমি কি এখনো পাপী?"

563 রাম চরন দৃঢ় প্রীতি করি বালি কীন্হ তনু ত্যাগ। 4.10.D1
564 সুমন মাল জিমি কন্ঠ তে গিরত ন জানই নাগ ॥ 4.10.D2

বালী শ্রীরামের পাদপদ্মে ভক্তি সহকারে নিজ মস্তক রাখিল। অতঃপর যেই প্রকারে হস্তীর গলপ্রদেশ হইতে পুষ্পমাল্য পড়িয়া গেলে সে যেমন জানিতে পারেনা সেই প্রকারে সে নিজ প্রাণবায়ু ত্যাগ করিল।

565 লছিমন তুরত বোলাএ পুরজন বিপ্র সমাজ। 4.11.D1
566 রাজু দীন্হ সুগ্রীব কহঁ অঙ্গদ কহঁ জুবরাজ ॥ 4.11.D2

রামের আদেশানুসারে লক্ষণ সেই মুহূর্তে ব্রাহ্মণদের এবং নগরবাসীদের ডাকিয়া সুগ্রীবকে রাজ্যভার সঁপিলেন এবং বালীর পুত্র অঙ্গদকে যুবরাজ হিসাবে অভিষিক্ত করিলেন।

567 জব সুগ্রীব ভবন ফিরি আএ। রামু প্রবরষন গিরি পর ছাএ॥ 4.12.C10
568 ইহাঁ পবনসুত হৃদয়ঁ বিচারা। রাম কাজু সুগ্রীবঁ বিসারা ॥ 4.19.C1
সুগ্রীব নিজ প্রাসাদে গেল এবং শ্রীরাম প্রবর্ষণ পর্বতের দিকে প্রস্থান করিলেন। সময় অতিবাহিত হইতে লাগিল। হনুমান দেখিল সুগ্রীব শ্রীরামের কার্য্যটির কথা ভুলিয়া যাইতেছিল।

569 নিকট জাই চরনন্হি সিরু নাবা।চারিহু বিধি তেহি কহি সমুঝাবা॥ 4.19.C2
সে সুগ্রীবের নিকট গিয়া নতমস্তকে দাঁড়াইয়া রহিল। সে সুগ্রীবকে চারিটি নীতির দ্বারা শ্রীরামের কার্য্যের বিষয়ে মনে করাইল।

570 সুনি সুগ্রীবঁ পরম ভয় মানা।বিষয়ঁ মোর হরি লীন্হেউ জ্ঞানা॥ 4.19.C3
571 অব মারুতসুত দূত সমূহা। পঠবহু জহঁ তহঁ বানর জূহা॥ 4.19.C4
হনুমানের কথা শুনিয়া সুগ্রীব অত্যন্ত ভীত হইয়া বলিল "আমি বৈষয়িক কার্য্য দ্বারা বশীভূত হইয়া বুদ্ধিভ্রষ্ট হইয়াছিলাম। হে হনুমান! যেইসব স্থানে বানরসেনা বসবাস করে সেই সকল স্থানে দূত প্রেরণ কর।"

572 রাম কাজু অরু মোর নিহোরা। বানর জূথ জাহু চহুঁ ওরা ॥ 4.22.C6
573 জনকসুতা কহুঁ খোজহু জাঈ। মাস দিবস মহঁ আএহু ভাঈ ॥ 4.22.C7
যখন বানরসেনারা সুগ্রীবের নিকট আসিল, সুগ্রীব বলিল, "ইহাকে আমার অনুরোধ ভাবিয়া এবং শ্রীরামের কার্য্য ভাবিয়া তোমরা চতুর্দিকে গমন কর। হে ভ্রাতাগণ রাজা জনকের কন্যাকে খুঁজিয়া বাহির কর এবং এক মাসের ভিতরে ফিরিয়া আস।"

574 সুনহু নীল অঙ্গদ হনুমানা। জামবন্ত মতিধীর সুজানা ॥ 4.23.C1
575 সকল সুভট মিলি দচ্ছিন জাহূ। সীতা সুধি পূঁছেউ সব কাহূ ॥ 4.23.C2
"শুন ধীরবুদ্ধি এবং চতুর নীল, অঙ্গদ, হনুমান এবং জামবন্ত! তোমরা সকল যোদ্ধারা অত্যন্ত বুদ্ধিমান। তোমরা সকলে দক্ষিণ দিকে গমন কর এবং সীতার বিষয়ে কুশল সংবাদ জানিবার চেষ্টা কর।।"

576 পাছেং পবন তনয় সিরু নাবা। জানি কাজ প্রভু নিকট বোলাবা॥4.23.C9
577 পরসা সীস সরোরুহ পানী।করমুদ্রিকা দীন্হি জন জানী॥ 4.23.C10
অতঃপর হনুমান শ্রীরামকে প্রণাম করিল। শ্রীরাম জানিতেন যে হনুমানই তাঁহার কার্য করিবে। হনুমানকে নিকটে ডাকিয়া তিনি তাঁহার করকমলখানি হনুমানের মস্তকে বুলাইলেন।হনুমানের বিশ্বাস এবং ভক্তি দেখিয়া তাহাকে নিজ অঙ্গুরীয় প্রদান করিলেন।

578 চলে সকল বন খোজত সরিতা সর গিরি খোহ। 4.23.D1
579 রাম কাজ লয়লীন মন বিসরা তন কর ছোহ ॥ 4.23.D2
সকল বানরগণ রামের কার্যে তল্লীন হইয়া শরীর মন সব ভুলিয়া সীতাকে অরন্যে, পাহাড় –পর্বত, গুহা, নদী, দীঘি সর্বত্র খুঁজিতে লাগিল।

580 ইহাঁ বিচারহিং কপি মন মাহীং।বীতী অবধি কাজ কছু নাহীং॥ 4.26.C1
কিছুকাল পর বানরগণ বুঝিতে পারিল যে কেবল সময় অতিবাহিত হইতেছে কিন্তু তাহারা এতদিন ধরিয়া কিছুই করিতে পারে নাই।

581 কহ অঙ্গদ লোচন ভরি বারী। দুহুঁ প্রকার ভই মৃত্যু হমারী ॥ 4.26.C3
582 ইহাঁ ন সুধি সীতা কৈ পাঈ। উহাঁ গএঁ মারিহি কপিরাঈ ॥ 4.26.C4
অঙ্গদ অশ্রুসিক্ত নয়নে বলিল, "আমাদের দুই দিক্ হইতেই মৃত্যু অনিবার্য। একদিকে আমরা মাতা সীতাকে খুঁজিয়া পাই নাই, অন্য দিকে আমরা যখন ফেরৎ যাইব তখন সুগ্রীব আমাদের বধ করিবে।"

583 হম সীতা কৈ সুধি লিন্হেং বিনা। নহিং জৈংহৈং জুবরাজ প্রবীনা॥ 4.26.C9
584 জামবন্ত অঙ্গদ দুখ দেখী। কহিং কথা উপদেস বিসেষী ॥ 4.26.C11
অঙ্গদকে দুঃখিত দেখিয়া বানরগণ তাহাকে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া বলিল, "হে বুদ্ধিমান রাজপুত্র! আমরা সীতাকে না খুঁজিয়া ফিরিবনা।" তখন জামবন্ত যে ভল্লুকদের রাজা ছিল উৎসাহ বর্ধক কাহিনী শুনাইতে আরম্ভ করিল।

585 নিজ ইচ্ছাঁ প্রভু অবতরই সুর মহি গো দ্বিজ লাগি। 4.26.D1
586 সগুন উপাসক সঙ্গ তহঁ রহহিং মোচ্ছ সব ত্যাগি ॥ 4.26.D2
সে বলিল "প্রভু দেবতাদের জন্য, পৃথিবীর জন্য, গৌদের জন্য এবং ব্রাহ্মণদের জন্য স্বেচ্ছায় মানবরূপ ধারণ করিয়াছেন। যে গুণীজন এবং ভক্তরা তাঁহাকে

ভক্তি করেন, তাঁহারা সগুণের উপাসক,সমস্ত মোক্ষদের ছাড়িয়া তাঁহার সেবায় রত থাকিবেন।

587 এহি বিধি কথা কহহিং বহু ভাঁতী।গিরি কন্দরাঁ সুনী সম্পাতী॥ 4.27.C1
588 বাহের হোই দেখি বহু কীসা। মোহি অহার দীন্হ জগদীসা ॥ 4.27.C2
যখন বানরগণ এইসকল আলোচনা করিতেছিল, তখন সম্পাতি যে জটায়ুর অগ্রজ, পর্বতের গুহার ভিতর হইতে সকল কথা শুনিতেছিল। সে বাহিরে আসিয়া সকল বানরগণকে দেখিয়া বলিল যে ভগবান স্বয়ং তাহার আহারাদির ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন।

589 ডরপে গীধ বচন সুনি কানা। অব ভা মরন সত্য হম জানা ॥ 4.27.C5
শকুনির এই সকল কথা শুনিয়া বানর সকল অত্যন্ত ভীত হইয়া ভাবিল এইবার তাহাদের মৃত্যু সুনিশ্চিত।

590 কহ অঙ্গদ বিচারি মন মাহীং।ধন্য জটায়ূ সম কোউ নাহীং॥ 4.27.C7
591 রাম কাজ কারন তনু ত্যাগী।হরি পুর গয়উ পরম বড় ভাগী॥ 4.27.C8
কিছুক্ষণ ভাবিয়া অঙ্গদ বলিল, "জটায়ুর ন্যায় রামভক্ত আর কেহ নাই যে তাঁহার জন্য নিজ জীবন পর্যন্ত ত্যাগ করিল। সে অতীব সৌভাগ্যবান কারণ সে রামের বাসস্থানে থাকিবার অনুমতি লাভ করিল।"

592 তিন্হহি অভয় করি পূছেসি জাঈ। কথা সকল তিন্হ তাহি সুনাঈ॥ 4.27.C10
593 গিরি ত্রিকূট ঊপর বস লঙ্কা। তহঁ রহ রাবন সহজ অসঙ্কা॥ 4.28.C11
সম্পাতি তাহাদের ভয়মুক্ত করিল এবং তাহাদের সব কথা খুলিয়া বলিতে বলিল। বানরগণ তাহাকে সকল কাহিনী শুনাইল। তখনই সম্পাতি বলিল,"ত্রিকূট নামের পর্বতের উপর লঙ্কা অবস্থিত। সেখানকার রাজা রাবণ, যে অত্যন্ত নির্ভীক, সেখানেই বাস করে।"

594 তহঁ অসোক উপবন জহঁ রহঈ । সীতা বৈঠি সোচ রত অহঈ ॥ 4.28.C11
595 জো নাঘই সত জোজন সাগর ।করই সো রাম কাজ মতি আগর॥ 4.29.C1
অশোক বাটিকা নামের একটি উদ্যান আছে। সীতা সেই অশোক বৃক্ষের নিম্নে বসিয়া গভীর চিন্তায় মগ্ন আছেন।যে বুদ্ধিমান আটশো মাইল সমুদ্র উল্লন্ঘন

করিয়া সেখানে যাইতে পারিবে সেই সীতাকে উদ্ধার করিতে পারিবে এবং শ্রীরামের কার্য্য সিদ্ধ করিতে পারিবে।

596 জরঠ ভয়উঁ অব কহই রিছেসা। নহিং তন রহা প্রথম বল লেসা ॥ 4.29.C7
রীছরাজ জামবন্ত বলিল, "আমি এখন বৃদ্ধ হইয়াছি এবং পূর্বের ন্যায় বলশালী নহি।"

597 বলি বাঁধত প্রভু বাঢেউ সো তনু বরনি ন জাঈ। 4.29.D1
598 উভয় ঘধরী মহঁ দীন্হীং সাত প্রদচ্ছিন ধাই ॥ 4.29.D2
"দৈত্যরাজ বলিকে বাঁধিবার সময় প্রভু যখন বামন অবতারের রূপ ধারণ করিয়াছিলেন, তখন তিনি অত্যন্ত বৃহদাকাররূপ ধারণ করিয়াছিলেন। তখন আমি অত্যন্ত কম সময়ে তাঁহাকে সপ্তমবার পরিক্রমা করিয়াছিলাম।"

599 অঙ্গদ কহই জাউঁ মৈং পারা। জিয়ঁ সংসয় কছু ফিরতী বারা ॥ 4.30.C1
অঙ্গদ বলিল,"আমি সমুদ্র লঙ্ঘন করিতে পারি কিন্তু কিভাবে ফিরিয়া আসিব তাহাতে সন্দেহ আছে।"

600 কহই রীছপতি সুনু হনুমানা। কা চুপ সাধি রহেহু বলবানা॥ 4.30.C3
601 পবন তনয় বল পবন সমানা। বুধি বিবেক বিজ্ঞান নিধানা ॥ 4.30.C4
জামবন্ত তখন হনুমানকে বলিল, "হে বীর! তুমি এত নিশ্চুপ হইয়া বসিয়া আছ কেন? তুমি তো পবনপুত্র এবং তাহারই ন্যায় শক্তিশালী। তুমি অত্যন্ত বুদ্ধিমান, জ্ঞানী এবং বিচক্ষণ।"

602 রাম কাজ লগি তব অবতারা। সুনতহিং ভয়উ পর্বতাকারা ॥ 4.30.C6
603 সহিত সহায় রাবনহি মারী। আনউঁ ইহাঁ ত্রিকূট উপারী ॥ 4.30.C9
"তোমার জন্মই হইয়াছে শ্রীরামের কার্য্য করিবার জন্য।" ইহা শুনিয়া হনুমান তাহার আকৃতি কে একটি পর্বতের ন্যায় বিশাল করিয়া ফেলিল এবং বলিল, "আমি কি রাবণকে এবং তাহার সেনাকে বধ করিব এবং ত্রিকূট পর্বত যাহার উপর লঙ্কা অবস্থিত সেটিকে লইয়া আসিব?"

604 জামবন্ত মৈং পূঁছউঁ তোহী। উচিত সিখাবনু দীজহু মোহী॥ 4.30.C10
605 এতনা করহু তাত তুম্হ জাঈ। সীতহি দেখি কহহু সুধি আঈ॥ 4.30.C11

"হে জামবন্ত! আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি। আপনি আমাকে সদুপদেশ প্রদান করেন।" তখন জামবন্ত বলিল, "এই মুহূর্তে তোমার যাহা কর্তব্য তাহা হইল সীতার সহিত দেখা করিয়া তাঁহার কুশল সংবাদ লইয়া আসা।"

606 ভব ভেষজ রঘুনাথ জসু সুনহিং জে নর অরু নারি। 4.30a.D1

607 তিন্হ কর সকল মনোরথ সিদ্ধ করহিং ত্রিসিরারি ॥ 4.30a.D2

"শ্রীরামের মহিমা জীবিত অবস্থায় রোগ শোকাদি এবং মৃত্যু হইতে রক্ষা করে। যে স্ত্রী এবং পুরুষ গণ উহা শুনিবেন, শ্রীরাম যিনি রাক্ষস ত্রিশিরার শত্রু, তাঁহাদের মনোবাসনা পূর্ণ করিবেন।"

সুন্দরকাণ্ড

608 জামবন্ত কে বচন সুহাএ। সুনি হনুমন্ত হৃদয় অতি ভাএ ॥ 5.1.C1
609 তব লগি মোহি পরিখেহু তুম্হ ভাঈ। সহি দুখ কন্দ মূল ফল খাঈ॥ 5.1.C2
জামবন্তর মধুর বাণীতে হনুমান অত্যন্ত প্রীত হইল।সে বলিল,"হে ভ্রাতাগণ! তোমরা ফলমূল খাইয়া বিবিধ প্রকার অসুবিধা সহ্য করিয়া আমার জন্য প্রতীক্ষা করিও।"

610 বার বার রঘুবীর সঁভারী। তরকেউ পবনতনয় বল ভারী॥ 5.1.C6
611 জেহিং গিরি চরন দেই হনুমন্তা । চলেউ সো গা পাতাল তুরন্তা ॥ 5.1.C7
শ্রীরামের নাম জপ করিতে করিতে হনুমান সবেগে লাফাইল। যে পর্বত হইতে সে লাফাইল, সেটি সত্বর ধরণীর গর্ভে বিলীন হইয়া গেল।

612 জিমি অমোঘ রঘুপতি কর বানা। এহী ভাঁতি চলেউ হনুমানা ॥ 5.1.C8
613 জলনিধি রঘুপতি দূত বিচারী। তৈং মৈনাক হোহি শ্রমহারী॥ 5.1.C9
হনুমান শ্রীরামের বাণের ন্যায় অতি দ্রুত ধাবিত হইল।সমুদ্র ইহা জানিয়া যে হনুমান শ্রীরামের দূত,পর্বত মৈনাককে বলিল,"দয়া করিয়া উহাকে একটু বিশ্রাম প্রদান কর।"

614 হনূমান তেহি পরসা কর পুনি কীন্হ প্রনাম। 5.1.D1
615 রাম কাজু কীন্হেং বিনু মোহি কহাঁ বিশ্রাম ॥ 5.1.D2
হনুমান মৈনাককে স্পর্শ করিয়া অভিবাদন করিয়া বলিল, "শ্রীরামের কার্য্য সম্পন্ন না করিয়া আমি কি করিয়া বিশ্রাম লইব?"

616 জাত পবনসুত দেবন্হ দেখা। জানৈং কহুঁ বল বুদ্ধি বিসেষা॥ 5.2.C1
617 সুরসা নাম অহিন্হ কৈ মাতা। পঠইন্হি আই কহী তেহিং বাতা॥ 5.2.C2
যখন দেবতারা হনুমানকে লঙ্কায় গমন করিতে দেখিলেন সকল দেবতারা সর্পদের মাতা সুরষাকে হনুমানের শক্তি এবং বুদ্ধি পরীক্ষা করিতে পাঠাইলেন।।সে হনুমানের নিকট গিয়া বলিল,

618 আজু সুরন্হ মোহি দীন্হ অহারা। সুনত বচন কহ পবনকুমারা ॥ 5.2.C3
619 রাম কাজু করি ফিরি মৈং আবৌং।সীতা কই সুধি প্রভুহি সুনাবৌং॥ 5.2.C4
"আজ দেবতারা আমার জন্য অতি সুস্বাদু খাদ্য হিসাবে তোমাকে পাঠাইয়াছেন।" ইহা শুনিয়া হনুমান বলিল, "আমি সীতার বিষয়ে খোঁজ খবর লইয়া সেই সংবাদ শ্রীরামকে দিবার পর আপনার নিকট ফিরিয়া আসিব।"

620 তব তব বদন পৈঠিহউঁ আঈ। সত্য কহউঁ মোহি জান দে মাঈ॥ 5.2.C5
621 কবনেহুঁ জতন দেই নহিং জানা। গ্রসসি ন মোহি কহেউ হনুমানা ॥5.2.C6
"অতঃপর আমি আপনার মুখ গহ্বরে প্রবেশ করিব।হে মাতা! আমি সত্য কথা বলিতেছি।দয়া করিয়া আমাকে যাইতে দিন।" যখন সুরষাকে অনেক অনুরোধ করা সত্বেও সে যাইতে দিল না, তখন হনুমান বলিল, "তাহা হইলে আপনি আমাকে ভক্ষণ করিতেছেন না কেন?"

622 জোজন ভরি তেহিং বদনু পসারা।কপি তনু কীন্হ দুগুন বিস্তারা॥ 5.2.C7
623 জস জস সুরসা বদনু বঢ়াবা। তাসু দূন কপি রূপ দেখাবা ॥ 5.2.C9
সুরষা নিজ অষ্টক্রোশ অবধি অব্দি বিস্তৃত করিল।হনুমান তাহার নিজ শরীরটিকে দুইগুণ বৃহৎ আকারে পরিবর্তিত করিল। সুরষা যতই নিজস্ব মুখের আকার বৃহৎ করিতে লাগিল, হনুমান ও সেই প্রকার নিজেরে বৃহৎ রূপে পরিবর্তিত করিতে লাগিল।

624 সত জোজন তেহিং আনন কীন্হা।অতি লঘু রূপ পবনসুত লীন্হা॥ 5.2.C10
625 বদন পইঠি পুনি বাহের আবা। মাগা বিদা তাহি সিরু নাবা ॥ 5.2.C11
সুরষা নিজস্ব মুখগহ্বর অষ্টসহস্র ক্রোশ অবধি বিস্তৃত করিল।ইহা দেখিয়া হনুমান নিজেরে ক্ষুদ্র করিয়া তাহার মুখগহ্বরে প্রবেশ করিয়া বাহির হইয়া আসিল।অতঃপর তাহাকে অভিবাদন করিয়া সেথা হইতে গমন করিবার জন্য আজ্ঞা চাহিল।

626 রাম কাজু সবু করিহহু তুম্হ বল বুদ্ধি নিধান। 5.2.D1
627 আসিষ দেহ গঈ সো হরষি চলেউ হনুমান ॥ 5.2.D2
সুরষা বলিল "তুমি শক্তি এবং বুদ্ধির বাসস্থল। তুমি ই রামচন্দ্রের কার্য করিতে পারিবে" সে হনুমানকে আশীর্বাদ করিয়া চলিয়া গেল।হনুমান আনন্দ সহকারে নিজযাত্রা করিতে লাগিল।

628 নিসিচরি এক সিন্ধু মহুঁ রহঈ। করি মায়া নভু কে খগ গহঈ ॥ 5.3.C1
629 সোই ছল হনূমান কহঁ কীন্হা। তাসু কপটু কপি তুরতহিং চীন্হা॥ 5.3.C4
সেই সমুদ্রে একটি রাক্ষসী বাস করিত।সে কৌশলে উড়ন্ত পাখীদের ধরিত। সেই প্রকারেই সে হনুমানকেও ধরিতে চাহিল। কিন্তু হনুমান বুঝিতে পারিল যে কিছু ছলাকলা হইতেছে।

630 তাহি মারি মারুতসুত বীরা। বারিধি পার গয়উ মতিধীরা ॥ 5.3.C5
অতি সাহসী ধীরমতি পবনপুত্র হনুমান তাহাকে বধ করিয়া সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়া ফেলিল।

631 মসক সমান রূপ কপি ধরী। লঙ্কহি চলেউ সুমিরি নরহরী ॥ 5.4.C1
632 নাম লঙ্কিনী এক নিসিচরী। সো কহ চলেসি মোহি নিন্দরী ॥ 5.4.C2
হনুমান একটি মশার ন্যায় ক্ষুদ্র আকার ধারণ করিয়া শ্রীরামের নাম জপ করিতে করিতে লঙ্কার দিকে চলিল।লঙ্কিনী নামের একটি রাক্ষসী যে লঙ্কাকে পাহারা রক্ষা করিতেছিল,"আমাকে অসম্মান করিয়া তুমি কোথায় যাইতেছ?"

633 মুঠিকা এক মহা কপি হনী। রুধির বমত ধরনীং ঢনমনী ॥ 5.4.C4
634 পুনি সম্ভারি উঠি সো লঙ্কা । জোরি পানি কর বিনয় সসঙ্কা ॥ 5.4.C5
হনুমানের মুষ্টাঘাতে লঙ্কিনী ধরণীর উপর পড়িয়া গেল এবং রক্তবমন করিতে লাগিল। সে কোনো প্রকারে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং করজোড়ে প্রার্থনা করিতে লাগিল।

635 জব রাবনহি ব্রহ্ম বর দীন্হা।চলত বিরঞ্চি কহা মোহি চীন্হা॥ 5.4.C6
636 বিকল হোসি তৈং কপি কে মারে। তব জানেসু নিসিচর সঙ্ঘারে ॥ 5.4.C7
"যখন প্রভু ব্রহ্মা রাবণকে বর দিতেছিলেন, তখন তিনি আমাকে ইঙ্গিত করিয়াছিলেন যে যখন আমি একটি বানর দ্বারা প্রহৃত হইব, তখন অবশ্যই জানিব যে রাক্ষসকূলের অবসান ঘটিবে।"

637 তাত স্বর্গ অপবর্গ সুখ ধরিঅ তুলা এক অঙ্গ । 5.4.D1
638 তূল ন তাহি সকল মিলি জো সুখ লব সতসঙ্গ ॥ 5.4.D2
"হে পূজ্য! পূণ্যবান ব্যক্তিদের সান্নিধ্য এতই মূল্যবান যে তরাজুর একটি পাল্লায়

রাখিয়া সাংসারিক সমস্ত সুখ,এমনকি মোক্ষলাভের সুখের সহিত ও তাহার তুলনা করা সম্ভব নহে।”

639 প্রবিসি নগর কীজে সব কাজা। হৃদয়ঁ রাখি কৌসলপুর রাজা ॥ 5.5.C1
640 অতি লঘু রূপ ধরেউ হনুমানা। পৈঠা নগর সুমিরি ভগবানা ॥ 5.5.C4
“কোসলরাজ শ্রীরামকে স্মরণ করিয়া তুমি লঙ্কায় প্রবেশ করিয়া সর্ব কার্য্য কর।” শ্রীরামকে স্মরণ করিয়া হনুমান নিজ আকৃতিকে ক্ষুদ্র করিয়া লঙ্কায় প্রবেশ করিল।

641 গয়উ দসানন মন্দির মাহীং।অতি বিচিত্র কহি জাত সো নাহীং॥ 5.5.C6
642 সয়ন কিয়েঁ দেখা কপি তেহী। মন্দির মহুঁ ন দীখি বৈদেহী॥ 5.5.C7
হনুমান রাবণের অতীব সুন্দর প্রাসাদে প্রবেশ করিল যাহার সৌন্দর্য অবর্ণনীয়। সে ঘুমন্ত রাবণকে দেখিল কিন্তু সীতাকে কোথাও দেখিতে পাইলনা।

643 ভবন এক পুনি দীখ সুহাবা। হরি মন্দির তহঁ ভিন্ন বনাবা ॥ 5.5.C8
সে অতঃপর অতি সুন্দর প্রাসাদটি যেখানে একটি অদ্ভুত অসাধারণ প্রভুর মন্দির ছিল তাহা অবলোকন করিল।

644 রামায়ুধ অঙ্কিত গৃহ সোভা বরনি ন জাই। 5.5.D1
645 নব তুলসিকা বৃন্দ তহঁ দেখি হরষি কপিরাই ॥ 5.5.D2
সেইস্থানে শ্রীরামের ধনুর্বাণের ছবি অঙ্কিত ছিল যাহার সৌন্দর্য্য অবর্ণনীয়। তুলসীর সতেজ বৃক্ষ দেখিয়া হনুমান অত্যন্ত প্রীত হইল।

646 মন মহুঁ তরক করৈং কপি লাগা।তেহীং সময় বিভীষনু জাগা॥ 5.6.C2
647 রাম রাম তেহিং সুমিরন কীন্হা। হৃদয়ঁ হরষ কপি সজ্জন চীন্হা ॥ 5.6.C3
যখন হনুমান চিন্তা করিতেছিল, রাবণের ভ্রাতা বিভীষণ জাগিয়া উঠিল।সে শ্রীরামের নাম স্মরণ করিল। হনুমান দেখিল যে সে একটি অতি পুণ্যবান ব্যক্তি।

648 তব হনুমন্ত কহা সুনু ভ্রাতা। দেখী চহউঁ জানকী মাতা ॥ 5.8.C4
649 জুগুতি বিভীষন সকল সুনাঈ। চলেউ পবনসুত বিদা করাঈ ॥ 5.8.C5

হনুমান অনুরোধ করিল,"হে ভ্রাতা! আমি সীতামাতার দর্শন করিতে চাই।" বিভীষণ হনুমানকে সীতাকে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য সর্বপ্রকার নির্দেশ দিল। হনুমান তাহার নিকট বিদায় লইয়া সীতাকে খুঁজিতে বাহির হইল।

650 করি সোই রূপ গয়উ পুনি তহবাঁ। বন অসোক সীতা রহ জহবাঁ ॥ 5.8.C6
হনুমান পুনঃ নিজ শরীরের আকৃতিমশার ন্যায় ক্ষুদ্র করিয়া অশোকবন যেই স্থানে সীতা বন্দিনী ছিলেন সেই স্থানে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল।

651 নিজ পদ নয়ন দিএঁ মন রাম পদ কমল লীন। 5.8.D1
652 পরম দুখী ভা পবনসুত দেখি জানকী দীন ॥ 5.8.D2
যখন হনুমান সেই স্থানে পৌঁছাইলো সে সীতাকে নিজ পাদপদ্মের দিকে লক্ষ্য করিতে দেখিল। তাঁহার হৃদয় শ্রীরামের পাদপদ্মর কথা গভীরভাবে স্মরণ করিতেছিল। হনুমান তাঁহাকে এই অবস্থায় দেখিয়া বড়ই দুঃখিত হইল।

653 তরু পল্লব মহুঁ রহা লুকাঈ। করই বিচার করৌং কা ভাঈ ॥ 5.9.C1
654 তেহি অবসর রাবনু তহঁ আবা। সঙ্গ নারি বহু কিএঁ বনাবা ॥ 5.9.C2
সে বৃক্ষের পত্রর আড়ালে নিজেকে লুকাইয়া ভাবিতে লাগিল কি করা যায়। সেই সময় সুসজ্জিত রাবণ বেশ কিছু রমণীগণকে সঙ্গে লইয়া সেই স্থানে প্রবেশ করিল।

655 বহু বিধি খল সীতহি সমুঝাবা। সাম দান ভয় ভেদ দেখাবা॥ 5.9.C3
656 কহেসি সকল নিসিচরিন্হ বোলাঈ।সীতহি বহু বিধি ত্রাসহু জাঈ॥ 5.10.C8
রাবণ সীতাকে ধন সম্পত্তি ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকারের প্রলোভন দেখাইয়া সাম, দাম, ভয়, ভেদ দেখাইয়া অনেক চেষ্টা করিল যে সীতা যাহাতে তাহার কথানুযায়ী কার্য্য করেন,কিন্তু সে সফল হইল না। তখন সে রাক্ষসীগণ কে নির্দেশ দিল সীতাকে বিভিন্ন প্রকারে ভয় দেখাইবার জন্য।

657 দেখি পরম বিরহাকুল সীতা। সো ছন কপিহি কলপ সম বীতা॥ 5.12.C12
সেই সময় সীতার দুঃখ অকল্পনীয় হনুমানের নিকট যাহা এক যুগের ন্যায় লম্বা লাগিতেছিল।

658 কপি করি হৃদয়ঁ বিচার দীন্হি মুদ্রিকা ডারী তব। 5.12.S1
659 জনু অসোক অঙ্গার দীন্হ হরষি উঠি কর গহেউ ॥ 5.12.S2
কিছুক্ষণ শ্রীরামের স্তুতি করিয়া হনুমান শ্রীরামের দেওয়া অঙ্গুরীয় সীতার নিকট ফেলিল। সীতা ভাবিলেন অশোকবৃক্ষে অগ্নির স্ফুলিঙ্গ দেখা দিয়াছে। আংটিটি তিনি তুলিয়া দেখিলেন।

660 তব দেখী মুদ্রিকা মনোহর। রাম নাম অঙ্কিত অতি সুন্দর ॥ 5.13.C1
সেই অঙ্গুরীয় উপর শ্রীরামের নাম লেখা দেখিয়া অতীব পুলকিত হইলেন।

661 রাম দূত মৈং মাতু জানকী। সত্য সপথ করুনানিধান কী॥ 5.13.C9
662 য়হ মুদ্রিকা মাতু মৈং আনী। দীন্হি রাম তুম্হ কহঁ সহিদানী॥ 5.13.C10
হনুমান বলিল, “হে মাতা সীতা! আমি দয়ালু রামের শপথ নিয়া বলিতেছি যে আমি শ্রীরামের দূত। প্রমাণ স্বরূপ শ্রীরাম তাঁহার অঙ্গুরীয় আমার দ্বারা পাঠাইয়াছেন।”

663 হরিজন জানি প্রীতি অতি গাঢ়ী। সজল নয়ন পুলকাবলি বাঢ়ী ॥ 5.14.C1
664 অব কহু কুসল জাউঁ বলিহারী। অনুজ সহিত সুখ ভবন খরারী ॥ 5.14.C3
যখন সীতা বুঝিলেন যে হনুমান শ্রীরামের নিকট হইতে আসিয়াছেন,তখন অত্যন্ত ভাবাবেগে আপ্লুত হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন।অতঃপর তিনি বলিলেন,“হে হনুমান আমি তোমাকে শপথ লইয়া শ্রীরামের এবং লক্ষ্মণের কুশলসংবাদ জ্ঞাপন করিতে বলিতেছি।”

665 মাতু কুসল প্রভু অনুজ সমেতা। তব দুখ দুখী সুকৃপা নিকেতা॥ 5.14.C9
666 জনি জননী মানহু জিয়ঁ ঊনা। তুম্হ তে প্রেমু রাম কেং দূনা॥ 5.14.C10
হনুমান বলিল, “হে মাতা! সুন্দর কৃপার ধাম শ্রীরাম তাঁহার অনুজ লক্ষ্মণের সহিত সকল কুশল মঙ্গল। তাঁহারা আপনার জন্য অত্যন্ত চিন্তিত আছেন। দয়া করিয়া দুঃখিত হইবেননা। তাঁহার প্রেম আপনার হইতে দ্বিগুণ।”

667 রঘুপতি কর সন্দেসু অব সুনু জননী ধরি ধীর। 5.14.D1
668 অস কহি কপি গদ গদ ভয়উ ভরে বিলোচন নীর ॥ 5.14.D2
“একটু ধৈর্য্য অবলম্বন করুন এবং তাঁহার বার্তাটি শুনুন।” অতঃপর হনুমান অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া কাঁদিতে লাগিল।

669 কহেউ রাম বিয়োগ তব সীতা। মো কহুঁ সকল ভএ বিপরীতা॥ 5.15.C1
670 তত্ব প্রেম কর মম অরু তোরা। জানত প্রিয়া একু মনু মোরা ॥ 5.15.C6
সে বলিল,“প্রভু রাম বলিয়াছেন, 'হে সীতা তোমার বিরহ আমার জীবনকে অসংলগ্ন রূপ প্রদান করিয়াছে। আমাদের দুইজনের প্রেমের নির্যাস শুধু আমার হৃদয়-ই জানে।”

671 সো মনু সদা রহত তোহি পাহীং। জানু প্রীতি রসু এতেনহি মাহীং ॥ 5.15.C7
672 প্রভু সন্দেসু সুনত বৈদেহী। মগন প্রেম তন সুধি নহিং তেহী॥ 5.15.C8
“আমার হৃদয় এখন শুধু তোমারই নিকট থাকে।ইহাতেই জ্ঞাপিত হয় আমাদের প্রেমের কথা।” ইহা শুনিয়া সীতা অত্যন্ত ভাবাবেগে আপ্লুত হইয়া নিজ শরীর মন ভুলিলেন।

673 কছুক দিবস জননী ধরু ধীরা। কপিন্হ সহিত অইহহিং রঘুবীরা॥ 5.16.C4
674 নিসিচর মারি তোহি লৈ জৈহহিং। তিহুঁ পুর নারদাদি জসু গৈহহিং ॥ 5.16.C5
হনুমান বলিল,“হে মাতা! কিছুদিনের জন্য ধৈর্য্য অবলম্বন করুন ।শ্রীরঘুনাথ কিছুদিনের মধ্যেই বানরসেনা লইয়া আসিবেন এবং রাক্ষসকুলের বিনাশ করিয়া আপনাকে লইয়া যাইবেন।নারদমুনি এবং অন্যান্য মুনিরা ত্রিভুবনে তাঁহার গুণগান করিবেন।”

675 আসিষ দীন্হি রামপ্রিয় জানা। হোহু তাত বল সীল নিধানা॥ 5.17.C2
676 অজর অমর গুননিধি সুত হোহূ। করহুঁ বহুত রঘুনায়ক ছোহূ ॥ 5.17.C3
সীতা রামের প্রিয়জন জানিয়া তাহাকে আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন,“হে পুত্র! তুমি অতীব পুণ্যবান এবং বলশালী হও।তুমি অমর হও এবং পবিত্র কর্মের খনি হও।শ্রীরাম যেন সর্বদা তোমার সঙ্গে থাকেন।”

677 অব কৃতকৃত্য ভয়উঁ মৈং মাতা।আসিষ তব অমোঘ বিখ্যাতা॥ 5.17.C6
678 সুনহু মাতু মোহি অতিসয় ভূখা।লাগি দেখি সুন্দর ফল রুখা॥ 5.17.C7
হনুমান বলিল,“হে মাতা! আমি এতক্ষণে পুণ্যার্জন করিলাম। আপনার আশীর্বাদ জানি কখনই বিফল হইবে না। শোনেন! আমি এই সকল সুন্দর ফলমূল দেখিয়া ক্ষুধায় বড়ই কাতর হইয়াছি।”

679 দেখি বুদ্ধি বল নিপুন কপি কহেউ জানকীং জাহু। 5.17.D1
680 রঘুপতি চরন হৃদয়ঁ ধরি তাত মধুর ফল খাহু ॥ 5.17.D2

হনুমানের বুদ্ধি ও বল দেখিয়া সীতা বলিলেন,"হে পুত্র! শ্রীরাম কে নিজ হৃদয়ে স্থাপন করিয়া এই উদ্যানের সরস মিষ্ট ফল ভক্ষণ করো।"

681 চলেউ নাই সিরু পৈঠেউ বাগা। ফল খাএসি তরু তোরৈং লাগা॥ 5.18.C1

হনুমান সীতাকে অভিবাদন করিয়া উদ্যানে প্রবেশ করিল। প্রথমে সে কিছু ফল খাইল। অতঃপর বৃক্ষ ধরিয়া টান মারিতে লাগিল।

682 সুনি রাবন পঠএ ভট নানা।তিন্হহি দেখি গর্জেউ হনুমানা॥ 5.18.C5
683 সব রজনীচর কপি সঙ্ঘারে । গএ পুকারত কছু অধমারে ॥ 5.18.C6

যখন রাবণ ঐ সকল শব্দ শুনিল, সে নিজ সেনাবাহিনী পাঠাইল। হনুমান তাহাদের দেখিয়া গর্জন করিয়া উঠিল। সে অধিকাংশ রাক্ষসগণকে বধ করিল। অবশিষ্টগণ অর্ধমৃত হইয়া চীৎকার করিতে করিতে পলায়ন করিল।

684 পুনি পঠয়উ তেহিং অচ্ছকুমারা। চলা সঙ্গ লৈ সুভট অপারা ॥ 5.18.C7
685 আবত দেখি বিটপ গহি তর্জা। তাহি নিপাতি মহাধুনি গর্জা ॥ 5.18.C8

অতঃপর রাবণ নিজ পুত্র অক্ষয় কুমারকে অনেকগুলি যোদ্ধাদের সহিত পাঠাইল। তাহাদের আসিতে দেখিয়া হনুমান একটি বৃক্ষ উন্মূলন করিয়া আবাহন করিল; তাহাকে বধ করিয়া গর্জন করিতে লাগিল।

686 চলা ইন্দ্রজিৎ অতুলিত জোধা।বন্ধু নিধন সুনি উপজা ক্রোধা॥ 5.19.C3
687 উঠি বহোরি কীন্হিসি বহু মায়া। জীতি ন জাই প্রভঞ্জন জায়া ॥ 5.19.C9

নিজ ভ্রাতার মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া অতুলনীয় যোদ্ধা মেঘনাদ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া হনুমানের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইল। সে অনেক মায়াবী কলাকৌশল প্রয়োগ করিয়াও হনুমানকে জয় করিতে পারিলনা।

688 ব্রহ্ম অস্ত্র তেহিং সাঁধা কপি মন কীন্হ বিচার। 5.19.D1
689 জৌং ন ব্রহ্মসর মানউঁ মহিমা মিটই অপার ॥ 5.19.D2

অতঃপর মেঘনাদ ব্রহ্মার দ্বারা প্রদত্ত ব্রহ্মাস্ত্র ক্ষেপন করিল। হনুমান ভাবিল "আমি যদি দেবতা ব্রহ্মার প্রদত্ত অস্ত্রকে অসম্মান করি তাহা হইলে এই অস্ত্রটির

অক্ষুন্ন ক্ষমতা লোপ পাইবে।” অতঃপর যখন অস্ত্রটি তাহাকে আঘাত করিল হনুমান স্বেচ্ছায় জ্ঞান হারাইল।

690 তৈহিং দেখা কপি মুরুছিত ভয়ঊ। নাগপাস বাঁধেসি লৈ গয়ঊ ॥ 5.20.C2
691 কহ লঙ্কেস কবন তৈং কীসা।কেহি কেং বল ঘালেহি বন খীসা॥ 5.21.C1

যখন মেঘনাদ দেখিল যে হনুমান জ্ঞান হারাইয়াছে, তখন তাহাকে সর্পফাঁসে আবদ্ধ করিয়া লইয়া গেল। রাবণ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, “হে বানর! তোমার কি পরিচয়? কাহার শক্তির দ্বারা চালিত হইয়া তুমি আমার উদ্যান ধ্বংস করিলে?”

692 সুন রাবন ব্রহ্মান্ড নিকায়া। পাই জাসু বল বিরচতি মায়া ॥ 5.21.C4
693 জাকেং বল বিরংচি হরি ঈসা। পালত সৃজত হরত দসসীসা ॥ 5.21.C5
694 খর দূষন ত্রিসিরা অরু বালী। বধে সকল অতুলিত বলসালী ॥ 5.21.C9

হনুমান বলিল, “হে রাবণ! যাঁহার শক্তির দ্বারা মায়া এই বিশ্বকে সৃষ্টি করিয়া থাকেন, ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বর সৃষ্টি করেন, পুষ্টি করেন এবং ধ্বংস করেন, যিনি বলশালী খার, ত্রিশিরা এবং বালীর সংহার করিয়াছেন;

695 জাকে বল লবলেস তেং জিতেহু চরাচর ঝারি। 5.21.D1
696 তাসু দূত মৈং জা করি হরি আনেহু প্রিয় নারি ॥ 5.21.D2

এবং যাঁহার শক্তির একটি ক্ষুদ্র অংশের দ্বারা আপনি সর্বস্ব জয় করিতে পারিয়াছেন এবং যাঁহার স্ত্রীকে আপনি অপহরণ করিয়াছেন, আমি তাঁহারই দূত।”

697 বিনতী করউঁ জোরি কর রাবন।সুনহু মান তজি মোর সিখাবন॥ 5.22.C7
698 রাম চরন পংকজ উর ধরহূ। লঙ্কা অচল রাজ তুম্হ করহূ॥ 5.23.C1

দয়া করিয়া আপনি আপনার অহংকার ত্যাগ করিয়া শ্রীরামের পাদপদ্মকে নিজ হৃদয়ে স্থাপন করুন এবং চিরকালের জন্য লঙ্কায় রাজত্ব করুন।

699 সুনি কপি বচন বহুত খিসিআনা।বেগি ন হরহুঁ মূঢ় কর প্রানা॥ 5.24.C5
700 সুনত নিসাচর মারন ধাএ।সচিবন্হ সহিত বিভীষনু আএ॥ 5.24.C6

হনুমানের বক্তব্য শুনিয়া রাবণ ক্রোধে অগ্নিশর্মা হইয়া নিজ সভাসদদের বলিল,“আমরা কেন ইহাকে সত্বর বধ করিয়া ফেলিতেছিনা?” ইহা শোনামাত্রই

রাক্ষসগণ তাহাকে বধ করিবার জন্য ধাবিত হইল। ঠিক সেই মুহূর্তে বিভীষণ নিজ মন্ত্রীদের লইয়া দরবারে প্রবেশ করিল।

701 নাই সীস করি বিনয় বহূতা। নীতি বিরোধ ন মারিঅ দূতা ॥ 5.24.C7
702 সুনত বিহসি বোলা দসকন্ধর। অঙ্গ ভঙ্গ করি পঠইঅ বন্দরা॥ 5.24.C9

বিভীষন মস্তক নত করিয়া নম্রস্বরে বলিল,"দূতগণকে বধ করা সংবিধানের নীতির অন্তর্গত নহে।" এই কথা শুনিয়া রাবণ হাসিয়া আজ্ঞা দিল,"এই বানরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ভাঙ্গিয়া উহার স্বামীর নিকট পাঠাইয়া দাও।"

703 কপি কেং মমতা পূঁছ পর সবহি কহউঁ সমুঝাই। 5.24.D1
704 তেল বোরি পট বাঁধি পুনি পাবক দেহু লগাই ॥ 5.24.D2

"সকলকে জানাইয়া রাখি একটি বানর তাহার পুচ্ছটি বড়ই ভালোবাসে। সেইজন্য উহার পুচ্ছটিকে তৈলসিক্ত বস্ত্র দিয়া বাঁধিয়া অগ্নি সংযোগ কর।"

705 পাবক জরত দেখি হনুমন্তা । ভয়উ পরম লঘু রুপ তুরন্তা॥ 5.25.C8
706 জরই নগর ভা লোগ বিহালা। ঝপট লপট বহু কোটি করালা॥ 5.26.C2

যখন হনুমান অগ্নিসংযোগ করিতে দেখিল সে নিজেরে অতি ক্ষুদ্রকায় করিয়া লইল। সমগ্র রাজ্য অগ্নিদগ্ধ হইতে আরম্ভ হইল। ইহাতে সকল প্রজারা অত্যন্ত চিন্তাগ্রস্ত হইল।

707 জারা নগরু নিমিষ এক মাহীং।এক বিভীষন কর গৃহ নাহীং॥ 5.26.C6
708 উলটি পলটি লঙ্কা সব জারী। কূদি পরা পুনি সিন্ধু মঝারী॥ 5.26.C8

বিভীষনের প্রাসাদ ছাড়িয়া সমগ্র রাজ্য এক মুহূর্তে হনুমান অগ্নিদগ্ধ করিল। অতঃপর সে স্বয়ং সমুদ্রে প্রবেশ করিল।

709 পূঁছ বুঝাই খোই শ্রম ধরি লঘু রুপ বহোরি। 5.26.D1
710 জনকসুতা কেং আগেং ঠাঢ় ভয়উ কর জোরি ॥ 5.26.D2

নিজ পুচ্ছটির আগুন নিভাইয়া, ক্লান্তি দূর করিয়া, নিজ ক্ষুদ্র আকার ধারণ করিয়া সে অতি সম্মানপূর্বক সীতার অগ্রে করজোড়ে দাঁড়াইয়া কহিল,

711 মাতু মোহি দীজে কছু চীন্হা। জৈসেং রঘুনায়ক মোহি দীন্হা॥ 5.27.C1
712 চূড়ামনি উতারি তব দয়ঊ। হরষ সমেত পবনসুত লয়ঊ॥ 5.27.C2

"দয়া করিয়া আমাকে আপনার নিজস্ব কিছু নিদর্শন প্রদান করুন যেমন রঘুকুলের অধিপতি শ্রীরাম আপনাকে পাঠাইয়াছিলেন।" সীতা নিজ কেশ হইতে চূড়ামনি খুলিয়া হনুমানকে প্রদান করিলেন। হনুমান সেটি সহর্ষে লইল।

713 কহেহু তাত অস মোর প্রনামা। সব প্রকার প্রভু পূরনকামা॥ 5.27.C3
714 দীন দয়াল বিরিদু সংভারী। হরহু নাথ মম সঙ্কট ভারী ॥ 5.27.C4

"হে পুত্র! শ্রীরামকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাইও এবং বার্তা দিও– হে প্রভু! আপনার নিজস্ব কোনো ইচ্ছা নাই; আপনি দুর্বল এবং দুঃখীদের সহায়। সেইজন্য নিজ প্রতিষ্ঠার কথা স্মরণ করিয়া আমার দুঃখ দূর করুন।"

715 জনকসুতহি সমুঝাই করি বহু বিধি ধীরজু দীন্হ। 5.27.D1
716 চরন কমল সিরু নাই কপি গবনু রাম পহিং কীন্হ ॥ 5.27.D2

হনুমান তাঁহাকে অনেক সান্ত্বনা দিয়া তাঁহার পাদপদ্মে প্রণাম করিয়া শ্রীরামের নিকট গমন করিল।

717 পবনতনয় কে চরিত সুহাএ। জামবন্ত রঘুপতিহি সুনাএ॥ 5.30.C6
718 সুনত কৃপানিধি মন অতি ভাএ। পুনি হনুমান হরষি হিয়ঁ লাএ॥ 5.30.C7

জামবন্ত শ্রীরামকে হনুমানের অভূতপূর্ব কৃতিত্বর কথা জানাইল। দয়ার সাগর শ্রীরাম খুব পুলকিত হইলেন। ইহা শুনিয়া তিনি হনুমানকে আলিঙ্গন করিলেন।

719 চলত মোহি চূড়ামনি দীন্হী। রঘুপতি হৃদয়ঁ লাই সোই লীন্হী ॥ 5.31.C1
720 সীতা কৈ অতি বিপতি বিসালা। বিনহিং কহেং ভলি দীনদয়ালা॥ 5.31.C9

হনুমান বলিল "আমি যখন আসিতেছিলাম, মাতা সীতা আমাকে এই চূড়ামনিটি প্রদান করিয়াছিলেন।" শ্রীরাম সেটি লইয়া নিজ হৃদয়ে ছোঁয়াইলেন। হনুমান বলিল, "মাতা সীতার দুঃখ অকল্পনীয় এবং অবর্ণনীয়।"

721 তব রঘুপতি কপিপতিহি বোলাবা। কহা চলৈং কর করহু বনাবা॥ 5.34.C6
722 চলা কটকু কো বরনৈং পারা। গর্জহি বানর ভালু অপারা॥ 5.35.C8

শ্রীরাম সুগ্রীবকে ডাকিয়া তাহাকে সেনা লইয়া অগ্রসর হইতে বলিলেন। যেই শ্রীরাম আজ্ঞা প্রদান করিলেন,সেই মুহূর্তে বিশাল বলশালী সেনাবাহিনী অগ্রসর হইতে শুরু করিল। প্রভূত সংখ্যায় বানর এবং ভল্লুক গর্জন করিতে লাগিল।

723 এহি বিধি জাই কৃপানিধি উতরে সাগর তীর। 5.35.D1
724 জহঁ তহঁ লাগে খান ফল ভালু বিপুল কপি বীর ॥ 5.35.D2

শ্রীরাম তাঁহার সেনাবাহিনী লইয়া সমুদ্রতীরে পৌঁছাইলেন।সাহসী বানর এবং ভল্লুকগণ যত্রতত্র ফলমূল ভক্ষণ শুরু করিল।

725 উহাঁ নিসাচর রহহিং সসঙ্কা। জব তেং জারি গয়উ কপি লঙ্কা॥ 5.36.C1
726 অবসর জানি বিভীষনু আবা। ভ্রাতা চরন সীসু তেহিং নাবা ॥ 5.38.C2

যেই ক্ষণ হইতে হনুমান লঙ্কা দহন করিয়াছিল, সেইক্ষণ হইতে সেইস্থানের রাক্ষসগণ অত্যন্ত ভীতিকর অবস্থায় থাকিতেছিল।সময় সুযোগ বুঝিয়া নতমস্তক হইয়া বিভীষণ রাবণের নিকট উপস্থিত হইল।

727 তাত রাম নহিং নর ভূপালা। ভুবনেস্বর কালহু কর কালা॥ 5.39.C1
728 দেহু নাথ প্রভু কহুঁ বৈদেহী। ভজহু রাম বিনু হেতু সনেহী ॥ 5.39.C6

সে খুব নম্রস্বরে বলিল, “হে ভ্রাতা! শ্রীরাম কেবল মনুষ্যদেরই দেবতা নহেন, তিনি সমস্ত পৃথিবী এবং মৃত্যুর দেবতা। দয়া করিয়া সীতাকে ফেরৎ পাঠাইয়া দিন এবং নিঃস্বার্থ ভাবে যিনি স্নেহ করিয়া থাকেন সেই রামের পূজা করুন।”

729 সুনত দসানন উঠা রিসাঈ। খল তোহি নিকট মুত্যু অব আঈ॥ 5.41.C2
730 অস কহি কীন্হেসি চরন প্রহারা। অনুজ গহে পদ বারহিং বারা॥ 5.41.C6

যে মুহূর্তে রাবণ ঐ কথাগুলি শুনিল সেই মুহূর্তে সে ক্রুদ্ধ হইয়া চীৎকার করিয়া বলিল, “হে দুরাচারী! তোর মৃত্যু অবধারিত।” সে বিভীষণকে পদাঘাত করিতে শুরু করিল কিন্তু বিভীষণ তাহার পদযুগল ধরিয়াই থাকিল ।

731 রামু সত্যসঙ্কল্প প্রভু সভা কালবস তোরি। 5.41.D1
732 মৈং রঘুবীর সরন অব জাউঁ দেহু জনি খোরি ॥ 5.41.D2

অতঃপর বিভীষণ বলিল “শ্রীরাম সত্যের পূজারী; আপনার রাজ্যের ধ্বংস সুনিশ্চিত। আমি প্রভুর শরণে যাইতেছি। আমাকে এই জন্য আর দোষারোপ করিবেন না।”

733 শ্রবন সুজসু সুনি আয়উঁ প্রভু ভঞ্জন ভব ভীর। 5.45.D1
734 ত্রাহি ত্রাহি আরতি হরন সরন সুখদ রঘুবীর ॥ 5.45.D2

বিভীষণ রামের নিকট গিয়া বলিলেন, “আমি আপনার মহিমার কথা শুনিয়াছি। আপনি জন্ম এবং মৃত্যুর ভয়কে বিনাশ করেন। হে দুঃখবিনাশকারী, হে সুখদাতা এবং আশীষদাতা দয়া করিয়া আমাকে রক্ষা করুন।”

735 সুনহু সখা নিজ কহউঁ সুভাঊ। জান ভুসুন্ডি সম্ভু গিরিজাঊ ॥ 5.48.C1
শ্রীরাম বলিলেন,“হে মিত্র! আমাকে আমার চরিত্র বিশ্লেষণ করিতে দাও। আমার এই বর্ণনার কথা কাকভুষুন্ডি, (কাকভুষুন্ডি একটি কাক যে রামের ভক্ত; সে গরুড়কে রামায়ণ শুনাইত) শিব এবং পার্বতী সকলেরই অবগত।”

736 জৌং নর হোই চরাচর দ্রোহী। আবৈ সভয় সরন তকি মোহী॥ 5.48.C2
737 তজি মদ মোহ কপট ছল নানা।করউঁ সদ্য তেহি সাধু সমানা॥5.48.C3
“যে কোনো মনুষ্য যে পৃথিবীর শত্রু আমার নিকট আশ্রয় লইতে আসে এবং নিজ ছলচাতুরী, মোহ -মায়া, কলাকৌশল ত্যাগ করিয়া থাকে, তাহাকে আমি সত্যান্বেষী মনুষ্যে পরিবর্তিত করি।”

738 অস কহি রাম তিলক তেহি সারা।সুমন বৃষ্টি নভ ভঈ অপারা॥ 5.49.C10
739 সুনু কপীস লঙ্কাপতি বীরা। কেহি বিধি তরিঅ জলধি গম্ভীরা ॥ 5.50.C5
শ্রীরাম বিভীষণের কপালে একটি পবিত্র চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া দিলেন যাহার দ্বারা বিভীষণ লঙ্কার নির্বাসিত রাজা এই কথা বোধগম্য হইতেছিল। স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইল। অতঃপর শ্রীরাম সুগ্রীব এবং লঙ্কাপতি বিভীষণকে সমুদ্র লঙ্ঘন করিবার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন।

740 কহ লঙ্কেস সুনহু রঘুনায়ক। কোটি সিন্ধু সোষক তব সায়ক ॥ 5.50.C7
741 জদ্যপি তদপি নীতি অসি গাঈ।বিনয় করিঅ সাগর সন জাঈ॥ 5.50.C8
বিভীষণ বলিল, “হে প্রভু! আপনার শর এই প্রকার সহস্রাধিকবার সমুদ্রকে শুষ্ক করিয়া দিতে পারে। যাহা হউক, আপনাকে প্রথমে রীতিনীতির অনুসরণ করিয়া সমুদ্রের আজ্ঞা লইতে হইবে।”

742 প্রথম প্রনাম কীন্হ সিরু নাঈ। বৈঠে পুনি তট দর্ভ ডসাঈ ॥ 5.51.C7
তাহার পরামর্শ লইয়া শ্রীরাম সমুদ্রকে অভিবাদন করিয়া সমুদ্রতটে বসিলেন।

743 বিনয় ন মানত জলধি জড় গএ তীনি দিন বীতি। 5.57.D1
744 বোলে রাম সকোপ তব ভয় বিনু হোই ন প্রীতি ॥ 5.57.D2

তিন দিন কাটিয়া গেল কিন্তু জেদী সমুদ্র রামের প্রার্থনা শুনিল না। শ্রীরাম ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "ভয় প্রদর্শন না করিলে এমনকি প্রীতিলাভও হয় না।"

745 অস কহি রঘুপতি চাপ চঢ়াবা।য়হ মত লছিমন কে মন ভাবা॥ 5.58.C5
746 সন্ধানেউ প্র ভু বিসিখ করালা।উঠী উদধি উর অন্তর জ্বালা॥ 5.58.C6

তিনি ধনুতে টংকার দিলেন; লক্ষ্মণ ইহাতে খুবই পুলকিত হইল। যেই মুহূর্তে রাম বাণ নিক্ষেপ করিলেন, সমুদ্র অন্তরে জ্বলিতে লাগিল।

747 কনক থার ভরি মনি গন নানা। বিপ্র রূপ আয়উ তজি মানা॥ 5.58.C8
748 সভয় সিন্ধু গহি পদ প্রভু কেরে। ছমহু নাথ সব অবগুন মেরে॥ 5.59.C1

অহংকার ভুলিয়া সমুদ্র ব্রাহ্মণের বেশ ধরিয়া শ্রীরামকে একটি থালার উপর অনেকগুলি মণি প্রদান করিল। ভীত হইয়া সে শ্রীরামের পদযুগল ধরিয়া নিজ দুষ্কর্মের জন্য ক্ষমা যাচনা করিল।

749 নাথ নীল নল কপি দ্বৌ ভাঈ। লরিকাঈং রিষি আসিষ পাঈ ॥ 5.60.C1
750 তিন্হ কেং পরস কিএঁ গিরি ভারে।তরিহহিং জলধি প্রতাপ তুম্হারে॥ 5.60.C2

"হে নাথ! আপনার সেনাবাহিনীতে নল এবং নীল নামের দুই ভ্রাতা আছে। তাহাদের বাল্যকালে তাহারা ঋষিদের নিকট হইতে একটি বিশিষ্ট বর পাইয়া ছিল। আপনার আশীর্বাদ এবং তাহাদের স্পর্শে পর্বত পর্যন্ত্য সমুদ্রে ভাসমান থাকিতে পারিবে।"

751 মৈং পুনি উর ধরি প্রভু প্রভুতাঈ।করিহউঁ বল অনুমান সহাঈ॥5.60.C3
752 এহি বিধি নাথ পয়োধি বঁধাইঅ। জেহিং য়হ সুজসু লোক তিহুঁ গাইঅ॥5.60.C4

"আমিও আপনার মহত্ব অনুধাবন করিয়া আপনাকে যথেষ্ট সাহায্য করিব।হে প্রভু! সমুদ্র কে এই প্রকার বাঁধুন যাহাতে সমগ্র বিশ্বে প্রভূত খ্যাতি লাভ করিতে পারেন।"

753 সকল সুমঙ্গল দায়ক রঘুনায়ক গুন গান। 5.60.D1
754 সাদর সুনহিং তে তরহিং ভব সিন্ধু বিনা জলজান॥ 5.60.D2

শ্রীরামের গুণগান করিলে সকল আশীর্বাদ লাভ করা যায়।যাঁহারা তাহা শ্রবণ করেন তাঁহারা এই ভবসমুদ্র তরণী না বাহিয়াই পার করিতে পারেন।

লঙ্কাকাণ্ড

755 সিন্ধু বচন সুনি রাম সচিব বোলি প্রভু অস কহেউ। 6.0b.S1
756 অব বিলম্বু কেহি কাম করহু সেতু উতরৈ কটকু ॥ 6.0b.S2

সমুদ্রর কথা শুনিবার পর প্রভু রাম তাঁহার মন্ত্রীদের ডাকিয়া বলিলেন, "বিলম্ব হইবার কারণ কি? আমাদের একটি সেতু তৈয়ারি করা উচিত যেটি লঙ্ঘন করিয়া আমাদের সেনাবাহিনী অপর দিকে যাইতে পারে।"

757 অতি উতঙ্গ গিরি পাদপ লীলহিং লেহিং উঠাই। 6.1.D1
758 আনি দেহিং নল নীলহি রচহিং তে সেতু বনাই ॥ 6.1.D2

অত্যন্ত উৎসাহ সহকারে বানর এবং ভল্লুকগণ সকলে মিলিয়া বৃক্ষ এবং পর্বত উন্মূলন করিতে লাগিল। তাহারা সেগুলি নল এবং নীলের হস্তে সমর্পণ করিল যাহারা একটি সুন্দর সেতু নির্মাণ করিল।

759 দেখি সেতু অতি সুন্দর রচনা।বিহসি কৃপানিধি বোলে বচনা॥ 6.2.C2
760 করিহউঁ ইহাঁ সংভু থাপনা। মোরে হৃদয়ঁ পরম কলপনা ॥ 6.2.C4

শ্রীরাম ঐ সুন্দর সেতুটি দেখিয়া হাসিয়া বলিলেন, "আমার মনে হয় এই স্থানে প্রভু শিবের একটি মূর্তি স্থাপন করা উচিত।ইহাই আমার সঙ্কল্প।"

761 লিঙ্গ থাপি বিধিবত করি পূজা।সিব সমান প্রিয় মোহি ন দূজা॥ 6.2.C6
762 জে রামেস্বর দরসনু করিহহিং।তে তনু তজি মম লোক সিধরিহহিং॥ 6.3.C1

অতঃপর শ্রীরাম একটি শিবলিঙ্গ স্থাপন করিয়া শ্রদ্ধাপূর্বক পূজা করিয়া বলিলেন, "আমার নিকট শিবের ন্যায় প্রিয় আর কেহ নাই। যাঁহারা এই রামেশ্বরকে পূজা করিবেন, তাঁহারা মৃত্যুর পর আমার গৃহে বাস করিতে পারিবেন।"

763 সেন সহিত উতরে রঘুবীরা। কহি ন জাই কপি জূথপ ভীরা॥ 6.5.C2
764 সুনত শ্রবন বারিধি বন্ধানা । দস মুখ বোলি উঠা অকুলানা ॥ 6.5.C10

শ্রীরাম তাঁহার সেনাবাহিনী লইয়া সেতুর উপর দিয়া সমুদ্র লঙ্ঘন করিলেন। সেই সেনাবাহিনীর মধ্যে বানরদের সংখ্যা গণনা করা দুষ্কর ছিল। যখন রাবণ সেতুর নির্মাণের বিষয়ে শুনিল, সে চিন্তিত হইয়া দশটি আনন দিয়া একসঙ্গে বলিয়া উঠিল।

765 বান্ধ্যো বননিধি নীরনিধি জলধি সিন্ধু বারীস। 6.5.D1
766 সত্য তোয়নিধি কম্পতি উদধি পয়োধি নদীস ॥ 6.5.D2
“ইহা কি সত্যযে বননিধি, নীরনিধি, জলধি, সিন্ধু, বারীশ, কম্পতি, উদধি, পয়োধি নদীশকে বাঁধিয়া ফেলা হইছে?"

767 মন্দোদরীং সুন্যো প্রভু আয়ো। কৌতুকহীং পাথোধি বঁধায়ো ॥ 6.6.C2
768 তাসু বিরোধ ন কীজিঅ নাথা। কাল করম জিব জাকেং হাথা ॥ 6.6.C9
যখন মন্দোদরী, রাবণের স্ত্রী, রামের আগমনের এবং সেতু নির্মাণের এবং খেলাচ্ছলে সমুদ্রকে বাঁধিবার কথা শুনিল তখন বলিল,“হে প্রিয়! যিনি সময়, ভাগ্য এবং আত্মাকে নিয়ন্ত্রণ করেন, তাঁহার বিরুদ্ধে যাইবেন না।"

769 তাসু ভজন কীজিঅ তহঁ ভর্তা। জো কর্তা পালক সংহর্তা ॥ 6.7.C4
770 সুনু তৈং প্রিয়া বৃথা ভয় মানা।জগ জোধা কো মোহি সমানা॥ 6.8.C2
“হে প্রভু! যিনি এই পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা, পুষ্টিকর্তা এবং বিনাশকারী তাঁহার আরাধনা করুন!” রাবণ মন্দোদরীকে বলিল, “হে প্রিয়! তুমি বিনা কারণে ভয় পাইতেছ। তুমিই বল এই সমগ্র পৃথিবীতে আমার চাহিতে বড় যোদ্ধা কি আর কেহ আছে?”

771 ইহাঁ প্রাত জাগে রঘুরাঈ। পূছা মত সব সচিব বোলাঈ ॥ 6.17.C1
772 মন্ত্র কহউঁ নিজ মতি অনুসারা। দূত পঠাইঅ বালিকুমারা ॥ 6.17.C4
ইতিমধ্যে রাম নিদ্রা হইতে জাগিয়া মন্ত্রীগণের সহিত আলোচনা করিলেন।জাম্ববন্ত বলিল,“আমি মনে করি অঙ্গদকে রাবণের নিকট আমাদের দূত হিসাবে পাঠানো উচিত।”

773 বালিতনয় বুধি বল গুন ধামা। লঙ্কা জাহু তাত মম কামা ॥ 6.17.C6
774 বন্দি চরন উর ধরি প্রভুতাঈ। অঙ্গদ চলেউ সবহি সিরু নাঈ ॥ 6.18.C1
শ্রীরাম তাহার পরামর্শ হিসাবে অঙ্গদকে নির্দেশ প্রদান করিলেন,“হে বলবান্, বুদ্ধিমান গুণের আকর এবং পুণ্যবান বালিপুত্র! আমার কার্যের জন্য লঙ্কায় গমন কর।” অঙ্গদ শ্রীরামের পদধূলি লইয়া, হৃদয়ে প্রভুকে ধারণ করিয়া এবং সকলকে অভিবাদন করিয়া লঙ্কার জন্য প্রস্থান করিল।

775 গয়উ সভা দরবার তব সুমিরি রাম পদ কঞ্জ। 6.18.D1
776 সিংহ ঠবনি ইত উত চিতব ধীর বীর বল পুঞ্জ ॥ 6.18.D2

শ্রীরামের পাদপদ্মের কথা স্মরণ করিয়া সে রাবণের দরবারে উপস্থিত হইল। সেইস্থানে পৌঁছাইবার পর বলশালী বুদ্ধিমান ধীর অঙ্গদ সিংহর ন্যায় চতুর্দিকে দেখিতে লাগিল।

777 কহ দসকন্ঠ কবন তৈং বন্দর। মৈং রঘুবীর দূত দসকন্ধর ॥ 6.20.C1
778 অব সুভ কহা সুনহু তুম্হ মোরা। সব অপরাধ ছমিহি প্রভু তোরা॥ 6.20.C6

রাবণ অঙ্গদকে প্রশ্ন করিল, "হে বানর! তোমার কি পরিচয়?" অঙ্গদ বলিল, "হে রাবণ! আমি শ্রীরামের দূত। এখন তোমার উপকারের জন্য আমার কথা শুন। যদি তুমি আমার কথা শুন, তাহা হইলে শ্রীরাম তোমার সকল পাপ ক্ষমা করিয়া দিবেন।"

779 দসন গহহু তৃন কন্ঠ কুঠারী। পরিজন সহিত সঙ্গ নিজ নারী॥ 6.20.C7
780 সাদর জনকসুতা করি আগেং। এহি বিধি চলহু সকল ভয় ত্যাগেং॥ 6.20.C8

"নিজ দন্তের মধ্যে একটি শুষ্ক তৃণ এবং একটি কুড়াল নিজ গলপ্রদেশে রাখিয়া, নিজ পরিবারকে সঙ্গে লইয়া মাতা সীতাকে সম্মুখে রাখিয়া প্রভু রামের নিকট সকল ভয় ত্যাগ করিয়া আমার সহিত এইপ্রকার অগ্রসর হও।"

781 রে কপিপোত বোলু সংভারী। মূঢ় ন জানেহি মোহি সুরারী ॥ 6.21.C1

রাবণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া গর্জন করিয়া বলিল, "রে বানর! নিজ ভাষা সংযত কর্। নির্বোধ! তুই কি জানিস না আমি দেবতাদের ঘোরতর শত্রু?"

782 পুনি সকোপ বোলেউ জুবরাজা। গাল বজাবত তোহি ন লাজা॥ 6.33.C3
783 রে ত্রিয় চোর কুমারগ গামী। খল মল রাসি মন্দমতি কামী॥ 6.33.C5

অঙ্গদ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, "তোর কি নিজ ঢাক পিটাইতে লজ্জা করে না? শুন্, তুই একটি রমণী-তস্কর এবং দুর্বৃত্ত। তুই দুরাচারী, পাপী, লম্পট এবং দুর্বলচিত্ত ব্যক্তি।"

784 সো নর ক্যোং দসকন্ধ বালি বধ্যো জেহিং এক সর। 6.33a.S1
785 বীসহুঁ লোচন অন্ধ ধিগ তব জন্ম কুজাতি জড় ॥ 6.33a.S2

"হে রাবণ! তুই কি মনে করিস যে একটি সাধারণ মনুষ্য বালীর ন্যায় বলশালীকে কেবল একটি মাত্র শরের সাহায্যে বধ করিতে পারে? তোর তো বিংশটি চক্ষু কিন্তু তুই তাহা সত্ত্বেও অন্ধ। তোর জন্ম লাভ করাটাই বৃথা এবং লজ্জাকর।"

786 সমুঝি রাম প্রতাপ কপি কোপা। সভা মাঝ পন করি পদ রোপা॥ 6.34.C8
787 জৌং মম চরন সকসি সঠ টারী। ফিরহিং রামু সীতা মৈং হারী ॥ 6.34.C9
অঙ্গদ শ্রীরামের প্রতাপ স্মরণ করিয়া দরবারে নিজেরে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া দাঁড়াইল এবং বলিল,"হে নির্বোধ! তুই যদি আমার পদযুগল এই স্থান হইতে নড়াইতে পারিস, তাহা হইলে শ্রীরাম ফিরিয়া যাইবেন,আর আমি সীতাকে না লইয়া চলিয়া যাইব।"

788 ঝপটহিং করি বল বিপুল উপাঈ। পদ ন টরই বৈঠহিং সিরু নাঈ॥ 6.34.C12
789 কপি বল দেখি সকল হিয়ঁ হারে। উঠা আপু কপি কেং পরচারে ॥ 6.35.C1
প্রতিটি রাক্ষস অঙ্গদের পদযুগল নড়াইতে প্রয়াস করিল। কিন্তু একে একে বিফল হইয়া লজ্জিত হইয়া নিজ নিজ স্থান গ্রহণ করিল। যখন অঙ্গদের বল দেখিয়া সকল রাক্ষস মনে মনে হার স্বীকার করিল সকলেই বিফল হইল রাবণ অঙ্গদের কটাক্ষ দ্বারা ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

790 গহত চরন কহ বালিকুমারা। মম পদ গহেং ন তোর উবারা ॥ 6.35.C2
791 গহসি ন রাম চরন সঠ জাঈ। সুনত ফিরা মন অতি সকুচাঈ॥ 6.35.C3
সে অঙ্গদের পদযুগল ধরিবার জন্য নিজ হস্ত প্রসারিত করিল। অঙ্গদ বলিল, "হে রাবণ! তুই আমার পদযুগল স্পর্শ করিয়া মোক্ষলাভ করিবি না। হে নির্বোধ! কেন তুই শ্রীরামের চরণস্পর্শ করিতেছিস না?"এই সকল বাক্য শুনিয়া রাবণ অতি অপ্রস্তুত হইয়া নিজ সিংহাসনে উপবিষ্ট হইল।

792 রিপু বল ধরষি হরষি কপি বালিতনয় বল পুঞ্জ । 6.35a.D1
793 পুলক সরীর নয়ন জল গহে রাম পদ কঞ্জ ॥ 6.35a.D2
অত্যন্ত বলশালী বালির পুত্র অঙ্গদ শত্রুর মনোবল ভাঙ্গিয়া, পুলকিত হইয়া শ্রীরামের নিকট গিয়া তাঁহার চরণস্পর্শ করিল। তাহার শরীর পুলকিত হইল, চক্ষু হইতে আনন্দাশ্রু বহিতে লাগিল।

794 রিপু কে সমাচার জব পাএ। রাম সচিব সব নিকট বোলাএ ॥ 6.39.C1
795 লঙ্কা বাঁকে চারি দুআরা। কেহি বিধি লাগিঅ করহু বিচারা ॥ 6.39.C2

যখন শ্রীরাম অঙ্গদের নিকট হইতে শত্রুপক্ষের বিষয়ে অবগত হইলেন তখন তিনি নিজ মন্ত্রীগণকে শলা–পরামর্শ করিবার জন্য ডাকিলেন। তিনি বলিলেন,"লঙ্কার চারিটি শক্তিশালী দ্বার আছে। আপনারা নিজ নিজ মন্তব্য করুন কি প্রকারে আমরা আক্রমণ করিতে পারি।"

796 করি বিচার তিন্হ মন্ত্র দৃঢ়াবা।চারি অনী কপি কটকু বনাবা॥ 6.39.C4
797 হরষিত রাম চরন সির নাবহিং।গহি গিরি সিখর বীর সব ধাবহিং॥ 6.39.C7

আলোচনা করিবার পর সেনাবাহিনীকে চারিটি অংশে বিভাজন করা হইল। অসীম উৎসাহ সহকারে সকল সৈনিক শ্রীরামের চরণে মস্তক নত করিল। সকলে তাহাদের হস্তে পর্বত ধারণ করিয়া লঙ্কার দিকে অগ্রসর হইল।

798 রাম প্রতাপ প্রবল কপিজূথা। মর্দহিং নিসিচর সুভট বরুথা॥ 6.42.C1
799 নিজ দল বিচল সুনী তেহিং কানা।ফেরি সুভট লঙ্কেস রিসানা॥ 6.42.C6

শ্রীরাম হইতে শক্তি সঞ্চয় করিয়া বলশালী বানরসেনা রাক্ষসগণকে পরাজিত করিতে লাগিল। যখন রাবণ শুনিল যে তাহার সেনাবাহিনী ভয় পাইতেছে, সে ক্রুদ্ধ হইয়া গর্জন করিয়া তাহাদের ফেরত গিয়া যুদ্ধ করিতে বলিল।

800 নিসিচর অনী দেখি কপি ফিরে। জহঁ তহঁ কটকটাই ভট ভিরে॥ 6.46.C5
801 কোপি কপিন্হ দুর্ঘট গঢ়ু ঘেরা।নগর কোলাহলু ভয়উ ঘনেরা॥ 6.49.C9

রাক্ষসগণকে দেখিয়া বানরসেনা যুদ্ধক্ষেত্রে ফেরত আসিল। যোদ্ধাগণ ক্রোধে অগ্নিশর্মা হইয়া দন্ত পেষণ করিয়া একে অপরের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। হিংস্র বানরসেনা সমগ্র রাজ্যে হুংকার করিতে করিতে অতীব শক্তিশালী দুর্গ দখল করিল। ইহাতে সম্পূর্ণ রাজ্য কোলাহল মুখর হইল।

802 মেঘনাদ সুনি শ্রবন অস গঢ়ু পুনি ছেঙ্কা আই। 6.49.D1
803 উতর্যো বীর দুর্গ তেং সন্মুখ চল্যো বজাই ॥ 6.49.D2

যখন মেঘনাদ (রাবণের পুত্র) দুর্গ দখলের বিষয় জানিতে পারিল, তৎক্ষণাৎ সে যুদ্ধ ভেরী বাজাইয়া শত্রুর সহিত যুদ্ধ ঘোষণা করিল।

804 দস দস সর সব মারেসি পরে ভূমি কপি বীর। 6.50.D1
805 সিংহনাদ করি গর্জা মেঘনাদ বল ধীর ॥ 6.50.D2

সে দশটি করিয়া শর নিক্ষেপ করিয়া বেশ কয়েকটি সাহসী বানরগণকে ধরাশায়ী করিল এবং সিংহের ন্যায় গর্জন করিতে লাগিল।

806 আয়সু মাগি রাম পহিং অঙ্গদাদি কপি সাথ। 6.52.D1
807 লছিমন চলে ক্রুদ্ধ হোই বান সরাসন হাথ ॥ 6.52.D2

ক্রুদ্ধ লক্ষণ শ্রীরাম হইতে আজ্ঞা লইয়া ধনুর্বাণ সহ অঙ্গদের সহিত মেঘনাদকে বধ করিবার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে গমন করিলেন।

808 লছিমন মেঘনাদ দ্বৌ জোধা।ভিরহিং পরসপর করি অতি ক্রোধা॥ 6.54.C2
809 বীরঘাতিনী ছাড়িসি সাঁগী। তেজ পুংজ লছিমন উর লাগী॥ 6.54.C7

ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া লক্ষণ এবং মেঘনাদ যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। মেঘনাদ নিজ প্রাণসংশয় বুঝিতে পারিয়া লক্ষণের দিকে বীরঘাতিনী অস্ত্র নিক্ষেপ করিল। উহা লক্ষণের বক্ষে লাগিল এবং তিনি জ্ঞান হারাইলেন।

810 ব্যাপক ব্রহ্ম অজিত ভুবনেস্বর। লছিমন কহাঁ বূঝ করুনাকর॥ 6.55.C5
811 তব লগি লৈ আয়উ হনুমানা।অনুজ দেখি প্রভু অতি দুখ মানা॥ 6.55.C6

ত্রিলোকপতি সর্বব্যাপী অপরাজয়ী দয়ার সাগর শ্রীরাম "লক্ষণ কোথায়?" বলিয়া তাহার বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করিলেন। ইতিমধ্যে হনুমান লক্ষণকে শ্রীরামের নিকট লইয়া আসিল। শ্রীরাম নিজ কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে অজ্ঞান অবস্থায় দেখিয়া অত্যন্ত কাতর হইলেন।

812 জামবন্ত কহ বৈদ সুষেনা। লঙ্কা রহই কো পঠঈ লেনা ॥ 6.55.C7
813 ধরি লঘু রূপ গয়উ হনুমন্তা।আনেউ ভবন সমেত তুরন্তা॥ 6.55.C8

জাম্ববন্ত বলিল,“লঙ্কাতে সুশেন নামের একজন চিকিৎসক আছেন। তাঁহাকে আনিবার জন্য আমরা কাহাকে পাঠাইতে পারি?” হনুমান নিজ আকৃতি ক্ষুদ্র করিয়া লঙ্কায় গমন করিয়া তৎক্ষনাৎ সুশেনকে তাহার গৃহ সমেত লইয়া আসিল।

814 রাম পদারবিন্দ সির নায়উ আই সুষেন। 6.55.D1
815 কহা নাম গিরি ঔষধী জাহু পবনসুত লেন ॥ 6.55.D2

সুশেন ঔষধের নাম এবং পর্বতের নাম জানাইল এবং বলিল "হে পবনপুত্র! যাও ঔষধি লইয়া আস।"

816 রাম চরন সরসিজ উর রাখী। চলা প্রভঞ্জনসুত বল ভাষী॥ 6.56.C1
817 দেখা সৈল ন ঔষধ চীন্হা। সহসা কপি উপারি গিরি লীন্হা ॥ 6.58.C7
হনুমান শ্রীরামকে নিজ বক্ষে ধারণ করিয়া সোচ্চারে কহিল, “আমি এই মুহূর্তে ঔষধ লইয়া আসিতেছি।” হনুমান যেই পর্বতে সেই ঔষধের বৃক্ষ সেই পর্বতের উপর পৌঁছাইল। সঠিক বৃক্ষটি চিনিতে না পারায় সমগ্র পর্বতটিকে উন্মূলন করিয়া আনিল।

818 উহাঁ রাম লছিমনহি নিহারী। বোলে বচন মনুজ অনুসারী ॥ 6.61.C1
819 জৌং জনতেউঁ বন বন্ধু বিছোহূ।পিতা বচন মনতেউঁ নহিং ওহূ॥ 6.61.C6
ইতিমধ্যে লক্ষণকে অজ্ঞান অবস্থায় দেখিয়া রাম সাধারণ মনুষ্যের ন্যায় বিলাপ করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন,“যদি আমি জানিতাম যে এই অরণ্যে আসিয়া আমি আমার ভ্রাতা হইতে বিচ্ছিন্ন হইব, তাহা হইলে কদাপি পিতৃ-আজ্ঞা পালন করিতাম না।”

820 প্রভু প্রলাপ সুনি কান বিকল ভএ বানর নিকর। 6.61.S1
821 আই গয়উ হনুমান জিমি করুনা মহঁ বীর রস ॥ 6.61.S2
বানরগণ প্রভুকে বিলাপ করিতে দেখিয়া দুঃখিত হইল। ঠিক সেই মুহূর্তে হনুমান ফেরত আসিল মনে হইল যেন সকল দুঃখের মাঝে করুণরসের মধ্যে বীররস যোগ হইল।

822 তুরত বৈদ তব কীন্হ উপাঈ। উঠি বৈঠে লছিমন হরষাঈ ॥ 6.62.C2
823 য়হ বৃত্তান্ত দসানন সুনেঊ।অতি বিষাদ পুনি পুনি সির ধুনেঊ॥ 6.62.C5
সুশেন সেই মুহূর্তে লক্ষণকে নীরোগ করিয়া তুলিল। লক্ষণ পুলকিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। যখন রাবণ ইহা জানিতে পারিল, সে শোকাহত হইয়া বারম্বার নিজ মস্তকে আঘাত করিতে লাগিল।

824 ব্যাকুল কুম্ভকরন পহিং আবা।বিবিধ জতন করি তাহি জগাবা॥ 6.62.C6
825 কুম্ভকরন দুর্মদ রন রংগা । চলা দুর্গ তজি সেন ন সঙ্গা ॥ 6.64.C2

ব্যাকুল হইয়া সে নিজ ভ্রাতা কুম্ভকর্ণের নিকট গমন করিল এবং অনেক কলাকৌশল করিয়া তাহার নিদ্রাভঙ্গ করিল। তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইবার সঙ্গে সঙ্গে দুরাচারী অভিমানী কুম্ভকর্ণ যুদ্ধ করিবার নেশায় কোনো সেনাবাহিনী না লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে একাই গমন করিল।

826 কুম্ভকরন কপি ফৌজ বিডারী। সুনি ধাঈ রজনীচর ধারী ॥ 6.67.C7
827 দেখি রাম বিকল কটকাঈ। রিপু অনীক নানা বিধি আঈ ॥ 6.67.C8

যুদ্ধক্ষেত্রে কুম্ভকর্ণ বানর সেনাকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দিল। ইহা শুনিয়া রাক্ষস সেনা কুম্ভকর্ণকে দৌড়াইয়া আসিয়া সাহায্য করিতে লাগিল। শ্রীরাম দেখিলেন তাঁহার সেনাবাহিনী অপর পক্ষের কলাকৌশলের দ্বারা পরাস্ত হইতে চলিয়াছে।

828 তব প্রভু কোঃপি তীব্র সর লীন্হা। ধর তে ভিন্ন তাসু সির কীন্হা॥ 6.71.C4
829 বহু বিলাপ দসকন্ধর করঈ। বন্ধু সীস পুনি পুনি উর ধরঈ ॥ 6.72.C4

প্রভু রাম অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া একটি শর নিক্ষেপ করিয়া কুম্ভকর্ণের মুন্ডটি তাহার শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলেন। রাবণ নিজ ভ্রাতার মুন্ড দেখিয়া অত্যন্ত শোকগ্রস্ত হইল। সে ছিন্ন মুন্ডটিকে বারম্বার বক্ষে চাপিয়া বিলাপ করিতে লাগিল।

830 মেঘনাদ তেহি অবসর আয়উ। কহি বহু কথা পিতা সমুঝায়উ ॥ 6.72.C6
831 দেখেহু কালি মোরি মনুসাঈ। অবহিং বহুত কা করৌং বড়াঈ॥ 6.72.C7

এই উপলক্ষ্যে তখন মেঘনাদ শোকতপ্ত পিতাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিল, "আগামীকাল আমার পরাক্রম দেখিবেন। এই মুহূর্তে বিলাপ করিয়া কোনো কার্য সিদ্ধ হইবেনা। আমি কি করিয়া নিজমুখে নিজ প্রশংসা করি।"

832 এহি বিধি জল্পত ভয়উ বিহানা। চহুঁ দুআর লাগে কপি নানা ॥ 6.72.C9

সে আগামী দিনের প্রাতঃকাল অবধি নিজ গৌরব গাথা গাহিতে থাকিল। ততক্ষণ অবধি লঙ্কার চারিটি দ্বারে বানরসেনা উপস্থিত হইতে লাগিল।

833 মেঘনাদ মায়াময় রথ চঢ়ি গয়উ অকাস । 6.72.D1
834 গর্জেউ অট্টহাস করি ভই কপি কটকহি ত্রাস ॥ 6.72.D2

মেঘনাদ নিজ উড়ন্ত মায়াময় রথে চাপিয়া আকাশপথে গর্জন করিতে করিতে অট্টহাস্য করিয়া বানরদিগের মধ্যে ভীতি সঞ্চার করিতে লাগিল।

835 তুম্হ লছিমন মারেহু রন ওহী। দেখি সভয় সুর দুখ অতি মোহী॥ 6.75.C8
836 জৌং তেহি আজু বধেং বিনু আবৌং। তৌ রঘুপতি সেবক ন কহাবৌং॥ 6.75.C13
প্রভু রাম বলিলেন, "হে লক্ষ্মণ! অদ্য তুমি অবশ্যই উহাকে বধ করিবে। আমি দেবতাদের এত ভীত হইতে দেখিয়া বড়ই দুঃখিত।" লক্ষ্মণ বলিলেন, "হে প্রভু! আমি যদি অদ্য উহাকে বধ না করিতে পারি তাহা হইলে আমি আর আপনার সেবক বলিয়া নিজেকে গণ্য করিব না।"

837 সুমিরি কোসলাধীস প্রতাপা। সর সন্ধান কীন্হ করি দাপা ॥ 6.76.C15
838 ছাড়া বান মাঝ উর লাগা। মরতী বার কপটু সব ত্যাগা ॥ 6.76.C16
যুদ্ধ ক্ষেত্রে লক্ষ্মণ কোসলপতি শ্রীরামের প্রতাপকে স্মরণ করিয়া মেঘনাদের প্রতি একটি শর নিক্ষেপ করিল। মেঘনাদের বক্ষে শরটি প্রবেশ করিল। মৃত্যুকালে মেঘনাদ সকল কপট হইতে মুক্ত হইল।

839 সুত বধ সুনা দসানন জবহীং। মুরুছিত ভয়উ পরেউ মহি তবহীং ॥ 6.77.C6
840 চলেউ নিসাচর কটকু অপারা। চতুরঙ্গিনী অনী বহু ধারা ॥ 6.79.C1
পুত্রশোকের সংবাদ পাইয়া রাবণ মূর্ছিত হইয়া ধরাশায়ী হইল। জ্ঞান ফিরিবার পর সে তাহার বিশাল চতুরঙ্গিনি সেনাবাহিনী লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রের জন্য প্রস্থান করিল।

841 ইত উত ঝপটি দপটি কপি জোধা। মর্দৈ লাগ ভয়উ অতি ক্রোধা॥ 6.82.C5
842 পাহি পাহি রঘুবীর গোসাঈং। য়হ খল খাই কাল কী নাঈং॥ 6.82.C7
রাবণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বানর সেনাকে ধ্বংস করিতে লাগিল। বানরগণ পীড়িত হইয়া শ্রীরামকে ডাকিতে লাগিল, "হে প্রভু! দয়া করিয়া আমাদের রক্ষা করুন। শোকাহত রাবণ আমাদের যমদূতের ন্যায় বধ করিতেছে।"

843 বহুরি রাম সব তন চিতই বোলে বচন গঁভীর। 6.89.D1
844 দ্বন্দজুদ্ধ দেখহু সকল শ্রমিত ভএ অতি বীর ॥ 6.89.D2
শ্রীরাম তাহাদের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন এবং খুবই গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "হে সাহসী বানরগণ! তোমরা নিশ্চয়ই খুব পরিশ্রান্ত। তোমরা একটু বিশ্রাম কর। তাহার পর আমার এবং রাবণের মধ্যে দ্বন্দ্বযুদ্ধ অবলোকন কর।"

845 দস দস বান ভাল দস মারে। নিসরি গএ চলে রুধির পনারে ॥ 6.92.C8
846 তীস তীর রঘুবীর পবারে। ভুজন্হি সমেত সীস মহি পারে ॥ 6.92.C10
শ্রীরাম দশটি শর রাবণের দশমুন্ডর দিকে নিক্ষেপ করিলেন। শরগুলি তাহার মুন্ডচ্ছেদ করিল এবং রক্তপাত হইতে লাগিল। অতঃপর শ্রীরাম ত্রিশটি শর নিক্ষেপ করিলেন যাহার দ্বারা রাবণের দশটি মুন্ড এবং বিংশটি হস্ত ধরাশায়ী হইল।

847 কাটত বঢ়হিং সীস সমুদাঈ।জিমি প্রতি লাভ লোভ অধিকাঈ ॥ 6.102.C1
848 মরই ন রিপু শ্রম ভয়উ বিসেষা। রাম বিভীষন তন তব দেখা॥ 6.102.C2
যে মুহূর্তে মুন্ডপাত হইল সেই মুহূর্তে রাবণের মুন্ডগুলি পুনঃ জন্মগ্রহণ করিল ঠিক যে প্রকারে একটি লোভী ব্যক্তির লোভ তাহার কোনো ইচ্ছা পূর্ণ হইবার পর উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে। যখন শত্রুকে কোনো প্রকারেই বশ করিতে পারা যাইতে ছিল না, তখন শ্রীরাম বিভীষণের দিকে দেখিলেন।

849 উমা কাল মর জাকীং ঈছা।সো প্রভু জন কর প্রীতি পরীছা॥ 6.102.C3
850 নাভিকুন্ড পিয়ূষ বস যাকেং।নাথ জিঅত রাবনু বল তাকেং॥ 6.102.C5
প্রভু শিব পার্বতীকে বলিলেন,“হে পার্বতী! যাঁহার ইচ্ছায় যমদূতেরও মৃত্যু হয়, সেই প্রভু বিভীষণের ভক্তির পরীক্ষা লইতেছিলেন।” বিভীষণ বলিল,“হে স্বামী! রাবণের নাভিতে অমৃত আছে। এই কারণে তাহার মৃত্যু হইতেছে না।”

851 খৈঁচি সরাসন শ্রবন লগি ছাড়ে সর একতীস। 6.102.D1
852 রঘুনায়ক সায়ক চলে মানহুঁ কাল ফনীস ॥ 6.102.D2
শ্রীরাম নিজ ধনুতে কর্ণ পর্যন্ত টান মারিয়া একত্রিশটি শরনিক্ষেপ। করিলেন যেন কালসর্পের গতিতে গমন করিল।

853 সায়ক এক নাভি সর সোষা।অপর লগে ভুজ সির করি রোষা॥ 6.103.C1
854 ধরনি ধসই ধর ধাব প্রচন্ডা । তব সর হতি প্রভু কৃত দুই খন্ডা ॥ 6.103.C3
একটি শর রাবণের নাভি হইতে সমস্ত সুধাকে শুষ্ক করিয়া দিল, অন্যগুলি ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার মুন্ড এবং বাহু সকলের ভিতর প্রবেশ করিল।তাহার মুন্ডহীন দেহ প্রচন্ড গতিতে দৌড়াইতে লাগিল। রাবণের ধড় প্রচন্ড গতিতে দৌড়াইবার কারণে

পৃথিবীতে ধ্বস নামিতে লাগিল। অতঃপর শ্রীরাম একটি শর নিক্ষেপ করিলেন সেটি রাবণের দেহটিকে দুই খন্ড করিয়া দিল।

855 গর্জেউ মরত ঘোর রব ভারী। কহাঁ রামু রন হতৌং পচারী ॥ 6.103.C4
যখন রাবণ মৃত্যু পথে সেই সময়ও সে গর্জন করিয়া বলিল,"রাম কোথায়? আমি তাহাকে যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধর জন্য আহ্বান করিয়া বধ করিব।"

856 তাসু তেজ সমান প্রভু আনন। হরষে দেখি সম্ভু চতুরানন ॥ 6.103.C9
857 বরষহিং সুমন দেব মুনি বৃন্দা। জয় কৃপাল জয় জয়তি মুকুন্দা ॥ 6.103.C11
মৃত্যুর সময় রাবণের ঔজ্জ্বল্য শ্রীরামের মুখমন্ডলের সহিত এক হইয়া গেল। শিবঠাকুর এবং ব্রহ্মা ইহা দেখিয়া খুবই প্রীত হইলেন। দেবতারা এবং সন্ন্যাসীরা পুষ্পবৃষ্টি করিয়া বলিলেন,"হে দয়াময়! আপনার জয় হৌক্।হে মুকুন্দ ভগবান আপনার জয় হৌক্!

858 কৃপাদৃষ্টি করি প্রভু অভয় কিএ সুর বৃন্দ। 6.103.D1
859 ভালু কীস সব হরষে জয় সুখ ধাম মুকুন্দ ॥ 6.103.D2
শ্রীরাম দেবতাদের উপর নিজ কৃপাদৃষ্টি বর্ষণ করিলেন এবং তাঁহারা নির্ভয় হইলেন। বানর এবং ভল্লুকগণ সকলেই খুব আনন্দে সুখধাম মুকুন্দ শ্রীরামের জয়গান করিতে লাগিল।

860 সব মিলি জাহু বিভীষন সাথা।সারেহু তিলক কহেউ রঘুনাথা॥6.106.C3
861 সাদর সিংহাসন বৈঠারী। তিলক সারি অস্তুতি অনুসারী॥ 6.106.C6
রঘুকুলনাথ শ্রীরাম বলিলেন,"তোমরা সকলে বিভীষণের সহিত গমন কর এবং তাহার রাজ্যাভিষেক কর।", বিভীষণকে অত্যন্ত সম্মান করিয়া সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করা হইল এবং রীতি অনুযায়ী তিলক অঙ্কিত করিয়া স্তুতি করা হইল।

862 পুনি প্রভু বোলি লিয়উ হনুমানা।লঙ্কা জাহু কহেউ ভগবানা॥ 6.107.C1
863 সমাচার জানকিহি সুনাবহু।তাসু কুসল লৈ তুম্হ চলি আবহু॥ 6.107.C2
অতঃপর প্রভু হনুমানকে লঙ্কা গমন করিতে নির্দেশ দিলেন এবং সীতাকে সকল কথা খুলিয়া বলিয়া তাঁহার কুশল সংবাদ আনিতে বলিলেন।

864 সব বিধি কুসল কোসলাধীসা। মাতু সমর জীত্যো দসসীসা॥ 6.107.C7
হনুমান লঙ্কায় পৌঁছাইয়া সীতাকে শ্রীরামের কুশল সংবাদ দিয়া বলিল,"হে মাতা! শ্রীরাম কুশলপূর্বক আছেন রাবণকে পরাজিত করিয়াছেন এবং যুদ্ধ জয় করিয়াছেন।"

865 সুনু সুত সদগুন সকল তব হৃদয়ঁ বসহুঁ হনুমন্ত। 6.107.D1
866 সানুকূল কোসলপতি রহহুঁ সমেত অনন্ত ॥ 6.107.D2
সীতা বলিলেন, "হে পুত্র! শুন সর্ব প্রকার সদগুণ তোমার হৃদয়ে বিরাজ করুক এবং লক্ষ্মণের সহিত কোসলপতি প্রভু সর্বদা প্রসন্ন থাকুন।"

867 অব সোই জতন করহু তুম্হ তাতা। দেখৌং নয়ন স্যাম মৃদু গাতা॥ 6.108.C1
868 তব হনুমান রাম পহিং জাঈ। জনকসুতা কৈ কুসল সুনাঈ॥ 6.108.C2
সীতা বলিলেন, "হে পুত্র! এইবার এমন কিছু কর যাহাতে আমি আমার শ্যামবর্ণ সুকোমল স্বামীর দর্শন লাভ করিতে পারি।" হনুমান ফিরিয়া গিয়া শ্রীরামকে সীতার কুশলবার্তা দিলেন।

869 সুনি সন্দেসু ভানুকুলভূষন। বোলি লিএ জুবরাজ বিভীষন ॥ 6.108.C3
870 মারুতসুত কে সঙ্গ সিধাবহু। সাদর জনকসুতহি লৈ আবহু ॥ 6.108.C4
সংবাদ পাইয়া সূর্যবংশের ভূষণ শ্রীরাম যুবরাজ অঙ্গদ এবং বিভীষণকে বলিলেন,"হনুমানকে সঙ্গে লইয়া সীতাকে সম্মানের সহিত ফেরত লইয়া আস।"

871 সীতা প্রথম অনল মহুঁ রাখী। প্রগট কীন্হি চহ অন্তর সাখী॥ 6.108.C14
সীতাকে অগ্নির ভিতর প্রবেশ করিতে বলা হইল যাহাতে তাঁহার আসল প্রতিমূর্তি যেটি লুকানো ছিল সেটি বাহির হইয়া আসিতে পারে।

872 জৌং মন বচ ক্রম মম উর মাহীং। তজি রঘুবীর আন গতি নাহীং॥ 6.109.C7
873 তৌ কৃসানু সব কৈ গতি জানা। মো কহুঁ হোউ শ্রীখন্ড সমানা ॥ 6.109.C8
সীতা বলিলেন,"হে সর্বজ্ঞ অগ্নিদেবতা! শ্রীরাম ব্যতীত যদি আমি অন্য কাহাকেও চিন্তা না করিয়া থাকি অথবা কাহাকেও হৃদয়ে স্থান না দিয়া থাকি তাহা হইলে আপনি চন্দনের লেপের ন্যায় শীতল হইয়া যান।"

874 ধরি রূপ পাবক পানি গহি শ্রী সত্য শ্রুতি জগ বিদিত জো। 6.109.X13
875 জিমি ছীরসাগর ইন্দিরা রামহি সমর্পী আনি সো ॥ 6.109.X14
যেই প্রকারে দুগ্ধসমুদ্র প্রভু বিষ্ণুকে লক্ষ্মীমাতাকে ফিরায়ে দিয়াছিলেন সেই প্রকারে অগ্নিদেবতা শরীর ধারণ করিয়া বেদ এবং সমগ্র সংসারে বিদিত পবিত্র সীতার হস্ত শ্রীরামের নিকট সমর্পণ করিলেন।

876 সো রাম বাম বিভাগ রাজতি রুচির অতি সোভা ভলী। 6.109.X15
877 নব নীল নীরজ নিকট মানহুঁ কনক পঙ্কজ কী কলী ॥ 6.109.X16
কল্যাণীয়া সীতাকে শ্রীরামের বাম দিকে একটি নীলপদ্মের পার্শ্বে একটি স্বর্ণালী পদ্মের সদ্য প্রস্ফুটিত কুঁড়ির ন্যায় লাগিতেছিল।

878 জনকসুতা সমেত প্রভু সোভা অমিত অপার। 6.109b.D1
879 দেখি ভালু কপি হরষে জয় রঘুপতি সুখ সার ॥ 6.109b.D2
শ্রীরাম সীতার সৌন্দর্য্য অবর্ণনীয়। বানর এবং ভল্লুকগণ সোল্লাসে শ্রীরাম এবং সীতার জয়গান করিয়া বলিতে লাগিল, সুখের সাগর রঘুনাথের জয়জয়কার করিতে লাগিল।

880 অনুজ জানকী সহিত প্রভু কুসল কোসলাধীস। 6.112.D1
881 সোভা দেখি হরষি মন অস্তুতি কর সুর ঈস ॥ 6.112.D2
শ্রীরাম, ভ্রাতা লক্ষ্মণ এবং সীতার সৌন্দর্য্য দেখিয়া দেবরাজ ইন্দ্র অত্যন্ত পুলকিত হইয়া প্রভুর স্তুতি করিতে লাগিলেন।

882 অব করি কৃপা বিলোকি মোহি আয়সু দেহু কৃপাল। 6.113.D1
883 কাহ করৌং সুনি প্রিয় বচন বোলে দীনদয়াল ॥ 6.113.D2
দেবরাজ ইন্দ্র পূজা সম্পন্ন করিয়া বলিলেন,"হে দয়াময়! দয়া করিয়া বলেন আমি কি প্রকারে আপনার সেবা করিতে পারি?" তাঁহার কথা শুনিয়া প্রভু বলিলেন,

884 সুনু সুরপতি কপি ভালু হমারে। পরে ভূমি নিসচরন্হি জে মারে ॥ 6.114.C1
885 মম হিত লাগি তজে ইন্হ প্রানা। সকল জিআউ সুরেস সুজানা ॥ 6.114.C2

"হে দেবরাজ! আমাদের বানর এবং ভল্লুকদের রাক্ষসগণ বধ করিয়াছে। তাহারা আমার জন্য তাহাদের প্রাণত্যাগ করিয়াছে। হে বুদ্ধিমান ইন্দ্র! দয়া করিয়া তাহাদের প্রাণদান করুন।"

886 প্রভু সক ত্রিভুঅন মারি জিআঈ। কেবল সক্রহি দীন্হি বড়াঈ ॥ 6.114.C4
887 সুধা বরষি কপি ভালু জিআএ। হরষি উঠে সব প্রভু পহিং আএ ॥ 6.114.C5
প্রভু ত্রিলোকের সমস্ত প্রাণীদের জীবনাবসান এবং জীবনদান ঘটাইতে পারিতেন। কিন্তু ইন্দ্রকে সম্মান করিয়া তিনি তাঁহাকে এই কার্যটি করিতে বলিলেন। ইন্দ্র অমৃত বরষা করিলেন এবং সকল বানর এবং ভল্লুকগণ জীবিত হইল। তাহারা প্রত্যেকে প্রাণবন্ত হইয়া শ্রীরামের সহিত দেখা করিল।

888 রাম সরিস কো দীন হিতকারী। কীন্হে মুকুত নিসাচর ঝারী ॥ 6.114.C9
889 খল মল ধাম কাম রত রাবন। গতি পাঈ জো মুনিবর পাবন॥ 6.114.C10
শ্রীরামের চাহিতে কি অন্য কেহ তাঁহার ভক্তগণের সুখসুবিধার কথা বেশি ভাবিতে পারে? এমনকি তিনি রাক্ষসগণকেও মোক্ষ প্রদান করিলেন। রাবণের ন্যায় দুরাচারী, লম্পট এবং পাপী পর্যন্ত এমন মোক্ষলাভ করিল যাহা বড় বড় ঋষিমুনিরা পর্যন্ত লাভ করেন নাই।

890 সুমন বরষি সব সুর চলে চঢ়ি চঢ়ি রুচির বিমান। 6.114a.D1
891 দেখি সুঅবসরু প্রভু পহিং আয়উ সম্ভু সুজান ॥ 6.114a.D2
দেবতাগণ পুষ্পবৃষ্টি করিতে করিতে নিজ নিজ উড়ন্ত রথে চাপিয়া বিদায় লইলেন। সেই মুহূর্তে সুসময় বুঝিয়া প্রভু শিব শ্রীরামের সহিত আলাপচারিতা করিতে আসিলেন।

892 পরম প্রীতি কর জোরি জুগ নলিন নয়ন ভরি বারি। 6.114b.D1
893 পুলকিত তন গদগদ গিরাঁ বিনয় করত ত্রিপুরারি ॥ 6.114b.D2
ত্রিপুরারী শিবের পদ্মলোচন দুইটি আবেগে আপ্লুত হইয়া জলে ভরিয়া গেল। অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া তিনি ভারাক্রান্ত হৃদয়ে প্রভুর নিকট করজোড়ে প্রার্থনা এবং তাঁহার পূজা করিলেন।

894 করি বিনতী জব সংভু সিধাএ। তব প্রভু নিকট বিভীষনু আএ ॥ 6.116.C1
895 দীন মলীন হীন মতি জাতী। মো পর কৃপা কীন্হি বহু ভাঁতী ॥ 6.116.C4

যখন প্রভু শিব চলিয়া গেলেন, তখন বিভীষণ রামের নিকট আসিয়া বলিলেন,“হে স্বামী! আপনি আমার মত পাপী, দীনহীন, বুদ্ধিহীন এবং জাতিহীনের উপর দয়া করিয়াছেন।”

896 সুনত বচন মৃদু দীনদয়ালা। সজল ভএ দ্বৌ নয়ন বিসালা ॥ 6.116.C8
দীনদয়াল শ্রীরামের বিশাল লোচনদ্বয় বিভীষণের মধুর বচন শুনিয়া অশ্রু দিয়া পরিপূর্ণ হইল।

897 বহুরি বিভীষন ভবন সিধায়ো। মনি গন বসন বিমান ভরায়ো॥ 6.117.C3
898 চঢ়ি বিমান সুনু সখা বিভীষন। গগন জাই বরষহু পট ভূষন॥ 6.117.C5
বিভীষণ রাজভবনে ফিরিয়া গেলেন; শ্রীরামের একটি পুষ্পক নামের উড়ন্ত বিমান ছিল। তিনি সেই বিমানটিকে একাধিক বস্ত্র এবং অলংকার দিয়া পরিপূর্ণ করিলেন। শ্রীরাম বলিলেন,“হে সখা! এই উড়ন্ত রথ লইয়া আকাশ হইতে এইসকল বস্ত্র এবং অলংকার নিম্নে বর্ষণ করিও।”

899 ভালু কপিন্হ পট ভূষন পাএ। পহিরি পহিরি রঘুপতি পহিং আএ ॥ 6.118.C1
বানর এবং ভল্লুক সেই বস্ত্র এবং অলংকারগুলি পাইয়া সেগুলি ধারণ করিয়া শ্রীরামের নিকট দৌড়াইয়া আসিল।

900 তুম্হরেং বল মৈং রাবনু মার্যো। তিলক বিভীষন কহঁ পুনি সার্যো॥ 6.118.C4
901 নিজ নিজ গৃহ অব তুম্হ সব জাহূ। সুমিরেহু মোহি ডরপহু জনি কাহূ॥ 6.118.C5
প্রভু বলিলেন,“ তোমাদের বল দ্বারাই রাবণ নিহত হইল এবং বিভীষনের রাজ্যাভিষেক হইল। এইবার সকলে নিজ নিজ গৃহে গমন করিয়া আমার নাম জপ করিয়া নির্ভয়ে বাস কর।”

902 প্রভু প্রেরিত কপি ভালু সব রাম রূপ উর রাখি। 6.118a.D1
903 হরষ বিষাদ সহিত চলে বিনয় বিবিধ বিধি ভাষি ॥ 6.118a.D2
শ্রীরামের বচন শুনিয়া তাঁহাকে নিজ নিজ হৃদয়ে স্থাপন করিয়া আনন্দ এবং দুঃখ মিশ্রিত অনভূতি লইয়া তাহারা নিজেদের বাসস্থানে ফিরিয়া গেল।

904 কপিপতি নীল রীছপতি অঙ্গদ নল হনুমান। 6.118b.D1
905 সহিত বিভীষন অপর জে জূথপ কপি বলবান ॥ 6.118b.D2

906 কহি ন সকহিং কছু প্রেম বস ভরি ভরি লোচন বারি।6.118c.D1
907 সন্মুখ চিতবহিং রাম তন নয়ন নিমেষ নিবারি ॥ 6.118c.D2
বানররাজ সুগ্রীব, নীল, নল, জাম্ববন্ত, অঙ্গদ, হনুমান, বিভীষণ এবং অন্যান্য বলশালী বানর সেনাপতিগণ নিরুত্তর হইয়া গদগদ নয়নে শ্রীরামকে অবলোকন করিতে লাগিলেন।

908 অতিসয় প্রীতি দেখ রঘুরাঈ। লিন্হে সকল বিমান চঢ়াঈ ॥ 6.119.C1
909 সিংহাসন অতি উচ্চ মনোহর।শ্রী সমেত প্রভু বৈঠে তা পর॥ 6.119.C4
তাহাদের অকৃত্রিম স্নেহ দেখিয়া তিনি তাহাদের সকলকে তাঁহার সহিত পুষ্পক বিমানে বসিতে বলিলেন। সেই বিমানে একটি উচ্চ সিংহাসনে শ্রীরাম সীতার সহিত বসিলেন।

910 রুচির বিমানু চলেউ অতি আতুর। কীন্হী সুমন বৃষ্টি হরষে সুর ॥ 6.119.C6
911 কহ রঘুবীর দেখু রন সীতা। লছিমন ইহাঁ হত্যো ইন্দ্রজীতা॥ 6.119.C9
সুন্দর বিমানটি তীব্র গতিতে উড়িতে লাগিল। ইহা দেখিয়া সকল দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। রথে বসিয়া পৃথিবীর দিকে দেখাইয়া শ্রীরাম সীতাকে বলিলেন,"প্রিয় সীতা! নিম্ন প্রদেশে যুদ্ধক্ষেত্রর দিকে অবলোকন কর। মেঘনাদকে লক্ষণ এইস্থলে বধ করিয়াছিল।"

912 হনূমান অঙ্গদ কে মারে। রন মহি পরে নিসাচর ভারে ॥ 6.119.C10
913 কুম্ভকরন রাবন দ্বৌ ভাঈ। ইহাঁ হতে সুর মুনি দুখদাঈ ॥ 6.119.C11
হনুমান এবং অঙ্গদ অনেক বড় বড় রাক্ষস যোদ্ধাগণকে এই স্থলে বধ করিয়াছিল তাহারা এই যুদ্ধক্ষেত্রে শায়িত আছে। রাবণ এবং কুম্ভকর্ণ যাহারা দেবতা এবং মুনিগণের জীবন দুর্বিষহ করিয়া তুলিয়াছিল, তাহারাও এইস্থানেই বধ হইয়াছিল।

914 ইহাঁ সেতু বাঁধ্যোঁ অরু থাপেউঁ সিব সুখ ধাম। 6.119a.D1
915 সীতা সহিত কৃপানিধি সম্ভুহি কীন্হ প্রনাম ॥ 6.119a.D2
"এইস্থানেই সমুদ্র লঙ্ঘন করিবার জন্য সেতু নির্মিত হইয়াছিল, সুখের ধাম মহাদেবকে স্থাপন করা হইয়াছিল।" সীতা এবং রাম দুইজনেই মহাদেবকে প্রণাম জানাইলেন।

916 তুরত বিমান তহাঁ চলি আবা।দন্ডক বন জহঁ পরম সুহাবা॥ 6.120.C1

917 সকল রিষিন্হ সন পাই অসীসা। চিত্রকূট আএ জগদীসা ॥ 6.120.C3
রথটি শীঘ্রই সুন্দর দন্ডকারণ্যে পৌঁছাইল। জগদীশ্বর প্রভু রাম সকল মুনিগণ হইতে আর্শীবাদ লইয়া চিত্রকূট পৌঁছাইলেন।

918 তীরথপতি পুনি দেখু প্রয়াগা। নিরখত জন্ম কোটি অঘ ভাগা ॥ 6.120.C7
919 পুনি দেখু অবধপুরী অতি পাবনি। ত্রিবিধ তাপ ভব রোগ নসাবনি॥6.120.C9
শ্রীরাম সীতাকে বলিলেন,"দয়া করিয়া প্রয়াগের দর্শন কর। ইহা সেরা তীর্থ। প্রয়াগের দর্শনমাত্রই সকলে পাপমুক্ত হইয়া বহুর্জন্ম হইতে মুক্তি পান। এইবার অতি পুণ্যস্থান অযোধ্যার দর্শন কর যাহার দর্শন দ্বারা তিন প্রকারের দুঃখ দূর হয় এবং ইহার দর্শন জন্ম মৃত্যুর দুঃখ হইতে মুক্তি প্রদান করে।"

920 প্রভু হনুমন্তহি কহা বুঝাঈ। ধরি বটু রূপ অবধপুর জাঈ ॥ 6.121.C1
921 ভরতহি কুসল হমারি সুনাএহু। সমাচার লৈ তুম্হ চলি আএহু॥6.121.C2
প্রভু হনুমানকে ব্রাহ্মণের ভেক ধরিয়া অযোধ্যায় গমন করিতে বলিয়া বলিলেন,"ভরতকে গিয়া আমাদের কুশল সংবাদ দিবে এবং তাহার কুশল সংবাদ লইয়া আসিবে।"

922 সমর বিজয় রঘুবীর কে চরিত জে সুনহিং সুজান। 6.121a.D1
923 বিজয় বিবেক বিভূতি নিত তিন্হহি দেহিং ভগবান ॥ 6.121a.D2
যে বুদ্ধিমান গণ শ্রীরামের যুদ্ধের বিজয়গাথা শুনিয়া থাকেন, ভগবান তাঁহাদের সর্বপ্রকার মঙ্গল এবং উন্নতি করেন এবং বিজয়, বিবেক এবং ঐশ্বর্য দেন।

উত্তরকাণ্ড

924 রহা এক দিন অবধি কর অতি আরত পুর লোগ। 7.0a.D1
925 জহঁ তহঁ সোচহিং নারি নর কৃস তন রাম বিয়োগ ॥ 7.0a.D2

যখন কেবল শ্রীরামের ফিরিবার একটি মাত্র দিন বাকি ছিল, অযোধ্যাবাসীগণ অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইতেছিল। পুরুষ এবং নারীগণ শ্রীরাম হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া শীর্ণকায় হইয়া সকলেই কি হইবে এই ভাবিয়া অধৈর্য হইতেছিল।

926 রাম বিরহ সাগর মহঁ ভরত মগন মন হোত। 7.1a.D1
927 বিপ্র রূপ ধরি পবন সুত আই গয়উ জনু পোত ॥ 7.1a.D2

যখন রামের বিরহরূপী সাগরে ভরতের হৃদয় ডুবিয়া ছিল, হনুমান ব্রাহ্মণের বেশে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিল। মনে হইতেছিল যেন ডুবন্ত আত্মা একটি নৌকার সন্ধান পাইল।

928 দেখত হনূমান অতি হরষেউ। পুলক গাত লোচন জল বরষেউ ॥ 7.2.C1
929 রঘুকুল তিলক সুজন সুখদাতা। আয়উ কুসল দেব মুনি ত্রাতা ॥ 7.2.C4

হনুমান ভরতকে দেখিয়া পুলকিত হইল। সে অশ্রুসিক্ত নয়নে কহিল,"যিনি সকল পুণ্যবান লোকেদের সুখ- সমৃদ্ধি প্রদান করিয়া থাকেন এবং দেবতাগণকে স্বস্তি প্রদান করিয়া থাকেন, সেই শ্রীরাম অদ্য প্রত্যাবর্তন করিতেছেন।"

930 হরষি ভরত কোসলপুর আএ। সমাচার সব গুরহি সুনাএ ॥ 7.3.C1

ভরত অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়া অযোধ্যায় ফিরিয়া এই সংবাদটি নিজ গুরুকে দিলেন।

931 সুনত সকল জননীং উঠি ধাঈং। কহি প্রভু কুসল ভরত সমুঝাঈং॥ 7.3.C3
932 সমাচার পুরবাসিংহ পাএ। নর অরু নারি হরষি সব ধাএ॥ 7.3.C4

এই সংবাদ শুনিয়া, সকল মাতাগণ দৌড়াইয়া ভরতের নিকট আসিলেন। তিনি তখন প্রভুর কুশলবার্তা মাতাগণকে দিলেন। তখন অযোধ্যাবাসীগণ এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত উচ্ছ্বসিত হইয়া দৌড়াইতে লাগিল।

933 আবত দেখি লোগ সব কৃপাসিন্ধু ভগবান। 7.4a.D1
934 নগর নিকট প্রভু প্রেরেউ উতরেউ ভূমি বিমান॥ 7.4a.D2

যখন কৃপার সাগর শ্রীরাম সকলকে তাঁহার নিকট আসিতে দেখিলেন, তখন পুষ্পককে নিম্নে অবতরণ করাইলেন।

935 আএ ভরত সঙ্গ সব লোগা। কৃস তন শ্রীরঘুবীর বিয়োগা ॥ 7.5.C1
936 বামদেব বসিষ্ঠ মুনিনায়ক। দেখে প্রভু মহি ধরি ধনু সায়ক ॥ 7.5.C2

প্রভুর বিয়োগে যাহারা অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল তাহাদের লইয়া ভরত উপস্থিত হইলেন। যখন শ্রীরাম বামদেব, বশিষ্ঠ এবং অন্যান্য মুনিদের দেখিলেন তখন তিনি নিজ ধনুর্বাণ নামাইয়া রাখিলেন।

937 ধাই ধরে গুর চরন সরোরুহ।অনুজ সহিত অতি পুলক তনোরুহ॥ 7.5.C3
938 সকল দ্বিজন্হ মিলি নায়উ মাথা। ধর্ম ধুরন্ধর রঘুকুলনাথা॥ 7.5.C5

অনুজের সহিত রঘুকুলনাথ দৌড়াইয়া তাঁহাদের গুরুর পাদপদ্ম স্পর্শ করিলেন। ধর্মের ধুরন্ধর পুণ্যবান শ্রীরাম সকল ব্রাহ্মণগণকে অভিবাদন করিলেন।

939 গহে ভরত পুনি প্রভু পদ পঙ্কজ।নমত জিন্হহি সুর মুনি সঙ্কর অজ॥ 7.5.C6
940 পরে ভূমি নহিং উঠত উঠাএ।বর করি কৃপাসিন্ধু উর লাএ॥ 7.5.C7

যে প্রভুর পদযুগল দেবতাদের দ্বারা, মহাদেব, ব্রহ্মা এবং মুনিদের দ্বারা বন্দিত, ভরত সেই পদযুগল ধরিয়া ভূমির উপর আছড়াইয়া পড়িলেন। আবেগাপ্লুত ভরত উঠাইলেও উঠিতেছিলেন না। শ্রীরাম তাঁহাকে সবেগে উঠাইয়া নিজবক্ষে চাপিয়া ধরিলেন।

941 পুনি প্র ভু হরষি সত্রুহন ভেংটে হৃদয়ঁ লগাই। 7.5.D1
942 লছিমন ভরত মিলে তব পরম প্রেম দোউ ভাই ॥ 7.5.D2

প্রভু শত্রুঘ্নর সহিত অতি আনন্দিত হইয়া মিলিত হইলেন। ভরত এবং লক্ষণও পুলকিত হইয়া একে অপরের সাথে মিলিত হইলেন।

943 অমিত রূপ প্রগটে তেহি কালা। জথাজোগ মিলে সবহি কৃপালা॥ 7.6.C5
944 কৃপাদৃষ্টি রঘুবীর বিলোকী। কিএ সকল নর নারি বিসোকী॥ 7.6.C6

শ্রীরাম বিভিন্ন রূপ ধরিয়া প্রত্যেকের সহিত যথাযোগ্য একই সঙ্গে মিলিত হইলেন। নিজ কৃপাদৃষ্টির দ্বারা সকল নরনারীকে দুঃখমুক্ত করিলেন।

945 পুনি রঘুপতি সব সখা বোলাএ। মুনি পদ লাগহু সকল সিখাএ॥7.8.C5
946 গুর বসিষ্ট কুলপূজ্য হমারে। ইন্‌হ কী কৃপাঁ দনুজ রন মারে ॥ 7.8.C6
শ্রীরাম তাঁহার সকল বন্ধুদের ডাকিয়া বশিষ্ঠ মুনির চরণস্পর্শ করিতে বলিলেন। তিনি বলিলেন,“গুরু বশিষ্ঠ আমাদের পারিবারিক গুরু। তাঁহার আশীর্বাদ বিনা আমরা রাক্ষসগণকে বধ করিতে সক্ষম হইতাম না।”

947 এ সব সখা সুনহু মুনি মেরে। ভএ সমর সাগর কহঁ বেরে ॥ 7.8.C7
তিনি গুরুকে বলিলেন,“হেমুনিবর! আমার এই বন্ধুগণ যুদ্ধরূপী সমুদ্রে তরণীর ন্যায়।”

948 প্রভু জানী কৈকেঈ লজানী। প্রথম তাসু গৃহ গএ ভবানী ॥ 7.10.C1
949 তাহি প্রবোধি বহুত সুখ দীন্‌হা। পুনি নিজ ভবন গবন হরি কীন্‌হা॥7.10.C2
মহাদেব বললিলেন,"শ্রীরাম জানিতেন মাতা কৈকেয়ী খুবই বিব্রত।সেইজন্য তিনি প্রথমে তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা এবং আনন্দ প্রদান করিয়া অতঃপর নিজ প্রাসাদে গমন করিলেন।"

950 গুর বসিষ্ট দ্বিজ লিএ বুলাঈ। আজু সুঘরী সুদিন সমুদাঈ ॥ 7.10.C4
অতঃপর গুরু বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণগণকে ডাকিয়া বলিলেন,“অদ্য শুভদিন এবং শুভলগ্ন।”

951 সুনু খগেস তেহিc অবসর ব্রহ্মা সিব মুনি বৃংদ। 7.11c.D1
952 চঢ়ি বিমান আএ সব সুর দেখন সুখকন্দ ॥ 7.11c.D2
কাকভূষন্ডি বলেন,“হে পক্ষীরাজ গরুড়! তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য এই শুভ মুহূর্তে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর সকল দেবতা এবং মুনিগণ শ্রীরাম যিনি সুখের সাগর তাঁহার নিকট বিমানে করিয়া উপস্থিত হইলেন।”

953 প্রভু বিলোকি মুনি মন অনুরাগা। তুরত দিব্য সিংঘাসন মাগা ॥ 7.12.C1
954 রবি সম তেজ সো বরনি ন জাঈ। বৈঠে রাম দ্বিজন্‌হ সিরু নাঈ॥ 7.12.C2
শ্রীরামকে দেখিয়া গুরু বশিষ্ঠ ভাবাবেগে আপ্লুত হইলেন। তিনি একটি সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল অবর্ণনীয় সুন্দর রাজসিংহাসন আনিবার জন্য আদেশ করিলেন। শ্রীরাম সকল ব্রাহ্মণগণকে অভিবাদন করিয়া সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন।

955 প্রথম তিলক বসিষ্ট মুনি কীন্হা। পুনি সব বিপ্রন্হ আয়সু দীন্হা॥7.12.C5
956 সুত বিলোকি হরষীং মহতারী। বার বার আরতী উতারী ॥ 7.12.C6
বশিষ্ঠমুনি প্রথম পবিত্র চিহ্ন শ্রীরামের কপালে আঁকিলেন। অতঃপর অন্যান্য ব্রাহ্মণগণকেও ঐরূপ করিতে বলিলেন। মাতাগণ পুত্রকে সিংহাসনে উপবিষ্ট দেখিয়া অতি পুলকিত হইয়া বারংবার তাহার আরতি করিলেন।

957 বৈনতেয় সুনু সম্ভু তব আএ জহঁ রঘুবীর। 7.13b.D1
958 বিনয় করত গদগদ গিরা পূরিত পুলক সরীর॥ 7.13b.D2
কাকভুষূন্ডি বলেন,"হে গরুড় শুন! সেই মুহূর্তে মহাদেব রামের দর্শন করিতে আসিলেন; ইহাতে রাম খুবই পুলকিত হইলেন এবং শিবের স্তুতি করিতে লাগিলেন।"

959 বার বার বর মাগউঁ হরষি দেহু শ্রীরঙ্গ। 7.14a.D1
960 পদ সরোজ অনপায়নী ভগতি সদা সতসঙ্গ ॥ 7.14a.D2
শ্রীরাম বলিলেন,"হে প্রভু!আমি বারম্বার এই বর যাচনা করি যে আপনার চরণকমলের অচল ভক্তি এবং আপনার ভক্তদের সান্নিধ্যে থাকিতে পারি। আপনি প্রসন্ন হইয়া আমাকে ইহাই দেন।"

961 ব্রহ্মানন্দ মগন কপি সব কেং প্রভু পদ প্রীতি। 7.15.D1
962 জাত ন জানে দিবস তিন্হ গএ মাস ষট বীতি ॥ 7.15.D2
ইতিমধ্যে প্রভুভক্ত বানরগণ ব্রহ্মানন্দতে মগ্ন হইয়া খুব সুখভোগ করিতে লাগিল। এইক্রমে ছয় মাস অতিবাহিত হইয়া গেল।

963 তব রঘুপতি সব সখা বোলাএ। আই সবন্হি সাদর সিরু নাএ॥ 7.16.C2
একদিন শ্রীরাম বানর বন্ধুদের আমন্ত্রণ করিলেন। সকলে আসিয়া অভিবাদন করিল।

964 পরম প্রীতি সমীপ বৈঠারে। ভগত সুখদ মৃদু বচন উচারে॥ 7.16.C3
965 তুম্হ অতি কীন্হ মোরি সেবকাঈ। মুখ পর কেহি বিধি করৌং বড়াঈ॥ 7.16.C4
প্রভু শ্রীরাম সকলকে বসিতে বলিয়া সুমধুর স্বরে বলিলেন,"তোমরা সকলে আমার জন্য অনেক কিছু করিয়াছ। কি করিয়া তোমাদের মুখের উপর তোমাদের প্রশংসা করি?"

966 তাতে মোহি তুম্হ অতি প্রিয় লাগে। মম হিত লাগি ভবন সুখ ত্যাগে॥ 7.16.C5
967 সব কেং প্রিয় সেবক য়হ নীতী। মোরেং অধিক দাস পর প্রীতী ॥ 7.16.C8
"তোমরা আমার জন্য নিজেদের পরিবার এবং সর্বপ্রকার সুখ উৎসর্গ করিয়াছ। এইজন্য আমি তোমাদের সকলকে এত স্নেহ করি। সেবক সকলেরই প্রিয় কিন্তু আমি তাহাদের বিশেষ রূপে ভালোবাসি।"

968 তব প্রভু ভূষন বসন মগাএ। নানা রঙ্গ অনূপ সুহাএ ॥ 7.17.C5
প্রভু তাহাদের জন্য বিভিন্ন প্রকারের রঙীন বস্ত্র এবং অলংকার আনিবার জন্য আদেশ করিলেন।

969 জামবন্ত নীলাদি সব পহিরাএ রঘুনাথ। 7.17a.D1
970 হিয়ঁ ধরি রাম রূপ সব চলে নাই পদ মাথ ॥ 7.17a.D2
শ্রীরাম নিজহস্তে জাম্ববন্ত, নীল এবং অন্যান্যদের বস্ত্র পরিধান করাইলেন। তাহারা রামকে নিজ হৃদয়ে স্থাপন করিয়া অভিবাদন করিয়া নিজ নিজ গৃহে গমন করিল।

971 তব সুগ্রীব চরন গহি নানা। ভাঁতি বিনয় কীন্হে হনুমানা ॥ 7.19.C7
972 দিন দস করি রঘুপতি পদ সেবা। পুনি তব চরন দেখিহউঁ দেবা ॥ 7.19.C8
অতঃপর হনুমান বানররাজ সুগ্রীবের চরণ ধরিয়া শ্রীরামের সহিত কিছু সময় অতিবাহিত করিবার আজ্ঞা চাহিল। সে বলিল "হে দেব! আমাকে দশটি দিবস শ্রীরামের পদসেবা করিবার আজ্ঞা দেন তাহার পর আমি আপনার চরণ দর্শণ করিব।"

973 পুন্য পুঞ্জ তুম্হ পবনকুমারা। সেবহু জাই কৃপা আগারা ॥ 7.19.C9
সুগ্রীব বলিল,"হে পবনপুত্র হনুমান! তুমি কল্যাণকারী। শ্রীরামের নিকট যাও তুমি চিরকাল কৃপাধাম শ্রীরামের সেবা কর।"

974 পুনি কৃপাল লিয়ো বোলি নিষাদা। দীন্হে ভূষন বসন প্রসাদা॥ 7.20.C1
975 তুম্হ মম সখা ভরত সম ভ্রাতা। সদা রহেহু পুর আবত জাতা॥ 7.20.C3
অতঃপর দয়ালু শ্রীরাম নিষাদকে ডাকিয়া বস্ত্র এবং অলংকার প্রদান করিয়া বলিলেন,"হে বন্ধু! আমি তোমাকে ভরতের ন্যায় স্নেহ করি। যখন ইচ্ছা অযোধ্যায় আবাগমন করিও।"

976 রাম রাজ বৈঠেং ত্রৈলোকা। হরষিত ভএ গএ সব সোকা ॥ 7.20.C7

যখন শ্রীরামের অভিষেক হইল, সমগ্র বিশ্ব আনন্দে বিভোর হইল। সমস্ত দুঃখ এবং ভয় দূর হইল।

977 বরনাশ্রম নিজ নিজ ধরম বনিরত বেদ পথ লোগ। 7.20.D1
978 চলহিং সদা পাবহিং সুখহি নহিং ভয় সোক ন রোগ ॥ 7.20.D2

সকলে নিজ নিজ ধর্ম এবং বর্ণ হিসাবে বাস করিতে লাগিল। তাহারা বেদের শিক্ষালাভ করিয়া নিরুদ্বিগ্ন হইয়া দিনযাপন করিতে লাগিল। তাহাদের কোনো ভয় ডর বা দুঃখ ছিল না।

979 রাম রাজ নভগেস সুনু সচরাচর জগ মাহিং ।7.21.D1
980 কাল কর্ম সুভাব গুন কৃত দুখ কাহুহি নাহিং ॥ 7.21.D2

কাকভুষূন্ডি বলেন, "হে পক্ষীরাজ গরুড়, শুন! রামরাজ্যে সকল জড় চেতন কাল,কর্ম,স্বভাব এবং গুণ হইতে উৎপন্ন দুঃখর দ্বারা পীড়িত ছিল না।"

981 ভূমি সপ্ত সাগর মেখলা। এক ভূপ রঘুপতি কোসলা ॥ 7.22.C1
982 রাম রাজ কর সুখ সম্পদা। বরনি ন সকই ফনীস সারদা ॥ 7.22.C6

কোসলপুরীতে রাম সাতসমুদ্রের কোমরবন্ধনীযুক্ত পৃথিবীর একমাএ রাজা। এমনকি শেষ এবং সরস্বতী রাম রাজ্যের সুখ সমৃদ্ধির গাথা বর্ণনা করিতে পারিবেন না।

983 সব উদার সব পর উপকারী। বিপ্র চরন সেবক নর নারী ॥ 7.22.C7
984 সসি সম্পন্ন সদা রহ ধরনী। ত্রেতাঁ ভই কৃতজুগ কৈ করনী ॥ 7.23.C6

সকল নরনারী উদার এবং পরোপকারী ছিলেন এবং ব্রাহ্মণের চরণসেবা করিতেন। রামরাজ্যে শস্যশ্যামলা ধরিত্রী ছিল। ত্রেতা যুগ যেন সত্য যুগে পরিণত হইতেছিল।

985 রাম করহিং ভ্রাতন্হ পর প্রীতী। নানা ভাঁতি সিখাবহিং নীতী ॥ 7.25.C3
986 হরষিত রহহিং নগর কে লোগা। করহিং সকল সুর দুর্লভ ভোগা॥ 7.25.C4

শ্রীরাম নিজ ভ্রাতাদের অপরিসীম স্নেহের দ্বারা আবদ্ধ রাখিতেন এবং শাসনব্যবস্থা এবং অনুভব সংক্রান্ত জ্ঞান বিতরণ করিতেন। দেবগণও যেইপ্রকার সুখ অনুভব

করিতেন না অযোধ্যাবাসী সেইপ্রকার সুখ ভোগ করিতেন। নগরবাসীরা অতীব প্রসন্ন থাকিতেন।

987 দুই সুত সুন্দর সীতাঁ জাএ। লব কুস বেদ পুরানন্হ গাএ ॥ 7.25.C6
988 দোউ বিজঈ বিনঈ গুন মন্দির।হরি প্রতিবিংব মনহুঁ অতি সুন্দর॥ 7.25.C7

সীতা লব কুশ এই দুই পুত্রের জননী হইলেন যাহাদের বিষয়ে বেদ এবং পুরাণে বর্ণনা করা হইয়াছে। দুই ভ্রাতাই যেন রামের ছায়া, নম্র, সুযোগ্য যোদ্ধা এবং সর্বগুণসম্পন্ন ছিলেন। তাঁহারা শ্রীরামের ন্যায় অতীব সুন্দর ছিলেন।

989 জ্ঞান গিরা গোতীত অজ মায়া মন গুন পার। 7.25.D1
990 সোই সচ্চিদানন্দ ঘন কর নর চরিত উদার ॥ 7.25.D2

প্রভু শ্রীরাম তো জ্ঞান এবং মহিমায় অবর্ণনীয়, মোহমায়ার ঊর্দ্ধে অতি পুণ্যবান। সেই সচ্চিদানন্দ মানবজাতির কল্যাণার্থে শ্রেষ্ঠ মানবলীলা করেন।

991 গিরিজা সুনহু বিসদ য়হ কথা।মৈং সব কহী মোরি মতি জথা॥ 7.52.C1
992 রাম চরিত সত কোটি অপারা। শ্রুতি সারদা ন বরনৈ পারা ॥ 7.52.C2

প্রভু মহাদেব বলেন,"হে পার্বতী, পর্বতপুত্রী! আমি তোমাকে শ্রীরামের সকল কাহিনি শোনাইলাম নিজ বুদ্ধি অনুসারে । কিন্তু তাঁহার কৃতকর্ম একশ কোটি হইতেও আরো অনেক বেশি। এমনকি বেদ অথবা দেবী সরস্বতী ও তাঁহার সকল কর্মের বিস্তৃত বর্ণনা করিতে অক্ষম।"

993 রাম অনন্ত অনন্ত গুনানী। জন্ম কর্ম অনন্ত নামানী ॥ 7.52.C3
994 বিমল কথা হরি পদ দায়নী। ভগতি হোই সুনি অনপায়নী ॥7.52.C5

শ্রীরাম অনন্ত অসীম গুণের অধিকারী। তাঁহার জন্ম, কর্ম এবং নামও অনন্ত। শ্রীরামের এই পবিত্র কাহিনি সকলকে হরির চরণের শরণ প্রদান করে। ইহা শুনিলে সকলে অসীম ভক্তিলাভ করে।

995 ভব সাগর চহ পার জো পাবা। রাম কথা তা কহঁ দৃঢ় নাবা ॥ 7.53.C3
996 রাম কথা গিরিজা মৈং বরনী।কলি মল সমনি মনোমল হরনী॥7.129.C1

যাঁহারা জন্ম-মৃত্যুরূপী ভব সমুদ্র পার করিতে চাহেন, তাঁহাদের জন্য শ্রীরাম কাহিনি একটি শক্তিশালী তরণীর ন্যায়। মহাদেব পার্বতীকে বলিলেন,"আমি

শ্রীরামের যে কাহিনি বর্ণনা করিলাম তাহা কলিযুগের সমস্ত পাপ এবং দুশ্চিন্তাকে ধ্বংস করে।”

997 রঘুবংস ভূষন চরিত য়হ নর কহহিং সুনহিং জে গাবহীং। 7.130.X13
998 কলি মল মনোমল ধোই বিনু শ্রম রাম ধাম সিধাবহীং ॥ 7.130.X14

যাঁহারা ইহা শুনিয়া থাকেন, বলিয়া থাকেন অথবা রঘুবংশের ভূষণ শ্রীরামের গুণকীর্তন করিয়া থাকেন, তাঁহারা সুনির্মল হইয়া নিজ পাপস্খলন করিতে সমর্থ হন এবং স্বর্গে যাইবার পথ প্রশস্ত করিয়া থাকেন।

999 সত পঞ্চ চৌপাঈং মনোহর জানি জো নর উর ধরৈ। 7.130.X15
1000 দারুন অবিদ্যা পঞ্চ জনিত বিকার শ্রীরঘুবর হরৈ ॥ 7.130.X16

যাঁহারা এই কাহিনির কেবলমাত্র পাঁচটি অথবা সাতটি পংক্তি হৃদয়ে গচ্ছিত রাখিয়া থাকেন, তাঁহারা শ্রীরামের কৃপায় অবিদ্যাজনিত পাঁচটি প্রকারের দারুণ বিকার হইতে মুক্ত হইতে পারেন।

1001 সুন্দর সুজান কৃপা নিধান অনাথ পর কর প্রীতি জো। 7.130.X17
1002 সো এক রাম অকাম হিত নির্বানপ্রদ সম আন কো ॥ 7.130.X18

তুলসীদাস বলেন,“শ্রীরামই একমাত্র পুরুষ যিনি সুপুরুষ, মহান্, দয়ালু এবং দুর্বলের সহায়। আর কাহাকেই বা তাঁহার মত নিঃস্বার্থ বন্ধু হিসাবে অথবা মোক্ষ প্রদানকারী হিসাবে তুলনা করা যাইতে পারে?”

1003 জাকী কৃপা লবলেস তে মতিমন্দ তুলসীদাসহূঁ। 7.130.X19
1004 পায়ো পরম বিশ্রামু রাম সমান প্রভু নাহীং কহূঁ ॥ 7.130.X20

তুলসীদাস বলেন,“শ্রীরাম যাঁহার কৃপায় তুলসীদাসের ন্যায় নির্বোধ বুদ্ধি এবং শান্তি লাভ করিতে পারেন, এই পৃথিবীতে সেইপ্রকার কোনো ব্যক্তিই নাই।”

1005 মো সম দীন ন দীন হিত তুম্হ সমান রঘুবীর। 7.130a.D1
1006 অস বিচারি রঘুবংস মনি হরহু বিষম ভব ভীর ॥ 7.130a.D2

হে রঘুবীর!! কেহ আমার ন্যায় পীড়িত নহে এবং কেহ আপনার ন্যায় দয়ালু নহে। ইহা শুনিয়া হে রঘুবংশের মণি রাম!আপনি আমাকে জন্ম-মৃত্যুর দুঃখ হইতে উদ্ধার করেন।

1007 কামিহি নারি পিআরি জিমি লোভহি প্রিয় জিমি দাম। 7.130b.D1
1008 তিমি রঘুনাথ নিরন্তর প্রিয় লাগহু মোহি রাম ॥ 7.130b.D2

হে প্রভু! আপনি আমার নিকট সেইপ্রকারই প্রিয় হইয়া থাকেন, যেই প্রকার কোনো কামী পুরুষের নিকট কোনো রমণী অথবা কোনো লোভী ব্যক্তির নিকট ধনসম্পত্তি।

শ্রী রামায়ণ আরতি

আরতি শ্রী রামায়ণ জী কী। কীরতি কলিত ললিত সীয় পী কী॥

গাওত ব্রহ্মাদিক মুনি নারদ। বাল্মীক বিজ্ঞান বিসারদ॥
সুক সনকাদি সেষ অরু সারদ। বরণি পবনসুত কীরতি নীকী॥১॥
আরতি শ্রী রামায়নজী কী...

গাওত বেদ পুরাণ অষ্টদশ। ছও শাস্ত্র সব গ্রন্থন কো রস॥
মুনি জন ধন সন্তন কো সরবস। সার অংশ সংমত সব হী কী॥২॥
আরতি শ্রী রামায়নজী কী...

গাওত সন্তত সম্ভু ভবানী।অরু ঘটসম্ভব মুনি বিজ্ঞানী॥
ব্যাস আদি কবিবর্জ বখানী। কাগভুসুন্ডি গরূড় কে হী কী॥৩॥
আরতি শ্রী রামায়নজী কী...

কলিমল হরনি বিষয় রস ফীকী। সুভগ সিঙ্গার মুক্তি জুবতী কী॥
দলন রোগ ভব মুরি অমী কী। তাত মাত সব বিধি তুলসী কী॥৪॥
আরতি শ্রী রামায়ন জী কী...

ইহা শ্রীরামায়ণ মহাশয়ের আরতি যাহা সীতাপতি শ্রীরামের সুন্দর এবং মধুর কীর্তি।

এই আরতিটি ব্রহ্মাদি দেব,ঋষি নারদ,অত্যন্ত বিদগ্ধ বিজ্ঞানী বাল্মিকি, শুকদেব, সনকাদি, শেষনাগ এবং সরস্বতী গাহিয়া থাকেন এবং যাহার যশের বর্ণনা শ্রীহনুমান বড়ই সুন্দর ভাবে করিয়াছেন,আমরা সেই রামায়ণমহাশয়ের আরতি করি॥১॥

যাহার ভিতর চারটি বেদ, আঠারো টি পুরাণ,ছয়টি শাস্ত্র এবং সর্ব গ্রন্থের সার নিহিত আছে,যাহা মুনিগণের ধন এবং ঋষিদের সর্বস্ব,তাহা ছাড়াও যাহাতে সব কিছু র সারাংশ এবং সম্মতি আছে,সেই প্রকার রামায়ণের আমরা আরতি করি॥২॥

শিব এবং পার্বতী নিত্যদিন যে গান গাহিয়া থাকেন,যাহার ব্যাখ্যা জ্ঞানীএবং মুনিশ্রেষ্ঠ অগস্ত্য এবং ব্যাসের ন্যায় শ্রেষ্ঠ কবিগণ করিয়া থাকেন এবং যাহা কাকভুশুন্ডি এবং গরুড়ের হৃদয়ে সদা বিরাজমান,শ্রীরামের এই প্রকার রামায়ণের আমরা আরতি করি ॥৩॥

এই আরতি কলিযুগের বিষয় বাসনার রসের স্বাদ হইতে আমাদের মুক্ত করিবে।ইহা মুক্তিরূপ যুবতীর সৌন্দর্য অর্থাৎবাহিরের আড়ম্বর হইতে মুক্ত পরম আন্তরিক সৌন্দর্য প্রদান করিবে।ইহা সকল রোগ হইতে মুক্ত করিবার জন্য একটি অমৃতরূপী বটিকা।তুলসীদাস বলেন-এই প্রকার আরতি সর্বত ভাবে আমার মাতা-পিতা।সেইজন্য আমরা রামায়ণমহাশয়ের আরতি করি ॥৪॥

শ্রীরাম স্তুতি

শ্রী রামচন্দ্র কৃপালু ভজু মন হরণ ভবভয় দারুণং।
নবকঞ্জ লোচন কঞ্জ মুখ কর কঞ্জ পদ কঞ্জারুণং॥১॥

কন্দর্প অগণিত অমিত ছবি নব নীল নীরদ সুন্দরং।
পটপীত মানহু তড়িতরুচি শুচি নৌমি জনক সুতাবরং॥২॥

ভজু দিনবন্ধু দিনেশ দানব দৈত্য বংশ নিকন্দনং।
রঘুনন্দ আনন্দ কন্দ কোশল চন্দ দশরথ নন্দনং॥৩॥

সির মুকুট কুন্ডল তিলক চারু উদার অঙ্গ বিভূষণং।
আজানুভূজ শর চাপ ধর সংগ্রাম জিত খর দূষনং॥৪॥

ইতি বদতি তুলসীদাস শংকর শেষ মুনি মন রঞ্জনং।
মম হৃদয় কঞ্জ নিবাস কুরু কামাদি খল দল গঞ্জনং॥৫॥

মনু জাহি রাচেউ মিলহি সো বরু সহজ সুন্দর সাঁওরো।।
করুণা নিধান সুজান সীলু সনেহু জানত রাওরো॥৬॥

এহি ভাঁতি গৌরী আশীষ সুনি সিয় সহিত হিয়ঁ হরষী অলি।।
তুলসী ভবানি হি পূজি পুনি পুনি মুদিত মন মন্দির চলী॥৭॥

জানি গৌরী অনুকূল সিয় হিয় হরষু ন জাই কহি।।
মঞ্জুল মঙ্গল মূল বাম অঙ্গ ফরকন লগে॥

সিয়াবর রামচন্দ্র জী কী জয়!

হে মন! দয়ালু শ্রীরামের ভজন কর। তিনি সংসারের জন্ম মৃত্যু রূপী দারুণ ভয়কে দূর করেন।
তাঁহার চক্ষু দ্বয় নব বিকশিত পদ্ম ফুলের ন্যায় সুশোভিত। মুখ, হস্তএবং চরণ দুটিও লাল কমলের সদৃশ॥১॥
তাঁহার সৌন্দর্য র ছটা অগুনতি কামদেবদের হইতেও বেশি। তাঁহার কলেবর নব নীল সজল মেঘের ন্যায় সুন্দর। পীতাম্বর মেঘরূপ শরীর যেন বিদ্যুতের ন্যায় চমক জাগাইতেছে। রাজা জনকপুত্রী সীতাপতি পবিত্র শ্রীরামকে আমি নমস্কার জানাই॥২॥
হে মন! দীনদুঃখীদের বন্ধু সূর্যের ন্যায় তেজস্বী, দানবএবং দৈত্যবংশের সমূল নাশকারী,আনন্দকন্দ কোশল দেশ রূপী আকাশে নির্মল চন্দ্রর ন্যায় দশরথনন্দন রামের ভজন কর॥৩॥
তাঁহার মস্তকোপরি রত্নজটিত মুকুট,কানে কুন্ডল,কপালে তিলক এবং প্রত্যেক অঙ্গ সুন্দর আভূষণে সুশোভিত। তাঁহার ভুজাদ্বয় আজানুলম্বিত। তিনি ধনুর্বাণধারী। তিনি যুদ্ধ করিয়া খরদুষণকে জিতিয়া লইয়াছেন॥৪॥
তিনি মহাদেব,শেষ এবং মুনিদের মনকে আনন্দিত করেন। তিনি কাম,ক্রোধ লোভ ইত্যাদি শত্রুদের নাশকারী। তুলসীদাস ইহাই প্রার্থনা করেন যে এই রঘুনাথ যেন সর্বদা তাঁহার হৃদয় মাঝে বিরাজ করেন॥৫॥
শ্রীমতী গৌরী শ্রীমতী সীতাকে বলেন,"যাঁহার প্রতি তোমার হৃদয় অনুরক্ত,সেই শ্যামসুন্দরকেই (রামচন্দ্র) তুমি পতিরূপে পাইবে। শ্রীরাম যিনি দয়ার সাগর এবং সর্বজ্ঞ তোমার সুন্দর ব্যবহার এবং প্রেমের কথা জানেন"॥৬॥
গৌরীদেবীর এইসকল কথা শুনিয়া জানকী সমেত সকল সখীরা পুলকিত হইলেন। তুলসীদাস বলেন দেবী ভবানীকে বারংবার পুজা করিয়া শ্রীমতী সীতা রাজপ্রাসাদে ফিরিলেন॥৭॥
গৌরীদেবীর আনুকূল্যের কথা জানিয়া শ্রীমতী সীতা মুগ্ধ হইলেন। মঙ্গলের সূচনায় তাঁহার বাম অঙ্গগুলি কাঁপিতে লাগিল॥

সিয়াবর রামচন্দ্র জী কী জয়!

পুস্তকে ব্যবহৃত নামের সূচি

অঙ্গদ: বালির পুত্র
অগস্তি(অগস্ত্য): একজন ঋষি
অচ্ছকুমারা (অক্ষয় কুমার): রাবণের পুত্র
অজ: ব্রহ্মা
অত্রি: একজন ঋষি
অনন্ত: লক্ষ্মণ
অনুসুইয়া(অনুসুয়া): অত্রির পত্নী
অবধ: অযোধ্যা,রামের জন্মস্থান
অবধপুর: অযোধ্যা
অবধপুরী: অযোধ্যা
ইন্দ্রজিৎ(ইন্দ্রজীৎ): মেঘনাদ
ইন্দিরা: বিষ্ণুপত্নী লক্ষ্মী
ইন্দু: চন্দ্রমা
উমা: পার্বতী

কপটমৃগ: কপটী হরিণ মারীচ
কুম্ভজ: অগস্ত্য ঋষি
কোসলপুর: কোসলের রাজধানী অযোধ্যা
কোসলা(কোসল): একটি দেশের নাম যেখানে দশরথের রাজ্য ছিল
কুম্ভকরণ(কুম্ভকর্ণ): রাবণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা যেছয় মাস নিদ্রাবস্থায় থাকিত এবং একদিন
জাগিত
কেবট: একজন নাবিক যে শ্রীরামকে গঙ্গা পার করাইয়াছিল।
কেবটু(কেবট): কেবট
কৈকই(কৈকেয়ী): দশরথের কনিষ্ঠ পত্নী;ভরতের মাতা
কৈকয়সুতা(কেকয়সুতা): কৈকেয়ী
কৌসল্যা: দশরথের প্রথম পত্নী;রামের মাতা
কৌসিক(কৌশিক): বিশ্বামিত্র
খগেস(খগেশ): পক্ষীদের স্বামী এবং ভগবান বিষ্ণুর বাহন গরুড়
খর: একটি রাক্ষস

খরদুষণ(খর-দুষণ): খর এবং দুষণ নামের দুই রাক্ষস
গনপতি(গণপতি): গণেশ
গনেসু(গণেশ): শিব এবং পার্বতীর পুত্র,প্রথম পূজার অধিকারী দেব
গাধিতনয়: গাধির পুত্র বিশ্বামিত্র
গিরিজা: পার্বতী
গুহঁ(গুহ): শৃঙ্গবেরপুরের রাজা
গোদাবরী: একটি নদী যার তীরে পঞ্চবটী নামক স্থানে শ্রীরাম আশ্রম তৈয়ারী করিয়াছিলেন।
গৌতম: একজন ঋষি
গৌরি(গৌরী): পার্বতী

চতুরানন: ব্রহ্মা
চিত্রকূট: একটি পর্বত যেখানে শ্রীরাম বসবাস করিতেন।
চূড়ামনি(চূড়ামণি): মস্তকে ধারণ করিবার অলঙ্কার যাহা সীতা হনুমান কে দিয়াছিলেন
ছীরসাগর(ক্ষীরসাগর): ভগবান বিষ্ণু এবং দেবী লক্ষ্মীর বাসস্থান
জনকসুতা: সীতা
জটায়ূ(জটায়ু): একটি শকুন যে সীতাকে রাবণ হইতে বাঁচাইবার জন্য তাহার সহিত যুদ্ধ করিয়া নিজ প্রাণ বিসর্জন দিয়াছিল।
জনক: সীতার পিতার নাম
জনকু(জনক): জনক
জানকী: সীতা
জামবন্ত: ঋক্ষ প্রজাতির রাজা,রামের সেনাতে অনুভবী যোদ্ধা এবং পরামর্শদাতা

তাড়কা: একটি রাক্ষসীর নাম
তুলসিদাস(তুলসীদাস): রামচরিতমানসের রচয়িতা
তুলসী(তুলসীদাস): তুলসীদাস
ত্রিকূট: তিনটি পর্বতের সমাহার যাহার উপর লঙ্কা বিরাজমান
ত্রিপুরারি: শিব
ত্রিসিরা(ত্রিশিরা): একটি রাক্ষস
ত্রিসিরারি(ত্রিশিরারি): ত্রিশিরার শত্রু রাম

দশকন্ঠ: রাবণ
দশকন্ধ: রাবণ
দশকন্ধর: রাবণ
দশমুখ: রাবণ
দসরথ: রামের পিতা
দসসীসা(দসসীস): রাবণ
দসানন: রাবণ
নন্দিগাঁও(নন্দিগ্রাম): অযোধ্যার নিকট একটি স্থান যেখানে রামের বনবাসের সময় ভরত চৌদ্দ বৎসর ছিলেন।
নভগেস(নভগেশ): খগেস
নল: বিশ্বকর্মার বানরপুত্র যিনি নিজ ভ্রাতা নীলের সহিত মিলিয়া সমুদ্রের উপর পুল বানাইয়াছিলেন
নারদাদি: নারদ ইত্যাদি ঋষি
নীল: বিশ্বকর্মার বানরপুত্র যিনি নিজ ভাই নলের সাথে মিলিত হইয়া সমুদ্র র উপর পুল বানাইয়াছিলেন

পঞ্চবটী(পঞ্চবটী): গোদাবরীর তীরে একটি স্থান যেখানে রাম আশ্রম বানাইয়াছিলেন।সেখান হইতে রাবণ সীতার হরণ করিয়াছিলেন
পম্পা: একটি সরোবরের নাম
পরসুধর(পরশুরাম): বিষ্ণুর ষষ্ঠ অবতার
পরসুরাম (পরশুরাম): পরশুরাম
পবনকুমার: হনুমান
পবনতনয়: হনুমান
পবনসুত: হনুমান
প্রভঞ্জন: পবন
প্রভঞ্জনসুত: হনুমান
প্রয়াগ: তীর্থস্থান যেখানে গঙ্গা,যমুনা এবং সরস্বতীর সঙ্গমের প্রতীক
ফনীস(ফণীষ): শেষ
বসিষ্ট(বশিষ্ঠ): একজন ঋষি,রামের গুরু,অযোধ্যার রাজগুরু
বসিষ্ঠ(বসিষ্ঠ): বসিষ্ঠ
বামদেব(বামদেব): একজন ঋষি
বালমীকি(বাল্মীকি): আদিকবি যিনি রামায়ণ রচনা করেছেন

বালি: কিষ্কিন্ধার রাজা,সুগ্রীবের বড় ভাই,অঙ্গদের পিতা
বালিকুমারা(বালিকুমার): অঙ্গদ
বালিতনয়: অঙ্গদ
বালী (বালি): বালি
বিভীষন(বিভীষণ): রাবণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা যিনি রামের ভক্ত ছিলেন
বিভীষনু(বিভীষণ): বিভীষণ
বিরঞ্চি: ব্রহ্মা
বিরাধ(বিরাধ): একটি রাক্ষস
বিস্বামিত্র(বিশ্বামিত্র): একজন ঋষি
যিনি রামের সুরক্ষার জন্য নিজ
আশ্রমে লইয়া গিয়াছিলেন।
বৈনতেয়(বৈনতেয়): গরুড়
বৈদেহী(বৈদেহী): সীতা
ব্রহ্ম: পরম সত্য,জগতের সার,পরম তত্ব
ব্রহ্মা: সৃষ্টির সৃজক
ভরত: কৈকেয়ীর পুত্র
ভরতু(ভরত): ভরত
ভরদ্বাজ: একজন ঋষি
ভবানী: পার্বতী
ভুসুন্ডি(কাকভুশুন্ডি): কাকরুপী রামভক্ত যিনি গরুড়কে রামের কাহিনী শুনাইয়াছিলেন।
ভৌম: মঙ্গলবার
মন্থরা: কৈকেয়ীর দাসী
মন্দোদরী: রাবণের পত্নী
মধুমাসা(মধুমাস): চৈত্র মাস
মহেস(মহেশ): শিব
মারীচ: একটি রাক্ষস,তাড়কার পুত্র,রাবণের মামা
মারীচা(মারীচ): মারীচ
মারুতসুত: হনুমান
মেঘনাদ: রাবণের পুত্র
মৈনাক: একটি পর্বত যাহা সমুদ্রর ভীতর থাকিত।

রমানিবাসা (রমানিবাস) : রাম
রমাপতি (রাম) : রাম
রামচন্দ্র (রামচন্দ্র) : রাম
রামচরিতমানস: তুলসীদাসকৃত রামের জীবনের উপর ভিত্তি করিয়া লেখা মহাকাব্য
রামা (রাম) : রাম
রামু (রাম) : রাম
রামেস্বর (রামেশ্বর) : শিবলিঙ্গ যেটির স্থাপনা রাম করিয়াছিলেন
রাবন (রাবণ) : লঙ্কার রাজা,রামের সহিত শত্রুতার জন্য তাহার বধ হইল
রাবনু (রাবণ) : রাবণ
রিপুদমনু (শত্রুঘ্ন) : শত্রুঘ্ন
রিষ্যমূক (ঋষ্যমূক) : একটি পর্বত যেখানে সুগ্রীব থাকিতেন
লঙ্কা: একটি দ্বীপ যেখানে রাবণ শাসন করিত
লঙ্কিনী: রাবণের দ্বারপালিকা
লখন (লক্ষণ) : দশরথের পুত্র,সুমিত্রার জ্যেষ্ঠ পুত্র যিনি রামের সহিত বনে গিয়াছিলেন,রামের কনিষ্ঠ ভ্রাতা
লখনু (লক্ষণ) : লক্ষণ
লছিমন (লক্ষণ) : লক্ষণ
লিঙ্গ: শিবলিঙ্গ

ষড়ানন: মহাদেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র কার্তিকেয় যিনি রাক্ষস তাড়কাসুরের বধ করিয়াছিলেন।
সঙ্কর (শঙ্কর) : শিব
সম্পাতী: জটায়ুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা
সম্ভু (শম্ভু) : শিব
সৃঙ্গবেরপুর (শৃঙ্গবেরপুর) : একটি
নগরীর নাম যেখানে নিষাদরাজ গুহর শাসন ছিল।
সৃঙ্গী (শৃঙ্গী) : একজন ঋষি যিনি রাজা দশরথের জন্য পুত্রকামেষ্টি যজ্ঞ করাইয়াছিলেন,দশরথের কন্যার পতি
সতানন্দ (শতানন্দ) : রাজা জনকের পুরোহিত,গৌতম এবং অহিল্যার পুত্র
সত্রুহন (শত্রুঘ্ন) : সুমিত্রার কনিষ্ঠ পুত্র রাম,লক্ষণ,ভরতের কনিষ্ঠ ভ্রাতা

সবরী(শবরী): একটি ভীল জাতির স্ত্রী যে রামের ভক্ত ছিল,যাহাকে রাম নবধা ভক্তির উপদেশ দিয়েছিলেন।
সহসবাহু(সহস্রবাহু): একজন সহস্রবাহুযুক্ত রাজা যাঁহাকে পরশুরাম বধ করিয়াছিলেন।
সারদা(শারদা): সরস্বতী
সিয়(সীয়): সীতা
সিয়পতি: রাম
সিবা(শিবা): পার্বতী
সীতা: রামের পত্নী
সীয়: সীতা
সুগ্রীব: বালির কনিষ্ঠ ভ্রাতা,রামের মিত্র
সুতীছন(সুতীক্ষ): ঋষি অগস্ত্যর একটি শিষ্য
সুমন্ত্র: দশরথের একজন মন্ত্রী
সুমন্ত্রু(সুমন্ত্র): সুমন্ত্র
সুর্পনখাঁ(শুর্পনখা): রাবণের ভগিনী
সুমিত্রা: দশরথের দ্বিতীয় পত্নী,লক্ষণ এবং শত্রুঘ্নর মাতা
সুরসা: সর্পদিগের মাতা
সুরেস(সুরেশ): ইন্দ্র
সুষেন(সুষেণ): লঙ্কার বৈদ্য
সুষেনা(সুষেণ): সুষেণ
সুপনখা(শুর্পনখা): শুর্পণখা
সৌমিত্রি: লক্ষণ
হনুমন্ত: হনুমান
হনুমন্তা(হনুমন্ত): হনুমান
হনুমান: রামের অনন্য ভক্ত
হনুমানা(হনুমান): হনুমান
হনুমান (হনুমান): হনুমান
হর: শিব
হরি: ভগবান, প্রভু, পরমাত্মা, বিষ্ণু

অনুবাদকের তরফ থেকে কয়েকটি কথা

শ্রী ওমপ্রকাশ গুপ্ত মহাশয়রচিত "তুলসী রামায়ণ 1008 পংক্তিতে নিবদ্ধ" (সংক্ষিপ্ত রামচরিতমানস) একটি অভূতপূর্ব প্রয়াস। এটি অত্যন্ত সময়োপযোগী। গোস্বামী তুলসীদাস বিরচিত সম্পূর্ণ রামায়ণ আত্মসাৎ করবার জন্য যথেষ্ট সময় প্রয়োজন যেটা বর্তমান এবং আগামী প্রজন্মের কাছে দুর্লভ।তাছাড়া এই কাব্যটি যে ভাষায় লেখা সেটি সকলের বোধগম্য না ও হতে পারে।

শ্রী ওমপ্রকাশ গুপ্ত মহাশয় এটিকে বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদের সুযোগ করে দিয়ে অত্যন্ত সময়সাপেক্ষ কাজ করেছেন। আমি এটিকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছি।রামায়ণের গাম্ভীর্য বজায় রেখে আমি এটিকে শুদ্ধ ভাষায় অনুবাদ করার চেষ্টা করেছি যেটি আমার অত্যন্ত কঠিন মনে হয়েছে।কিছু ভুল ত্রুটি হয়ে থাকলে পাঠক যেন সেটিকে নিজগুণে ক্ষমা করেন।

শ্রী ওমপ্রকাশ গুপ্ত মহাশয় এই বিষম কাজের ভার দিয়ে আমাকে ঋণী করেছেন।তাঁর অফুরন্ত সহযোগিতা এবং ধৈর্য্যের জন্য আমি তাঁর কাছে চিরকৃতজ্ঞ।জয় শ্রীরাম!

কাজরী গুহ
কোলকাতা

US $5.45

ISBN 978-1-960627-00-1
9 781960 627001